দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ বর্ষ-২ সংখ্যা-২৬২ ॥ ০৯ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ২৫ পৌষ ১৪৩১ বাংলা ॥ ০৮ রজব ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

শেখ হাসিনাকে ফেরাতে চিঠির জবাব এখনো পাইনি: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেন জানিয়েছেন, শেখ হাসিনাকে ফেরত আনতে ভারতের কাছে যে চিঠি দেওয়া হয়েছিল, তার জবাব এখনো পাইনি। বুধবার (৮ জানুয়ারি) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এ তথ্য জানান। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিসার মেয়াদ বাড়িয়েছে নয়াদিল্লি। এ বিষয়ে জানতে চাইলে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এম তৌহিদ হোসেন বলেন, 'আমিও এটা পত্রিকার মাধ্যমে জেনেছি। আমাদের কী করার আছে?' শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়ে পাঠানো চিঠির জবাব পেয়েছেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, তাকে (শেখ হাসিনা) ফেরাতে ভারতের কাছে যে চিঠি দেওয়া হয়েছিল, তার জবাব এখনো পাইনি।

একনেকে ৪২৪৬ কোটি টাকার ১০ প্রকল্প অনুমোদন

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের পঞ্চম জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় ১০টি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের খরচ হবে ৪ হাজার ২৪৬ কোটি টাকা। গতকাল বুধবার সকালে পরিকল্পনা কমিশনে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অনুমোদনের জন্য প্রকল্পগুলো উত্থাপন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন একনেক চেয়ারপারসন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সভায় 'চট্টগ্রাম কর ভবন নির্মাণ' প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা হয়, যার মেয়াদকাল জুলাই ২০২৪ থেকে জুন ২০২৮ পর্যন্ত নির্ধারিত। প্রকল্পটির খরচ হবে ৪৩৭.০৭ কোটি টাকা এবং এটি সরকারি অর্থায়নে বাস্তবায়ন করবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। মোংলা বন্দরে 'পশুর চ্যানেলে সংরক্ষণ ড্রেজিং' প্রকল্পও পরিকল্পনায় রয়েছে, যা জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৯ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ১৫৩৮.১৯ কোটি টাকা, যার মধ্যে ১৩৮৪.৩৭ কোটি টাকা সরকারি তহবিল থেকে এবং ১৫৩.৮২ কোটি টাকা মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে হবে। 'মোংলা বন্দরের জন্য সহায়ক জলযান সংগ্রহ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পটি ৭৬৭.২৫ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৯৩৬.৫৬ কোটি টাকা হবে। এটি বাস্তবায়ন করছে মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ এবং মেয়াদকাল জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত। এছাড়া, 'গ্লোবাল মেরিটাইম ডিস্ট্রেস অ্যান্ড সেফটি সিস্টেম এবং ইন্টিগ্রেটেড মেরিটাইম নেভিগেশন সিস্টেম (ইজিআইএমএনএস)' প্রকল্পটি ১১৩.৮৫ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৯৩২.৬০ কোটি টাকা হয়েছে, যা নৌপরিবহন অধিদপ্তর বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৪ থেকে জুন ২০২৫ পর্যন্ত মেয়াদি। 'নারায়ণগঞ্জের খানপুরে ২-এর পাতায় দেখুন

ফ্রিজ, এসি ও মোটরবাইক উৎপাদনকারীদের কর দ্বিগুণ করল সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : খুচরা যন্ত্রাংশসহ ফ্রিজ, রেফ্রিজারেটর, এয়ারকন্ডিশনার, কম্প্রেসর ও মোটরবাইক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আয়ের ওপর ২০ শতাংশ প্রদেয় আয়কর নির্ধারণ করেছে সরকার। বুধবার (৮ জানুয়ারি) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) চেয়ারম্যান আবদুর রহমান খান স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, খুচরা যন্ত্রাংশসহ পূর্ণাঙ্গ ফ্রিজার, রেফ্রিজারেটর, মোটরসাইকেল, এয়ারকন্ডিশনার ও কম্প্রেসর তৈরির ক্ষমতাসম্পন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কেবল এই শিল্পের ব্যবসা থেকে অর্জিত আয়ের ওপর প্রদেয় আয়কর হার ২০ শতাংশ নির্ধারণ করা হলো। বর্তমানে এ ধরনের শিল্প তাদের আয়ের ওপর ১০ শতাংশ কর দিচ্ছে। প্রজ্ঞাপনে বেশকিছু শর্তের কথা বলা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে- শিল্প প্রতিষ্ঠানটি কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ এর অধীন নিবন্ধিত হতে হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানটিকে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৬ এর উপধারা (৫) এবং (৬) অন্যান্য বিধানাবলি পরিপালন করতে হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব মোল্ড ও ডাইস ২-এর পাতায় দেখুন

লন্ডন পৌঁছেছেন খালেদা জিয়া

৭ বছর পর মাকে কাছে পেয়ে জড়িয়ে ধরলেন তারেক রহমান

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে বহনকারী এয়ারবাস লন্ডনের হিথ্রো বিমানবন্দরে অবতরণ করেছে। বুধবার (৮ জানুয়ারি) স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ৫৯ মিনিটে তাকে বহন করা এয়ারবাসটি অবতরণ করে। হিথ্রো বিমান বন্দর কর্তৃপক্ষ খালেদা জিয়াকে ভিআইপি প্রটোকল দেয়। এসময় বিমানবন্দরে তাকে বরণ করতে তার বড় ছেলে ও দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানসহ পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এমএ মালেক ও সাধারণ সম্পাদক কয়সর এম আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। খালেদা জিয়াকে বরণ করতে বিমানবন্দরের বাহিরে বিপুল সংখ্যক দলীয় নেতাকর্মীও উপস্থিত ছিলেন। উন্নত চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্যের উদ্দেশে মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) রাতে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ঢাকা ছাড়েন সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। রাত ১১টা ৪৬ ২-এর পাতায় দেখুন

এ বছর থেকেই এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বদলি শুরু
শিক্ষা উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : এ বছর থেকেই এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজের সব শিক্ষকদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে বদলি করা হবে বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা ও শিক্ষা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। বুধবার (৮ জানুয়ারি) রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে একনেক পরবর্তী সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন উপদেষ্টা। পরিকল্পনা ও শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, বেসরকারি এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বদলির প্রক্রিয়া শুরু করা হচ্ছে। এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে করা হবে। এক্ষেত্রে নারী-পুরুষ এবং বাড়িসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বিবেচনা করা হবে। আমি এসব মৌলিক কাজ করছি সেখানে মহার্ঘ ভাতার বিষয়টি মাথায় রাখছি না। ইতোমধ্যে ৫৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি দিয়ে শান্ত করেছি। এটা একটা চ্যালেঞ্জ ছিল। তিনি বলেন, ২-এর পাতায় দেখুন

বাজারে চালের ঘাটতি নেই, দাম বৃদ্ধি অযৌক্তিক: বাণিজ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, বাজারে চালের ঘাটতি নেই। নিজস্ব মজুদ বা স্থানীয় উৎপাদনেও ঘাটতি নেই। আমরা আমনের ভরা মৌসুম পার করছি। এই মুহূর্তে চালের দাম বৃদ্ধির যৌক্তিক কারণ দেখছি না। এটা অযৌক্তিক। এর কারণ আমরা খোঁজার চেষ্টা করছি। আশা করি, কিছুদিনের মধ্যে দাম নেমে আসবে। গতকাল বুধবার সকালে রাজধানীর বেগুনবাড়ি দীপিকার মোড়ে দেশব্যাপী স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে টিসিবির পণ্য বিক্রি কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। বশিরউদ্দীন বলেন, ভোক্তা পর্যায়ে বিশেষ করে নাজিরশাইল ও মিনিকেট, এই দুটি চালের দাম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। খুচরা লেভেলে যে ধরনের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে, তার থেকে পাইকারি লেভেলে দামের বৃদ্ধিটা অনেক বেশি। তিনি বলেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হলো, আমদানিকে উদারীকরণ করা। মনে হচ্ছে, সাময়িক মজুদদারীর ঘটনা ঘটছে। বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, বাণিজ্য উদারীকরণের জন্য গতকাল (গত মঙ্গলবার) আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরসহ টিসিবির চেয়ারম্যানাকে নিয়ে বসেছি। বাজারের সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার জন্য আপাতত আমদানিকেন্দ্রীক ব্যবস্থা নিচ্ছি। ব্যাপক আমদানি প্রস্তুতি চলছে। আমদানি ব্যাপকতার ফলে স্থানীয় বাজারে দামের হ্রাস ঘটবে। যারা মজুদ ২-এর পাতায় দেখুন

জুলাই আন্দোলনে আহতদের জবানবন্দি নিতে হাসপাতালে তদন্ত সংস্থা

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই আন্দোলনে আহতদের দেখতে ও তাদের জবানবন্দি নিতে বুধবার (৮ জানুয়ারি) রাজধানীর কল্যাণপুরে ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর এবং তদন্ত সংস্থা। এ সময় আহতদের জবানবন্দি গ্রহণের সময় গুরুত্বপূর্ণ আলামত জব্দ করা হয়। একইসঙ্গে হাসপাতালে চিকিৎসারতদের খোঁজখবর নেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিপ প্রসিকিউটরই অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলাম। সঙ্গে ছিলেন ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউটর ব্যারিস্টার এস এম মইনুল করিম ও তারেক আবদুল্লাহ। ইবনে সিনা হাসপাতালের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন- ডিরেক্টর এডমিন প্রফেসর ডা. নজরুল ইসলাম, ডিরেক্টর মেডিকেল সার্ভিসেস ২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, যশোর জেলা যুবদলের সদ্য বহিষ্কৃত প্রচার সম্পাদক এসকেন্দার আলী জনি ও (ডানে)শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ হেলাল

ওবায়দুল কাদের-শেখ হেলালকে পালাতে সহযোগিতা করেছেন যুবদল সেক্রেটারি

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ও শেখ হাসিনার চাচাতো ভাই শেখ হেলালসহ তার পরিবারের চার সদস্যকে ভারতে পালাতে সহযোগিতা করেছেন যশোর জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আনসারুল হক রানা বলে অভিযোগ করেছেন যশোর জেলা যুবদলের সদ্য বহিষ্কৃত প্রচার সম্পাদক এসকেন্দার আলী জনি। গত মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) ফেসবুক লাইভে এসে ও ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে এমন অভিযোগ করেছেন তিনি। অভিযোগের ব্যাপারে তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তদন্তের অনুরোধ জানান। গত ১৭ ডিসেম্বর নিজ সংগঠনের ২-এর পাতায় দেখুন

সহায়ক ট্রাফিক পুলিশ হিসেবে নিয়োগ পাবেন ৬০০ জন

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে সহায়ক ট্রাফিক পুলিশ সদস্য হিসেবে ৬০০ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। তারা প্রত্যেকে প্রতিদিন ৫৬০ টাকা করে পাবেন। এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের একটি প্রস্তাবে শর্তসাপেক্ষে সায় দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে আহতদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। সহায়ক ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা করে ২ শিফটে কাজ করবেন। সে হিসেবে ২৪৫ দিনে মোট খরচ হবে ৮ কোটি ২৩ লাখ ২০ হাজার টাকা। এদিকে, গতকাল মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) দুপুরে সিআইডির প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন শেষে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ২-এর পাতায় দেখুন

অপরাধ দমনে সফলতার সঙ্গে কাজ করছেন আরএমপি পুলিশ

মোঃ সাকিবুল ইসলাম স্বাধীন, রাজশাহীঃ দেশে জুলাই আগস্ট বিপ্লবের পর মনোবল হারিয়ে ফেলে পুলিশ। জনবান্ধন পুলিশ গড়তে ও পুলিশের মনোবল ফিরিয়ে পূর্বের ন্যায় আবারও কাজে উদ্বুদ্ধ করতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ। ইতোমধ্যে পুলিশ সক্রিয় ভূমিকায় মাঠে কাজ করছেন। ফ্যাসিস্ট সরকারের কারণে পুলিশের নেতৃত্ব স্তর ভেঙে পড়ে, জনুআস্থা থেকে পুলিশ ছিটকে পড়েছিল। এখন চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, জনগণের কাছে পুলিশকে গ্রহণযোগ্য করে তোলা। সেই ধারাবাহিকতায় কাজ করছেন বাংলাদেশ পুলিশ। গত ৭ সেপ্টেম্বর রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের ৩২ তম পুলিশ কমিশনার হিসাবে যোগদান করেন মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান। যোগদানের পর থেকে সফলভাবে চুরি, ছিনতাই, মাদক, অস্ত্রসহ বিভিন্ন অপরাধ দমনে কাজ করছেন তিনি। এরই ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে সাইবার ইউনিটের সহায়তায় হারানো মোবাইল উদ্ধার, নিয়মিত অভিযান পরিচালনা ও অপরাধী গ্রেফতার, অসামাজিক কাজে লিপ্ত আবাসিক হোটেলে অভিযান, জুয়াড়ি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তিদের আটক, অস্ত্র উদ্ধার, দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ, বিধ্বস্ত থানা মেরামত, চাঁদাবাজ আটক, বীর পুলিশ মুক্তিযোদ্ধাদের সংবর্ধনা প্রদান, মানসিক ভারসাম্যহীন নারী উদ্ধার, ব্যাপক মাদক উদ্ধার, হারিয়ে যাওয়া শিশু উদ্ধার, জাল টাকা উদ্ধার, সাজা প্রাপ্ত আসামী আটক, চোরাই ২-এর পাতায় দেখুন

শুল্ক বাড়লে মোবাইলে ১০০ টাকা রিচার্জে ৪৪ টাকা ব্যবহার করতে পারবেন গ্রাহক

স্টাফ রিপোর্টার : মোবাইল ফোনে কথা বলা এবং ইন্টারনেট ব্যবহারে ফের খরচ বাড়ছে। বর্তমানে মোবাইল ফোন সেবায় সম্পূরক শুল্ক ২০ শতাংশ। এটি বাড়িয়ে ২৩ শতাংশ করতে যাচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকার। শিগগির এ নিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হতে পারে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) সূত্র জানায়, মোবাইল ফোন সেবায় বিদ্যমান সম্পূরক শুল্কের সঙ্গে আরও ৩ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক বাড়ানোর বিষয়টি অন্তর্বর্তী সরকারের উচ্চপর্যায়ে থেকে অনুমোদন দিয়েছে। দুটি মন্ত্রণালয় থেকেও অনুমোদন মিলেছে। এখন প্রজ্ঞাপন হলে তা কার্যকর করা যাবে। জানা যায়, বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে মোবাইল ফোন সেবায় সম্পূরক শুল্ক ১৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ২০ শতাংশ ২-এর পাতায় দেখুন

অস্থিরতা কাটছেই না ডলার বাজারে কঠিন হয়ে পড়ছে ব্যবসা-বাণিজ্য

স্টাফ রিপোর্টার : দুই বছর ধরে এক ডলারেই নাকাল ছিল অর্থনীতি। মাঝখানে কিছুটা স্থিতিশীল থাকলেও আবারও অস্থির হয়ে উঠছে মার্কিন এই মুদ্রার দর। সরকার ঘোষণা দিয়ে দাম বাড়িয়ে দেওয়ার পর খোলাবাজারে এই অস্থিরতার রেশ আরো বেশি ছড়িয়ে পড়েছে। এতে কঠিন হয়ে পড়ছে ব্যবসা-বাণিজ্য। আমদানিনির্ভর পণ্যের পেছনে খরচ বাড়ছে। এতে প্রতিযোগিতা সক্ষমতা হারানোর ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে। আর জিনিসপত্রের দামেও এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ার আশঙ্কায় ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তারা। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংক নির্দেশনা জারি করেছে যে ডলারপ্রতি ১২৩ টাকার বেশি দাম দেওয়া যাবে না। ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি রেমিট্যান্স ডলার ও রপ্তানি আয়ের ডলারের জন্য একই দাম প্রযোজ্য হবে; কেউ এর ব্যত্যয় ঘটালে জরিমানা দিতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার দাম নির্ধারণে 'ক্রলিং পেগ' নীতি পরিত্যাগ করে দিনে দুইবার ডলারের দাম (ভিত্তিমূল্য) নির্ধারণ করে বাজারের ওপর ডলারের দামের ওঠানামাকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ১২ জানুয়ারি থেকে এটা কার্যকর হবে। বিশ্লেষকরা এই পদক্ষেপকে সঠিক মনে করছেন না।

বৈদেশিক মুদ্রার সংকটের কারণে ২০২২ সালের মার্চ থেকে ব্যাপক হারে দেশে ২-এর পাতায় দেখুন

শেখ হাসিনার ভিসার মেয়াদ বাড়াল ভারত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে বিচারের মুখোমুখি করতে তার বিরুদ্ধে দেশে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি রয়েছে। তাকে ফেরত পাঠাতে ভারতকে চিঠিও দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এরই মধ্যে শেখ হাসিনার ভিসার মেয়াদ বাড়িয়েছে ভারত সরকার। বুধবার (৮ জানুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এ খবর জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ত্যাগ করেন এবং তখন থেকেই তিনি ভারতে অবস্থান করছেন। সম্প্রতি তার ভিসার মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। প্রতিবেদনে শেখ হাসিনার ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর তারিখ উল্লেখ করেনি সংবাদমাধ্যমটি। হিন্দুস্তান টাইমস জানায়, শেখ হাসিনার ভিসার মেয়াদ বাড়ানোর এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিল ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় ফরেনার্স ২-এর পাতায় দেখুন

হাসিনার ভিসার মেয়াদ বাড়ানো মানুষ ইতিবাচকভাবে নেয়নি : রিজভী

স্টাফ রিপোর্টার : ভারতে শেখ হাসিনার ভিসার মেয়াদ বাড়ানো বাংলাদেশের মানুষ ইতিবাচকভাবে নেয়নি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। বুধবার (৮ জানুয়ারি) চব্বিশের ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনে শহীদ গেন্ডারিয়া আদর্শ স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র শাহ-রিয়ার খান আনাসের পরিবারকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দিতে এসে তিনি এ কথা বলেন। রিজভী বলেন, ভারত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হয়ে হত্যাকারী শেখ হাসিনাকে রাখার জন্য তার ভিসার মেয়াদ বাড়িয়েছে, এটাকে বাংলাদেশের মানুষ ইতিবাচকভাবে নেয়নি। যেখানে গণতন্ত্র থাকবে, সেখানে আইনের শাসন থাকবে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখেছি ভারত আইনের শাসন মানে না। সবসময় আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে কাজ করে ভারত। যারা আন্দোলনকারীসহ শিশু-বাচ্চাদের হত্যা করেছে, তাদের কি বিচার হবে না? অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি এমন প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী-পুলিশ সদস্যরা মিডিয়ার সামনে প্রকাশ্যে শিশু, তরুণ, যুবকদের গুলি করে হত্যা করেছে। অথচ তাদের কেন গ্রেফতার করা হচ্ছে না? তিনি বলেন, জুলাই আগস্টের হত্যাকারীদের সবার আগে গ্রেফতার করে বিচারে মুখোমুখি করা উচিত ছিল সরকারের। এ সরকার তো রক্তস্নাত সরকার, কারণ শিশু-যুবক-কৃষক-শ্রমিকদের রক্তের ওপর এ সরকার গঠিত হয়েছে। এ সরকারের দায়িত্ব জনগণের আহারের নিশ্চয়তা দেওয়া। আনাসের চিঠি পড়ে আপ্লুত হয়ে রিজভী বলেন, আমার মনে হয়েছে, এই বাচ্চারা এত উদ্দীপ্ত দেশের জন্য, দেশের মানুষের জন্য, একটা মহান কিছু আবিষ্কারের জন্য, আদায়ের জন্য। এই বয়সে যে তাদের (ছাত্র-জনতার আন্দোলনের শহীদরা) এমন সংকল্প হতে পারে, এই চিঠিতে আমি তা পেয়েছি। এই বিএনপি নেতা আনাসের চিঠিটি পড়ে শোনান এবং বলেন, এই চিঠি পড়ার পর আমাদের জীবনকে মনে হয়েছে তুচ্ছ, এই আত্মদানকারী বীর শহীদরা যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, আমার মনে হয়েছে, তাদের কাছে আমরা তুচ্ছ, আমরা ম্লান হয়ে গেছি। বিএনপির এই মুখপাত্র বলেন, এই নিষ্পাপ ছেলেগুলোকে কেন শেখ হাসিনার পুলিশ হত্যা করেছে? শুধু শেখ হাসি-নার ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্যই করেছে। আর তার পরিবার ও কাছের মানুষদের আঙুল ফুলে কলাগাছ করার জন্য। এজন্যই ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা এই বাচ্চাদেরও হত্যা করতে দ্বিধা করেনি। আজও শেখ হাসিনার জন্য কেউ কেউ মায়াকান্না করে জানিয়ে রিজভী বলেন, আমি আনাসের ও আনাস ইয়াসিনের পরিবারের আর্তনাদ ও মায়েদের কান্না শুনতে বলি তাদের। যাদের রক্তের বিনিময়ে পরিবর্তন পেলাম, ১৭ বছরের বসে থাকা হিংস্র ক্ষুধার্ত হায়েনা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে। তারপরও শেখ হাসিনার জন্য যারা মায়াকান্না কাঁদেন, তাদের প্রতি ধিক্কার জানানো ছাড়া আর কিছু বলার নেই। ছাত্র-জনতার রক্তের ওপর দিয়ে ২-এর পাতায় দেখুন

সাদপন্থিদের প্রধান অনুসারী ওয়াসিফুল ইসলামসহ ২৩ জনের আগাম জামিন

স্টাফ রিপোর্টার : ইজতেমা মাঠে তাবলিগ জামাতের দুপক্ষের সংঘর্ষে হতাহতের ঘটনায় মাওলানা সাদ কান্ধলভীর অনুসারীদের প্রধান মুর-ব্বি সৈয়দ ওয়াসিফুল ইসলামসহ ২৩ জনকে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট। তাদের আবেদনের শুনানি নিয়ে গতকাল বুধবার বিচারপতি মোহাম্মদ মাহ-বুব-উল ইসলাম ও বিচারপতি মো. হামিদুর রহমানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে আসামিপক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার আব্দুল্লাহ আল মামুন। পরে আইনজীবী জানান, টঙ্গীর ইজতেমা ময়দানে নিহতের ঘটনায় সাদপন্থিদের প্রধান মুরব্বি সৈয়দ ওয়াসিফুল ইসলামসহ আসামিদের বেশিরভাগের বয়স ৮০ বছরের বেশি। মামলার আসামিদের সবাই সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ ও গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাদের মধ্যে সাবেক সচিব, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকসহ গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন এমন ব্যক্তিও রয়েছেন। ২৩ জনকে পুলিশি প্রতিবেদন দেওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিয়েছেন ২-এর পাতায় দেখুন

ঢাকায় ছিনতাই বেড়ে যাওয়ার কথা স্বীকার করলেন ডিএমপি কমিশনার

স্টাফ রিপোর্টার : সম্প্রতি ঢাকায় ছিনতাই প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার কথা স্বীকার করে নিজের মোবাইল ও ব্যাগ নিজ দায়িত্বে নিরাপদে রাখার মাধ্যমে পুলিশকে 'সহায়তা' করতে বলেছেন ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী। ছিনতাই প্রতিরোধে গত এক সপ্তাহে ব্যাপক ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা আপনাদেরকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবো। কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত ব্যাগ এবং মানিব্যাগ, পার্স, মোবাইল নিজে একটু নিরাপদে রাখার চেষ্টা করবেন। তাহলে এ কাজটির মাধ্যমে আপনি আমাদের সহযোগিতা করতে পারবেন। বুধবার (৮ জানুয়ারি) রাজধানীর ঢাকা ক্লাবে বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ক্র্যাব) বার্ষিক সাধারণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। সম্প্রতি ঢাকায় ছিনতাই প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার কথা স্বীকার করে নিজের মোবাইল ও ব্যাগ নিজ দায়িত্বে নিরাপদে ডিএমপি কমিশনার বলেন, ইদানিং যে অপরাধটি মানুষের মধ্যে শঙ্কার সৃষ্টি করেছে সেটি ছিনতাই। ছিনতাইয়ের সঙ্গে জড়িত অধিকাংশ মাদকাশক্ত অল্প বয়সের ছেলেরা। ১৫ থেকে ২২ বছরের ছেলেরা মাদকে আশক্ত হয়ে এই ধরনের অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। ছিনতাইয়ে ৮০ ভাগই মোবাইল ছিনতাই জানিয়ে তিনি বলেন, বাসে বা প্রাইভেটকারে যখন কথা বলে তখন মোবাইল ২-এর পাতায় দেখুন

টিসিবির নতুন চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ফয়সল

স্টাফ রিপোর্টার : ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ ফয়সল আজাদকে বাণিজ্য সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)-এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। বুধবার (৮ জানুয়ারি) এই সেনা কর্মকর্তাকে প্রেষণে টিসিবির চেয়ারম্যান নিয়োগ দিতে তার চাকরি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে আদেশ জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। আর টিসিবির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব চালিয়ে আসা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মোস্তফা ইকবালকে সেনাবাহি-নীতে ফেরাতে তার চাকরি সশস্ত্র বাহিনী বিভাগে ন্যস্ত করা হয়েছে।

দৈনিক মানবিক বাংলাদেশ
Manabik Bangladesh
বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
ঢাকা বৃহস্পতিবার ॥ ০৯ জানুয়ারি ২০২৫ ॥ ২৫ পৌষ ১৪৩১ বাংলা

শিল্পে গ্যাসের দাম ১৫২ শতাংশ বৃদ্ধির প্রস্তাব অশনিসংকেত দেখছেন ব্যবসায়ীরা

স্টাফ রিপোর্টার : দিন যত যাচ্ছে, ততই যেন চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি এসে হাজির হচ্ছে দেশের শিল্পোদ্যোক্তাদের সামনে। এমনিতেই ডলার সংকট, আমদানি কড়াকড়ি, উচ্চ সুদহার, ৫ আগস্ট পরবর্তী রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি, একের পর এক হামলা-মামলার ভয়ে বাজারে বিনিয়োগ থেকে পিছটান দিচ্ছেন বহু ব্যবসায়ী; তারওপর এবার নতুন করে শিল্পক্ষেত্রে গ্যাসের দাম নতুন করে ১৫২ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। যেখানে আগে থেকেই বাড়তি দর পরিশোধ করেও চাহিদা মোতাবেক গ্যাস পাচ্ছে না শিল্প-কারখানাগুলো, সেখানে আবার নতুন করে জ্বালানিতে আড়াইগুণেরও বেশি খরচ বৃদ্ধির শঙ্কায় ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের মুখ। সরকারের এ উদ্যোগকে শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রের জন্য অশনিসংকেত হিসেবে দেখছেন অনেকেই। তারা বলছেন, গ্যাসের দামবৃদ্ধির এ প্রস্তাব বাস্তবায়ন হলে বাংলাদেশে আর কোনো নতুন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠবে না। মুখ থুবড়ে পড়বে দেশের শিল্প খাত। অদূর ভবিষ্যতে বিনিয়োগের অভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে এ খাতের সব সম্ভাবনা। কর্মসংস্থানের পথ বন্ধ হয়ে প্রকট আকার ধারণ করবে বেকারত্ব। শিল্পোদ্যোক্তারা বলছেন, শিল্প খাতে বিদ্যমান সংকটগুলোর সমাধান না করেই গ্যাসের এমন অস্বাভাবিক দামবৃদ্ধিতে শুধু দেশি উদ্যোক্তারাই নন, নিরুৎসাহী হবেন বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও। ফলে সঙ্কুচিত হয়ে যাবে শিল্প খাত, যার বড় ধরনের একটা প্রভাব পড়বে রপ্তানিশিল্পে। এমনিতেই জুলাই বিপ্লবের পর রাজনৈতিক অস্থিরতা, বাজার অস্থিতিশীলতা, সুদহার বৃদ্ধি, ঋণপত্র না খোলায় কাঁচামালের অপর্যাপ্ততা, শ্রমিক অসন্তোষ ও উৎপাদন অপ্রতুলতায় বন্ধ হয়ে গেছে দেশের বহু কল-কারখানা। যেগুলো টিকে আছে সেগুলোও অস্তিত্ব সংকটে ধুঁকছে। এমন বস্থায় গ্যাসের দাম আড়াই গুণ বৃদ্ধির উদ্যোগ শিল্প খাতকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন খাতসংশ্লিষ্টরা। গ্যাস সংকটে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মূলত ভারী শিল্প। বড় অঙ্কের বিনিয়োগ থাকে এসব শিল্পে। এ খাতে ধস নামলে একদিকে যেমন ঋণখেলাপি হবেন মালিকরা, অন্যদিকে কর্মসংস্থান হারাবেন অসংখ্য লোক। এরই মধ্যে দেশের শিল্পকারখানাগুলোর বড় একটি অংশের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাওয়ার প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বহু লোক চাকরি হারানোয় যেমন বেড়েছে বেকারত্ব, তেমনি বেড়েছে অপরাধের মাত্রা। এখন নতুন করে শিল্পের ওপর চাপ এলে, দেশের শিল্প খাতে রীতিমতো ধস নামবে। ভুল বার্তা যাবে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের ৭-এর পাতায় দেখুন

‘প্রোক্লেমেশন অব জুলাই রেভ্যুলেশনের’ গণসংযোগ শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : ‘প্রোক্লেমেশন অব জুলাই রেভ্যুলেশন’ নিয়ে জনসাধারণকে সচেতন করতে সপ্তাহজুড়ে লিফটলেট বিতরণ ও গণসংযোগ শুরু করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি। গতকাল বুধবার সকাল থেকে ঢাকা মহানগর ও দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই গণসংযোগ কর্মসূচি শুরু হয়। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের দফতর সেলের সম্পাদক জাহিদ আহসানের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, সপ্তাহব্যাপী দেশজুড়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি ‘প্রোক্লেমেশন অব জুলাই রেভ্যুলেশন’ নিয়ে লিফলেট বিতরণ এবং জনসংযোগ করবে। সাত দিন দেশের বিভিন্ন জেলা ভাগ করে জনসংযোগ করা হবে। দিবস অনুযায়ী জনসংযোগ চালানোর জেলাগুলোর তালিকা সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়ে জানানো হয়, ৮ জানুয়ারি যেসব জেলায় জনসংযোগ করা হবে, সেগুলো হলো- ময়মনসিংহ মহানগর, খুলনা মহানগর, কুমিল্লা জেলা, নরসিংদী, বরিশাল জেলা, চট্টগ্রাম জেলা, রংপুর জেলা, রাজশাহী জেলা, সিলেট জেলা ও চাপাইনবাবগঞ্জ। ৯ জানুয়ারি জনসংযোগ করা হবে খাগড়াছড়ি, রংপুর মহানগর, বরিশাল মহানগর, ফেনী, ময়মনসিংহ জেলা, টাঙ্গাইল, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, নাটোর, কুষ্টিয়া ও সুনামগঞ্জ জেলায়। ১০ জানুয়ারি জনসংযোগ চলবে নারায়ণগঞ্জ মহানগর, লক্ষ্মীপুর, নেত্রকোনা, ঝালকাঠি, মেহেরপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, ফরিদপুর, সিরাজগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও গোপালগঞ্জে। ১১ জানুয়ারি প্রচারণা চলবে চট্টগ্রাম মহানগর, রাঙামাটি, ৭-এর পাতায় দেখুন

ফেলানীর পরিবারের দায়িত্ব নিলেন উপদেষ্টা আসিফ

স্টাফ রিপোর্টার : বিশ্বজুড়ে সমালোচিত ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে নিহত কুড়িগ্রামের কিশোরী ফেলানীর পরিবারের দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। বুধবার (৮ জানুয়ারি) উপদেষ্টা তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ কথা জানিয়েছেন। ওই পোস্টে বলা হয়, ফেলানীর ভাই-বোনের পড়াশোনা ও কর্মসংস্থানের দায়িত্ব নিয়েছেন উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ। এ ছাড়া পোস্টের ছবিতে দেখা যায়, উপদেষ্টা আসিফের সঙ্গে ফেলানীর মা-বাবা ও ভাই উপস্থিত রয়েছেন। প্রসঙ্গত, ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি দিনে কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীর অনন্তপুর সীমান্তে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ’র গুলিতে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হয় নাগেশ্বরী উপজেলার রামখানা ইউনিয়নের কলোনিটারী গ্রামের নূরুল ইসলামের কিশোরী মেয়ে ফেলানী। দীর্ঘ সাড়ে চার ঘণ্টা কাঁটাতারে ঝুলে থাকে ফেলানীর মরদেহ। গণমাধ্যমসহ বিশ্বের মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে ভারত। পরে বিএসএফ এর বিশেষ কোর্টে দুই দফায় বিচারিক রায়ে খালাস দেওয়া হয় অভিযুক্ত বিএসএফ সদস্য অমিয় ঘোষকে। এ রায় প্রত্যাখ্যান করে ভারতীয় মানবাধিকার সংগঠন মাসুম এর সহযোগিতায় ভারতীয় সুপ্রিমকোর্টে রিট আবেদন করে ফেলানীর পরিবার। কিন্তু ১৪ বছরেও এ হত্যার সুষ্ঠু বিচার পায়নি ফেলানীর পরিবার।

সাবেক ডিবিপ্রধান হারুন ও তার ভাইয়ের আয়কর নথি জব্দের আদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত কমিশনার ও ডিবি প্রধান হারুন অর রশিদ ও তার ভাই এ. বি. এম. শাহারিয়ারের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। বুধবার (৮ জানুয়ারি) দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মেট্রোপলিটন সিনিয়র স্পেশাল জজ মো. জাকির হোসেন (গালিব) এ আদেশ দেন। দুদকের পক্ষে শুনানি করেন প্রসিকিউটর রুহুল ইসলাম খান। এদিন দুদকের পক্ষে পৃথক দুটি আবেদনে আসামিদের আয়কর নথি জব্দের আদেশ চাওয়া হয়। দুদকের উপপরিচালক ও মামলার তদন্ত কর্মকর্তা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন এসব আবেদন করেন।

আবেদনে বলা হয়, আসামি মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহার করে ১৭ কোটি ৫১ লাখ ১৭ হাজার ৮০৬ টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনপূর্বক ভোগ দখলে রেখে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৭(১) ধারা ও ও ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ ৭-এর পাতায় দেখুন

কোনোভাবে মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে পারছে না সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : কোনোভাবে মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে পারছে না সরকার। বছরের পর বছর যেভাবে মূল্যস্ফীতি বাড়ছে সেভাবে বাড়ছে না আয়। ফলে আয়ের সঙ্গে ব্যয় না মেলাতে পেরে বিপাকে দেশবাসী। গত পাঁচ বছরের মধ্যে দেশে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি ছিল ২০২৪ সালের জুলাই মাসে। ১১ দশমিক ৬৬ শতাংশে উঠেছিল মূল্যস্ফীতি। ২০২০ সালের নভেম্বরে সাধারণ খাতে মূল্যস্ফীতি ছিল ৫ দশমিক ৫২ শতাংশ। এরপর ক্রমান্বয়ে বেড়েছে এটি। ২০২১ সালের নভেম্বরে ৫ দশমিক ৯৮ শতাংশ, ২০২২ সালের নভেম্বরে ৮ দশমিক ৮৫, ২০২৩ সালের নভেম্বরে ৯ দশমিক ৪৯ ও ২০২৪ সালের নভেম্বরে ১১ দশমিক ৩৮ শতাংশ হয় মূল্যস্ফীতি। সর্বশেষ ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে মূল্যস্ফীতি ঠেকেছে ১০ দশমিক ৮৯ শতাংশে। ২০২৪ সালের নভেম্বরে দেশবাসীকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিয়েছে খাদ্যপণ্য। এই মাসে খাদ্যখাতে মূল্যস্ফীতির সব রেকর্ড ভেঙে ১৩ দশমিক ৮০ শতাংশ হয়। অর্থাৎ এক বছর ব্যবধানে ১০০ টাকার খাদ্যপণ্য কিনতে ২০২৪ সালে ১৩ টাকা ৮০ পয়সা বাড়তি খরচ করতে হয়েছে। মূলত অর্থনৈতিক মন্দার কারণে বিশ্বের অন্য দেশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে মূল্যস্ফীতি ব্যাপকভাবে বেড়েছিল। শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তানসহ বেশিরভাগ দেশ মূল্যস্ফীতি কমিয়ে এক অঙ্কের ঘরে রাখতে পারলেও ব্যর্থ হয়েছে বাংলাদেশ। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনতে বাংলাদেশ ব্যর্থ হওয়ার পেছনে অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও আরও নানা বিষয় আছে। এর মধ্যে অন্যতম হলো বাজার সিন্ডিকেট ও অর্থপাচার। এছাড়া টাকা ছাপানোর মতো পদক্ষেপের কারণে বাজারে অর্থ সরবরাহ থাকায় মুদ্রাস্ফীতিজনিত মূল্যস্ফীতি ব্যাপক আকার ৭-এর পাতায় দেখুন

চার দিনব্যাপী গার্মেন্টস এক্সেসরিজ প্রদর্শনী শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানী ঢাকায় শুরু হয়েছে গার্মেন্টস টেকনোলজি প্রদর্শনী বাংলাদেশের ২২তম (জিটিবি ২৫) এবং গ্যাপ এক্সপোর ১৪তম সংস্করণ। তৈরি পোশাকশিল্পে ব্যবহৃত সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি বা গার্মেন্টস এক্সেসরিজ ও প্যাকেজিং পণ্য নিয়ে এ প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। গতকাল বুধবার রাজধানীর ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় (আইসিসিবি) চার দিনব্যাপী এ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করা হয়। যৌথভাবে এর আয়োজন করেছে বাংলাদেশ গার্মেন্টস এক্সেসরিজ প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিজিএপিএমইএ) এবং এএসকে ট্রেড শো অ্যান্ড এক্সিবিশন প্রাইভেট লিমিটেড। আইসিসিবির ৪ নম্বর হলের মেজানিন ফ্লোরে প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ৭-এর পাতায় দেখুন

গয়েশ্বর-রিজভীসহ বিএনপির ১৭৩ নেতাকর্মীকে অব্যাহতি

স্টাফ রিপোর্টার : নাশকতার অভিযোগে রাজধানীর রমনা মডেল থানায় দায়ের করা মামলায় বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় ও সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীসহ ১৭৩ নেতাকর্মীকে অব্যাহতি দিয়েছেন ট্রাইব্যুনাল? বুধবার (৮ জানুয়ারি) ঢাকার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল-১৬ এর বিচারক শিহাবুল ইসলাম শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। আসামিপক্ষের আইনজীবী মহি উদ্দিন চৌধুরী এ তথ্য জানিয়েছেন। অব্যাহতি পাওয়া উল্লেখযোগ্য অপর আসামিদের মধ্যে আছেনড় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জয়নাল আবেদীন, স্বাস্থ্যবিষয়ক সম্পাদক ডা. মো. রফিকুল ইসলাম, আইনবিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার কায়সার কামাল, সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ, যুগ্ম মহাসচিব হাবিবুন নবী খান সোহেল প্রমুখ। মামলার অভিযোগ থেকে জানা যায়, ২০১৮ সালের ৩০ জানুয়ারি বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া ঢাকার নাজিমুদ্দিন রোডের পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগার এলাকায় স্থাপিত বিশেষ আদালতে হাজিরা দেওয়ার পর বাসায় ফিরছিলেন। এ সময় শাহবাগ থানাধীন পরীবাগ এলাকায় রাস্তায় স্লোগান দিতে থাকেন বিএনপির নেতাকর্মীরা। তখন তাদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। ওইদিন পুলিশের উপ-পরিদর্শক মো. মহিবুল্লাহ বাদী হয়ে রমনা মডেল থানায় মামলা করেন। মামলা তদন্ত শেষে ২০২০ সালের ২৯ জানুয়ারি গয়েশ্বর চন্দ্র রায়সহ বিএনপির ১৭৩ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করেন তদন্ত কর্মকর্তা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) রমনা জোনাল টিমের সাব-ইন্সপেক্টর মুহম্মদ সাইফুল ইসলাম খাঁন। ৭-এর পাতায় দেখুন

বেনজীরের স্ত্রী-মেয়ের আয়কর নথি জব্দের আদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক (আইজিপি) বেনজীর আহমেদের স্ত্রী জীশান মীর্জা ও ছোট মেয়ে তাহসীন রাইসা বিনতে বেনজীরের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। বুধবার (৮ জানুয়ারি) ঢাকা মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ জাকির হোসেন (গালিব) দুদকের পৃথক দুই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। এদিন দুদকের পক্ষে দুই মামলার তদন্ত কর্মকর্তা কমিশনের উপ পরিচালক মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন আয়কর নথি জব্দ চেয়ে আবেদন করেন। জীশান মীর্জার আবেদনে বলা হয়, তিনি মিথ্যা তথ্য দেওয়ার মাধ্যমে ১৬ কোটি এক লাখ ৭১ হাজার ৩৩৬ টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জনের তথ্য গোপন করে এবং ৩১ কোটি ৬৯ লাখ ৫৫ হাজার ১৪৯ টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয় বহির্ভূত স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ অর্জনপূর্বক ভোগ দখলে রাখেন। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আয়কর রিটার্নসহ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র জব্দ করে পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। এ কারণে আয়কর অফিস থেকে রেকর্ডপত্র জব্দ করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন করেন তদন্ত কর্মকর্তা। তাহসীন রাইসার আবেদনে বলা হয়, তাহসীন রাইসা ৫ কোটি ৫৯ লাখ ৫৫ হাজান ৮৫ টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয় বহির্ভূত স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ অর্জনপূর্বক ভোগ দখলে রাখেন। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আয়কর রিটার্নসহ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র জব্দ করে পর্যালোচনা করা একান্ত ৭-এর পাতায় দেখুন

সিংড়ায় ভাগনাগরকান্দী পোষ্ট অফিস রাতারাতি উধাও!

সামাউন আলী , সিংড়া (নাটোর) প্রতিনিধিঃ- নাটোরের সিংড়া উপজেলার ৮নং শেরকোল ইউনিয়নের০২ নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ভাগনাগরকান্দী পোস্ট অফিস রাতারাতি নিজস্ব জায়গা থেকে উধাও, এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এলাকাবাসী,সেই সাথে জানতে চায় রহস্য। অন্য উপজেলায় পোস্ট মাস্টারের বাড়িতে কার্যক্রম চলছে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এদিকে পোস্ট অফিসের সাইনবোর্ড, বাক্স, পোস্ট অফিসের অবকাঠামোর নিজস্ব ঘর, ইট, বালুও রাতারাতি নাই। এ নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে নানা গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, পোস্ট অফিসের অবকাঠামোর কোন চিহ্ন নেই। এতে সাধারণ মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। পোস্ট মাস্টারের সাথে ফোনে কথা বললে ও তার দেখা মেলেনি। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তৎকালীন তেমুখ নওগাঁর জমিদার কৃষ্ট বিহারী সাহা ১৯৬৭ সালের দিকে জমিদার বাড়ি ও নওগাঁ বাজারের পাশে পোস্ট অফিস স্থাপন করেন। তিনি ২ শতাংশ জমিও দান করেন। কৃষ্ট বিহারী সাহার জমির সাথে স্থানীয় বাসিন্দা নজরুল ইসলাম ২ শতাংশ জায়গা বিনিময় করেন। তিনি নওগাঁ বাজারের পাশে হরি মন্দিরে জায়গা দেন। তারপর থেকে পোস্ট অফিসের যাবতীয় কার্যক্রম সেখান থেকে পরিচালনা করা হচ্ছিলো। স্থানীয়রা জানান, পোস্ট মাস্টারের বাড়ি আত্রাই উপজেলার নন্দীগ্রামে হওয়ায় ঢিলেঢালাভাবে কার্যক্রম চলছিলো। ঠিকমতো পোস্ট অফিস খুলতো না। শুধু নামসর্বস্ব সাইনবোর্ড এবং বাক্স চোখে পড়তো। বর্তমানে দেওয়ালের ইটসহ সবকিছু উধাও হয়ে গেছে। ভাগনাগরকান্দী উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক রবীন্দ্র মোহন ভদ্র বলেন, পোস্ট অফিস অনেক প্রাচীন। একসময় আমার বাবা ড. মতিন্দ্র মোহন ভদ্র দীর্ঘদিন পোস্ট মাস্টার ছিলেন। তারপর এখন পার্শ্ববর্তী উপজেলার একজন দায়িত্বে রয়েছেন। প্রবীণ বৃদ্ধ আবুল কায়েস বলেন, পোস্ট অফিস কৃষ্ট বিহারী সাহার জমিদার বাড়ির পাশে কিছু দিন ছিলো। সেখান থেকে নওগাঁ বাজারের পাশে মন্দীরে পোস্ট অফিস স্থাপন করা হয়। সেখান থেকে উধাও হয়ে গেছে। ইট সহ সবকিছু উধাও হয়ে গেছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার। কারণ নওগাঁ বাজার ঐতিহ্যবাহী বাজার। এখানে পোস্ট অফিস থেকে সবার সুবিধা হতো। এখন কাউকে খুঁজে পাওয়া যায় না। পোস্ট মাস্টার কাজী দিদারুল ইসলাম জানান, নওগাঁ বাজারের পাশে পোস্ট অফিসের কার্যক্রম চলতো। জীর্ণ শীর্ণ অবস্থার কারনে তার বাসায় স্থানান্তর করা হয়েছে। সেখান থেকে কার্যক্রম চলছে। কার অনুমতি নিয়ে নিজ বাড়িতে কার্যক্রম চলছে সে বিষয়ে সদুত্তর দিতে পারেননি। সিংড়া উপজেলা পোস্ট মাস্টার রজব আলী মোল্লা জানান, ভাগনাগরকান্দী পোস্ট অফিস আমাদের আওতায় নয়, এটি আত্রাই উপজেলা থেকে পরিচালিত হয়। সেখান থেকেই চিঠির আদান প্রদান হয়। নাটোর উপ- বিভাগের ডাকঘর পরিদর্শক জিয়াউর রহমান বলেন, যদিও এটি আত্রাই উপজেলার নিয়ন্ত্রণে। তবুও সিংড়া উপজেলায় স্থাপিত ছিলো। সেজন্য বিষয়টি আমরা উধ্বর্তন কর্তৃপক্ষকে জানাবো।

মাদ্রাসা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে হাইকোর্টে তলব

স্টাফ রিপোর্টার : আদালত অবমাননার অভিযোগে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হাবিবুর রহমানের বিরুদ্ধে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। আদালতের আদেশ অমান্য করার বিষয়ে ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আগামী ২২ জানুয়ারি তাকে আদালতে সশরীরে উপস্থিত হতে বলা হয়েছে। রিটকারী আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো. মনিরুল ইসলাম মিয়া আদেশের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এ সংক্রান্ত বিষয়ে শুনানি নিয়ে গতকাল বুধবার হাইকোর্টের বিচারপতি ফাহমিদা কাদের ও বিচারপতি মুবিনা আসাফের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এই আদেশ দেন। আদালতে গতকাল বুধবার রিটের পক্ষে শুনানিতে করেন অ্যাডভোকেট মো. মনিরুল ইসলাম মিয়া। এর আগে মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হাবিবুর রহমান বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার রুল জারি করে তলব ৭-এর পাতায় দেখুন

বাণিজ্য মেলায় সহজে যাবেন যেভাবে, ভাড়া ৩৫ টাকা

স্টাফ রিপোর্টার : এবার শুরু থেকেই জমে উঠেছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা। প্রতিদিন কয়েক হাজার ক্রেতা ও দর্শনার্থী মেলায় আসছেন। ১ জানুয়ারি থেকে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার পূর্বাচল উপ-শহরের ৪ নম্বর সেক্টরে বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারে বসেছে বাণিজ্য মেলার ২৯তম আসর। রাজধানীর বাইরে হওয়ায় বিড়ম্বনায় পড়ার ভয়ে অনেকে মেলায় আসতে চাচ্ছেন না। সেটি বিবেচনায় রেখে অন্যান্য বছরের মতো এবারও যাতায়াতের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছে মেলা কর্তৃপক্ষ। বাণিজ্য মেলায় আসতে বিশেষ করে চারটি স্থান থেকে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিসি) দুই শতাধিক বাস চলাচল করছে। উবারের মাধ্যমে ৫০ শতাংশ ছাড়ে মেলায় যাত্রী পরিবহন করা হয়। এ ছাড়া ব্যক্তিগত গাড়ি ও বিভিন্ন পরিবহনে মেলায় আসতে পারবেন। তবে কুড়িল বিশ্বরোড থেকে আসা যায় সহজে। যেসব স্থান থেকে মেলায় আসছে বাস, ভাড়া কত মেলা কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মেলায় আসা-যাওয়ার জন্য বিআরটিসির ডেডিকেটেড বাস সার্ভিসের পাশাপাশি বিশেষ ছাড়ে উবার সার্ভিস চালু করা হয়েছে। কুড়িল বিশ্বরোড, ৭-এর পাতায় দেখুন

ডিএনসিসির জনসংযোগ কর্মকর্তাকে ছুরিকাঘাত

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের (ডিএনসিসি) জনসংযোগ কর্মকর্তা মকবুল হোসাইনকে ছুরিকাঘাত করেছে দুর্বৃত্তরা। তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় রাজধানীর গুলশানের একটি হাসপাতালে নেওয়া হলে তিনি সেখানে চিকিৎসাধীন আছেন। গত মঙ্গলবার রাত পৌনে ৯ টার দিকে গুলশানের ৯০ নম্বর রোডে ডিএনসিসির রাজস্ব বিভাগের পুরোনো কার্যালয়ে সামনে এ ঘটনা ঘটে। জানা যায়, মকবুল হোসাইনসহ ঢাকা উত্তর সিটির আরও কয়েকজন কর্মকর্তা ৯০ নম্বর রোডে রাজস্ব বিভাগের পুরোনো কার্যালয়ে ব্যাডমিন্টন কোর্টে খেলছিলেন। তখন হেলমেট পরিহিত একজন সেখানে গিয়ে মকবুল হোসেনকে ডেকে কার্যালয়ের বাইরে রাস্তার দিকে নিয়ে যান। কিছুক্ষণ পর মকবুল হোসাইন আহত অবস্থায় সবাইকে ডাকাডাকি করলে অন্যরা গিয়ে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। ডিএনসিসির নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহীদুল ইসলাম ৭-এর পাতায় দেখুন

রাজধানীতে দেশীয় অস্ত্রসহ ৩ ডাকাত গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর মিরপুর থেকে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে পেশাদার ডাকাত দলের তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) মিরপুর বিভাগ। গ্রেপ্তাররা হলেনড় মো. নান্নু (৪১), মো. কাজী ফয়সাল (৩৫) ও মো. বশির মোল্লা (৪৪)। এ সময় তাদের কাছ থেকে তিনটি চাকু উদ্ধার করা হয়। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে মিরপুরের লাভ রোড থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে ডিবি মিরপুর বিভাগের পল্লবী জোনাল টিম। গতকাল বুধবার বিষয়টি নিশ্চিত করেন ডিএমপি মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-কমিশনার (ডিসি) মুহাম্মদ তালেবুর রহমান। তিনি জানান, গত রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মিরপুরের লাভ রোডের মাথার এলাকায় অভিযান চালনো হয়। অভিযান চালায় ডিবি-মিরপুর বিভাগের পল্লবী জোনাল টিম। ডিবি পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে ৭-এর পাতায় দেখুন

লিফটে না তোলায় পুলিশের ওপর ক্ষোভ ঝাড়লেন কামরুল

স্টাফ রিপোর্টার : শুনানির জন্য এজলাসকক্ষে নেওয়ার সময় লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ি দিয়ে হাঁটিয়ে নেওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সাবেক খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম। বুধবার (৮ জানুয়ারি) সকালে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে এ ঘটনা ঘটে। এদিন বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকেন্দ্রিক রাজধানীর লালবাগ থানার মো. আলী হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর জন্য কামরুল ইসলামসহ পাঁচজনকে আদালতে আনা হয়।

এরপর তাদের হাজতখানায় রাখা হয়। পরে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকেন্দ্রিক বিভিন্ন থানার মামলায় গ্রেপ্তার দেখাতে সাবেক খাদ্যমন্ত্রী কামরুল ইসলাম, সাবেক আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, সাবেক আইজিপি চৌধুরী আব্দুল্লাহ আল মামুনসহ পাঁচজনকে মাথায় হেলমেট, হাতে হাতকড়া আর বুকে বুলেটপ্রুভ জ্যাকেট পরিয়ে সারিবদ্ধভাবে সিএমএম আদালতের এজলাসে তোলা হয়। এ সময় লিফটের পরিবর্তে সিঁড়িতে তোলা হয় তাদের। যে কারণে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ সদস্যদের ওপর চটে যান কামরুল। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ইতরামির একটা সীমা আছে! ফাজলামো পেয়েছেন নাকি? আদালতের লিফট কি নষ্ট? এত ওপরে সিঁড়ি দিয়ে হাঁটানো হচ্ছে কেন? এরপর কামরুলকে পুলিশ সদস্যরা সিঁড়ি দিয়ে ৭-এর পাতায় দেখুন

নিরাপদ সড়কের দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ

স্টাফ রিপোর্টার : সাভারে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সহকারী প্রোগ্রামার রুস্তম রব্বানি সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের ঘটনায় দায়ী বাসচালককে গ্রেপ্তার ও নিরাপদ সড়কের দাবিতে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল বুধবার দুপুরে সাভারের লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সামনে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা। এ সময় তারা কিছু সময় ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। শিক্ষার্থীরা জানান, ৫ জানুয়ারি লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৩ নম্বর গেটের সামনে যাত্রীবাহী বাসের ধাক্কায় গুরুতর আহন হন প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা রুস্তম রব্বানী। পরে তাকে সাভার এনাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৭-এর পাতায় দেখুন

এমপি কোটায় আনা গাড়িগুলো নিয়ে এনবিআরের নতুন সিদ্ধান্ত

এনবিআর জানিয়েছে, এ সিদ্ধান্তে অন্তত ৪০০ কোটি বাড়তি রাজস্ব আয়

স্টাফ রিপোর্টার : বাড়তি রাজস্ব লাভের আশায় পতিত আওয়ামী সরকারের এমপিদের নামে আনা ৪২টি পাজেরো গাড়ি নিলামের পরিবর্তে আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে ছাড় করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এনবিআর জানিয়েছে, এ সিদ্ধান্তে অন্তত ৪০০ কোটি বাড়তি রাজস্ব আয় আসতে পারে। তবে ব্যবসায়ীরা বলছেন, অতিরিক্ত শুল্কায়নের কারণে গাড়িগুলো বিক্রি না হওয়ার শঙ্কা রয়েছে। জানা গেছে, চট্টগ্রাম বন্দরের কার শেডে পাঁচ মাসের অধিক সময় পড়ে আছে পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের সংসদ সদস্যদের নামে আনা শুল্কমুক্ত সুবিধার গাড়ি। গত ৫ আগস্টের পর গাড়ি আমদানিকারক দ্বাদশ সংসদের সংসদ সদস্যরা পালিয়ে যাওয়ায় গাড়িগুলো ছাড় করা নিয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়। আইন অনুযায়ী ৩০ দিন অর্থাৎ ১৪ অক্টোবরের মধ্যে আমদানিকারক এসব গাড়ি ছাড় না করায় নিলামের জন্য ২৪টি ল্যান্ড ক্রুজার বাই পেপার চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের কাছে হস্তান্তর করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। কাস্টম হাউজের পাঠানো একাধিক ৭-এর পাতায় দেখুন

হত্যা মামলায় যুবলীগ নেতা নজরুল রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কেন্দ্রিক লালবাগ থানার মো. আলী হত্যা মামলায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের ৫৬ নম্বর ওয়ার্ডের সহ-সভাপতি নজরুল ইসলাম কবিরাজের (৫৫) তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। গতকাল বুধবার ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জিয়াদুর রহমান শুনানি শেষে এ রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এদিন আসামিকে আদালতে উপস্থিত করে মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা লালবাগ থানার উপ-পরিদর্শক আবুল ফারেজ জুয়েল। অন্যদিকে রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করেন আসামি পক্ষের আইনজীবীরা। উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তিন দিনের রিমান্ড দেন। গত ১ জানুয়ারি স্থানীয় জনতা নজরুল ইসলাম কবিরাজকে ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

অপরাধ দমনে সফলতার সঙ্গে কাজ

মোটরসাইকেল উদ্ধার, সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি লক্ষ্য বিভিন্ন পেশাজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময়, বিস্ফোরক মামলার আসামী গ্রেফতার, ক্লাস ফাঁকি দেওয়া ছাত্রদের আটক পূর্বক অভিভাবকের জিম্মায় প্রদান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মিথ্যা তথ্য প্রচারকারীকে আটক, সুষ্ঠু ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় নানা উদ্যোগ গ্রহণ, ছিনতাইকারী আটকসহ বিভিন্ন অপরাধে অপরাধী ও সামাজিক কাজ করছেন আরএমপি পুলিশ। বিধ্বস্ত সাইবার অপরাধ দমন ইউনিটটি অপরাধ দমনে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। ইউনিটটি (আরএমপি) রাজশাহীর গোয়েন্দা শাখাসহ সকল থানা থেকে প্রাপ্ত মামলা, অভিযোগ, সাধারণ ডায়েরি (জিডি), হারোনো মোবাইল উদ্ধার, সোশ্যাল মিডিয়া ফেক আইডি ব্যবহারের মাধ্যমে অপপ্রচার, পর্নোগ্রাফি এবং মোবাইল ব্যাংকিং'র মাধ্যমে সংঘটিত অপরাধের তদন্ত কার্যক্রমে সহায়তা করছে। জননিরাপত্তায় আরএমপি পুলিশের ভূমিকা ও কার্যক্রম নিয়ে কথা বললে এডিসি (মিডিয়া) সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, ডিআইজি মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান গত ০৭ সেপ্টেম্বর রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার হিসেবে করেন। পুলিশ কমিশনার আরএমপিতে যোগদানের পর শহরে শারদীয় দুর্গাপূজা, যিশু খ্রিস্টের জন্মদিন (বড়দিন) এবং ইংরেজি নববর্ষের মতো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসব অত্যন্ত সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপিত হয়েছে।তিনি যোগাদানের পর পুলিশের মনোবল বৃদ্ধি ও পুলিশী কার্যক্রম গতিশীলতা আনায়নে আরএমপি'র সকল ইউনিট পরিদর্শন করেন এবং পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এছাড়াও রাজশাহী মহানগর এলাকায় ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার তথ্য দিয়ে সহায়তা করার জন্য তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। পুলিশি সেবা নগরবাসীর দৌরগোড়ায় পৌঁছে দিতে এবং যেকোনো তথ্য ও সেবা পেতে আরএমপিতে তিনি তথ্য ও সেবা কেন্দ্র চালু করেন। রাজশাহী মহানগরীতে সুষ্ঠু ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ ও যানজট নিরসন ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে চালক ও মালিকদের নিয়ে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) সচেতনতামূলক কর্মশালার আয়োজন করেন। এছাড়াও তিনি রাজশাহীর সিনিয়র সিটিজেন ফোরাম ও সাহেব বাজার কেন্দ্রিক মাঁকেটসমূহের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে ক্লাস ফাঁকি দিয়ে পাঁকে আড্ডা দেওয়া শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে আটকের পর সচেতন করা এবং এর কুফল সর্ম্পকে ধারণা দিয়ে ছেড়ে দেন। কিশোর গ্যাং ও কিশোর অপরাধ প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে এবং সমাজ থেকে অপরাধ ভীতি দূরীকরণপূর্বক জনমনে স্বস্তি ও আস্থা স্থাপন করতে বিট পুলিশিং র্কমসূচী জোরদার করেন। এছাড়াও অভিযোগে পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অসামাজিক র্কাযক্রম রোধকল্পে সাংবাদিকসহ নগরীর সচেতন ব্যক্তিদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ কমিশনারের র্নিদেশে বিভিন্ন আবাসিক হোটেলে নিয়মিত অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। মাদকের বিরুদ্ধে তিনি শক্ত অবস্থান গড়ে তোলেন এবং রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশ মাদকবিরোধী সাইকেল স্ট্যান্টশোর আয়োজন করেন। তিনি ৫ আগস্ট রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের ক্ষতিগ্রস্ত ইউনিট সমূহের সংস্কার পরবর্তী অপারেশনাল র্কাযক্রমের জন্য আরএমপি ডিবি অফিস, ট্রাফিক অফিস চালু করেন এবং রাজপাড়া থানার নতুন ভবন উদ্বোধন করেন। প্রচণ্ড শীতের প্রকোপ থেকে নগরীর অসহায় দরিদ্র শীর্তাথদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন। তিনি নগরীর বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে মতবিনিময় করে তাদের মতামত গ্রহণ করেন এবং বড় তিনটি উৎসবগুলো র্নিবিঘ্নে উদযাপন নিশ্চিত করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। এর ফলে কোনো ধরনের অপ্রতিকর ঘটনা ছাড়াই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উৎসবগুলো উদযাপন সম্ভব হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগ নগরবাসীর মধ্যে পুলিশের প্রতি ইতিবাচক ধারণা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এছাড়াও, পুলিশ কমিশনার তরুণ প্রজন্মকে মাদক, ইভটিজিং, সাইবার অপরাধ, ট্রাফিক আইন এবং কিশোর অপরাধের বিষয়ে সচেতন করতে স্কুল ভিজিটিং কর্মসূচি চালু করেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পায়, যা একটি নিরাপদ ও সুন্দর সমাজ গঠনে সহায়ক হয়েছে। পুলিশ কমিশনারের এই প্রচেষ্টা সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার একটি প্রশংসনীয় উদাহরণ।

সাদপন্থিদের প্রধান অনুসারী

আদালত। গত বছরের ২৪ ডিসেম্বর এ মামলায় সৈয়দ ওয়াসিফুল ইসলামসহ ২৫ জনের জামিন আবেদন ফেরত দেন হাইকোর্ট। বিচারপতি মোহাম্মদ মাহবুব-উল ইসলাম ও বিচারপতি ইউসুফ আব্দুল্লাহ সুমনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। গত বছরের ১৭ ডিসেম্বর দিবাগত রাতে টঙ্গীর ইজতেমা মাঠে সংঘর্ষ ও নিহতের ঘটনায় ১৯ ডিসেম্বর টঙ্গী পশ্চিম থানায় মামলা করেন মাওলানা জোবায়েরের অনুসারী এস এম আলম হোসেন নামে এক ব্যক্তি। তিনি কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার গাইটাল গ্রামের মৃত এস এম মোক্তার হোসেনের ছেলে। তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার আলমি শুরার সাথী। মামলায় ২৯ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত কয়েকশ' জনকে আসামি করা হয়। আসামিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন সৈয়দ ওয়াসিফুল ইসলাম, তার ছেলে ওসামা ইসলাম আনু, আবদুল্লাহ মনসুর, কাজী এরতেজা হাসান, মোয়াজ বিন নূর, জিয়া বিন কাশেম, আজিমুদ্দিন, আনোয়ার আবদুল্লাহ, শফিউল্লাহ প্রমুখ। আসামিরা সবাই সাদ অনুসারীদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে রয়েছেন।

ঢাকায় ছিনতাই বেড়ে যাওয়ার কথা

নিয়ে দৌড় দেয়। তাদেরকে হাতেনাতে ধরা অত্যন্ত কঠিন কাজ। আমার অফিসারদের কাছে বড় অস্ত্র থাকে, বুট পরা, ইউনিফর্ম পরা থাকে। ছিনতাইকারী থাকে খালি পায়ে বা একটা কেডস পরা। তার সঙ্গে দৌড়ে পারাটা অনেক কঠিন। তিনি বলেন, তাই প্রথমত আমি ঢাকাবাসীকে অনুরোধ করবো, আপনার মোবাইল, মহিলারা যারা পার্স ব্যবহার করেন আপনার পার্স বা হ্যান্ড ব্যাগ নিজের নিরাপত্তায় ভালোভাবে রাখার চেষ্টা করেন। তিনি আরও বলেন, ছিনতাইয়ের ব্যাপারে গত এক সপ্তাহে ব্যাপক ব্যবস্থা নিয়েছি। দিনে এবং রাতে পেট্রোল সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। ডিবিকেও এ কাজে লিপ্ত করেছি। গত এক সপ্তাহে তথ্য মোতাবেক আগের তুলনায় ছিনতাই কমে এসেছে। আশা করছি আমরা ছিনতাইকে আরও নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হবো। ছিনতাই প্রতিরোধে গত ২২ ডিসেম্বর থেকে রাজধানীজুড়ে বিশেষ অভিযান পরিচালনা শুরু করে ডিএমপি। সম্প্রতি ঢাকায় ছিনতাই প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার কথা স্বীকার করে নিজের মোবাইল ও ব্যাগ নিজ দায়িত্বে নিরাপদে মো. সাজ্জাত আলী বলেন, ঢাকায় দুই থেকে আড়াই কোটি লোকের বসবাসের কথা তুলে ধরে ডিএমপি কমিশনার বলেন, এখানে হতদরিদ্র, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংখ্যাই বেশি। বেকারত্বের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নানাবিধ সামাজিক সমস্যা প্রকারন্তরে পুলিশের ঘাড়েই এসে পড়ে। ইদানিং বিভিন্ন গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের লোকেরা ছোটখাট দাবি আদায়ের জন্য রাজপথকেই বেছে নেয়। তিনি বলেন, সবাই মনে করে রাজপথ দখলে নিলে তাদের দাবি-দাওয়া দ্রুত আদায় হবে বা সমস্যার সমাধান হবে। যার ফলে ঢাকার ভঙ্গুর ট্রাফিক আরও নাজুক অবস্থায় চলে যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মানুষকে রাস্তায় থাকতে হয়।
ঢাকার উত্তর থেকে দক্ষিণে মূলত মিরপুর রোড, এয়ারপোর্ট রোড ও রামপুরা রোড এই তিনটি সড়কের কথা তুলে ধরে ডিএমপি কমিশনার বলেন, একটি রোড বন্ধ হলে পুরো শহর অচল হয়ে যায়। আমরা এ সমস্যার প্রতিনিয়ত সম্মুখীন হচ্ছি। তাই অনুরোধ দাবির ব্যাপারে খোলা মাঠ, অডিটোরিয়াম, সভাস্থল বেছে নিন। যথাযথ কর্তৃপক্ষকে সেখানে ডেকে টেবিলে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করুন। ঢাকাবাসীর ট্রাফিক ব্যবস্থাকে আরও ভঙ্গুর করে তুলবেন না এটি আমার সবিনয় নিবেদন। ডিএমপি কমিশনার আরও বলেন, বিগত ১৫ বছর ডিএমপি সদস্যরা যেরূপ আচরণ করেছে, সেই আচরণ থেকে বের হয়ে আসতে চাই। কিন্তু এজন্য সময়ের প্রয়োজন। আমার সব অফিসারের নতুন করে প্রশিক্ষণের বিশেষভাবে প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ ছাড়া হঠাৎ করে ৪০ হাজার সদস্যকে পরিবর্তন সম্ভব না। তাই আমরা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এরইমধ্যে শুরু করেছি। কোথায় কী পরিমাণ বল প্রয়োগের প্রয়োজন সেদিকে আমরা দৃষ্টি রাখছি। অচিরেই আপনারা সেই পরিবর্তন লক্ষ্য করবেন, যোগ করেন তিনি। ৫ আগস্টের পরে ডিএমপির মনোবল একদম ভেঙে পড়ে এবং বিগত পাঁচ মাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে অনেকটাই কাটিয়ে উঠার কথা জানিয়ে শেখ সাজ্জাত আলী বলেন, পুলিশ যদি নিষ্ক্রিয় থাকে তার ফলাফল কি হয় ৫ আগস্টের পরে ঢাকাবাসী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে। এই পুলিশ আপনাদের লাগবে। আমাদের অনেক শর্টকামিংস দুর্বলতা আছে, সেগুলা থেকে বের হয়ে আমরা আপনাদের সেবা দিবো। কিন্তু ডিএমপি আপনাদের লাগবে। নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সব কষ্ট স্বীকার করে ঢাকাবাসীকে সেবা দেওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করে তিনি বলেন, আমার সহকর্মীদের অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়ে যায়। সেই ভুলভ্রান্তি ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ। সেসব সংশোধন করে যেন ঢাকাবাসীকে সেবা দিতে পারি সবার কাছে কামনা করছি। সীমিত সংখ্যক পুলিশ দিয়ে সব সমস্যার সমাধান অত্যন্ত দূরুহ। সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করলে আমরা অবশ্যই ভালো থাকবো।

হাসিনার ভিসার মেয়াদ বাড়ানো

অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছে জানিয়ে রিজভী বলেন, এটাই ইউনূস সরকারকে বুঝতে হবে। কেন আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থার প্রেসক্রিপশনে সাবান, গুঁড়া দুধ ও ওষুধের দাম বাড়বে? কেন সেগুলোর ওপর ভ্যাট বাড়ানো হবে? এটার জন্যই কি আনাস -জুনায়েদরা রক্ত দিয়েছে? তিনি বলেন, জনগণ যদি তার জিনিসপত্র স্বাভাবিক মূল্যে কিনতে না পারে তাহলে জুনায়েদ-আনাস-ইয়াসিনদের রক্ত বৃথা যাবে। আজ ইতিহাস বিকৃত করেছে শেখ হাসিনা, আর শহীদরা তো রক্ত দিয়েছেন, প্রকৃত ইতিহাস লেখার জন্য। তাহলে এখনো কেন আওয়ামী লীগের দোসররা রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসে থাকবে? বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, আজ জানুয়ারির ৮ তারিখ, এখনো ৫১ শতাংশ শিক্ষার্থী তাদের বই পায়নি। আবার দেখা গেছে প্রিন্টিং মিসটেক, এর জন্য কে দায়ী? এর জন্য দায়ী যারা মুদ্রণের সঙ্গে জড়িত, আর সেই ব্যক্তি হচ্ছেন শেখ হাসিনার একজন ঘনিষ্ঠ দোসর।
রাকসুর এই সাবেক ভিপি বলেন, মানুষের রক্ত পান করতে আনন্দ বোধ করতেন শেখ হাসিনা, সেই মানুষটি আবার ফিরে আসবে, তার কোনো বিচার হবে না? যারা এই শিশু-বাচ্চাদের হত্যা করেছে, তাদের কি বিচার হবে না? অনেক প্রতিষ্ঠান স্বৈরাচারে দোসরদের নামে করা হয়েছে অভিযোগ করে এগুলোর নাম পরিবর্তন করে জুলাই-আগস্টের শহীদদের নামে করার আহ্বান জানান তিনি। 'আমরা বিএনপি পরিবার'এর আহ্বায়ক আতিকুর রহমান রুমন ও সদস্যসচিব মোকছেদুল মোমিন মিথুনের সঞ্চালনায় আয়োজিত আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে সংগঠনের উপদেষ্টা আশরাফ বকুল, বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, সদস্য হামিদুর রহমান হামিদ, স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি জাহিদুল কবির, বিএনপি নেতা জাকির হোসেন, ছাত্রদলের সহ-সভাপতি আউয়ালসহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

শেখ হাসিনার ভিসার মেয়াদ বাড়াল

রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিস (এফআরআরও)। তবে তাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া নিয়ে যে গুঞ্জন রয়েছে, সে কথাও অস্বীকার করা হয়েছে। যদিও ভারতে শরণার্থী কিংবা আশ্রয় দেওয়ার ব্যাপারে কোনো সুনির্দিষ্ট আইন নেই। এদিকে শেখ হাসিনাকে বিচারের মুখোমুখি করতে তার মামলা ২৩ ডিসেম্বর নয়াদিল্লির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যর্পণের অনুরোধ জানিয়েছে ঢাকা। এ বিষয়ে হিন্দুস্তান টাইমস প্রতিবেদনে জানিয়েছে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের এমন উদ্যোগকে শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণে নয়াদিল্লির ওপর চাপ বৃদ্ধির প্রয়াস হিসেবে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে, গত ৬ জানুয়ারি শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গুম এবং অন্যান্য অপরাধের অভিযোগে দ্বিতীয় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির মধ্যে শেখ হাসিনা ও তার সহযোগী ১২ জনকে হাজির করতে বলেছেন ট্রাইব্যুনাল।

অস্থিরতা কাটছেই না ডলার বাজারে

মার্কিন ডলারের মূল্য বাড়তে শুরু করে। ওই বছরের ৩০ মার্চ ডলারের অফিশিয়াল দর ছিল ৮৬.২০ টাকা। সেখান থেকে বেড়ে এখন ১২৩ টাকায় উঠেছে। ৩৩ মাসের ব্যবধানে ডলারের দাম বেড়েছে ৪২.৬৯ শতাংশ। তবে ব্যাংকগুলো আমদানি দায় মেটাতে ডলারের দাম ১২৩ টাকার বেশি নিচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। কারণ ব্যাংকগুলো গোপনে ঘোষণার চেয়ে বেশি দামে প্রবাস আয় বা রেমিট্যান্স কিনছে। রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি হওয়ার কারণে প্রতিবছর বাণিজ্য ঘাটতিতে পড়ে বাংলাদেশ। এই ঘাটতি কমাতে গত বছর আমদানির ওপর একাধিক শর্ত আরোপ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর মধ্যে বিলাসী পণ্যে শতভাগ অগ্রিম জমা রাখা এবং ৩০ মিলিয়নের বেশি মূল্যের এলসি খোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতি নেওয়া অন্যতম। তবে এখন সেসব শর্ত শিথিল করে দেওয়া হয়েছে। এতে ডলার খরচ বাড়ছে। সামনে ডলারের চাহিদা আরো বাড়লে দাম আরো বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এভাবে ডলার যত ব্যয়বহুল হবে, শিল্পের কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ আমদানিতে খরচ বাড়বে। ফলে এর সরাসরি প্রভাব পড়বে স্থানীয় শিল্পের উৎপাদনে ও রপ্তানিমুখী শিল্পে। জানা যায়, সরকারি দরে ডলার কেনা বাস্তবে কঠিন। এর সঙ্গে কেউ কেউ চড়া দরের কারসাজিতে জড়িত। তারা সরকারি দরের চেয়ে কেনেও বেশিতে, আবার বিক্রি করে তার চেয়ে অনেক বেশিতে। এসব কর্মকাণ্ডের দায়ে গত বছর ১৩টি বাণিজ্যিক ব্যাংককে জরিমানা করে বাংলাদেশ ব্যাংক। বেশি দামে ডলার কেনা-বেচা করায় সাত মানি চেঞ্জারের লাইসেন্সও স্থগিত করা হয়। বেশি দামে ডলার কেনার দায়ে দেশি-বিদেশি ছয় ব্যাংকের ট্রেজারি বিভাগের প্রধানদের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনাও ঘটে। কিন্তু ডলারের দর ঠিকই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। এর ভুক্তভোগী হয় শিল্প আর মানুষ। বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক ও মুখপাত্র হুসনে আরা শিখা বলেন, কয়েক দিন আগে কয়েকটি ব্যাংক ডলার বাজার নিয়ে খেলছিল। তাই হঠাৎই ডলারের দাম বেড়ে যায়। ব্যাংকগুলোকে এরই মধ্যে সাবধান করা হয়েছে। সীমিত সময়ের ডলার মার্কেটের অস্থিরতা কমে গেছে। ডলারের দাম নির্ধারণে বাংলাদেশ ব্যাংক নতুন নির্দেশনা জারি করেছে। সেখানে বলা হয়েছে, এখন থেকে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের অনুমোদিত ব্যাংক শাখাগুলো (এডি ব্রাঞ্চ) তাদের গ্রাহকদের সঙ্গে নিজেরা আলোচনা করে ডলারের দাম নির্ধারণ করবে। ৫ জানুয়ারি থেকে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের অনুমোদিত শাখাগুলোকে প্রতিদিন দুইবার বৈদেশিক মুদ্রা কেনাবেচার তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠানোর শর্ত দেওয়া হয়েছে। এক লাখ ডলারের বেশি কেনাবেচার তথ্য সকাল সাড়ে ১১টার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে জানাতে হবে। এ ছাড়া সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বৈদেশিক মুদ্রা কেনাবেচার তথ্য বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংককে জানাতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক নির্ধারিত ছক অনুযায়ী এসব তথ্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকে পাঠাতে হবে। আগামী ১২ জানুয়ারি থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রার কেনাবেচার তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিদিনের একটি ভিত্তিমূল্য বা রেফারেন্স প্রাইস বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করবে। এমন উদ্যোগ আগেও ছিল, কিন্তু বাজার স্বাভাবিক হয়নি। সামনে যদি ডলার বাজার আরো অস্থির হয়, তাহলে এর প্রভাবে জিনিসপত্রের দাম আরো বেড়ে যাবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

শুল্ক বাড়লে মোবাইলে ১০০ টাকা

করা হয়েছিল। সে অনুযায়ী, বর্তমানে মোবাইলে ১০০ টাকার রিচার্জ করলে সম্পূরক শুল্ক, ভ্যাট ও সারচার্জ দিতে হয় ২৮ দশমিক ১ টাকা। রেভিনিউ শেয়ার ও মিনিমাম ট্যাক্স দিতে হয় ৬ দশমিক ১ টাকা, পরোক্ষ কর দিতে হয় ২০ দশমিক ৪ টাকা। অর্থাৎ, গ্রাহক ১০০ টাকা রিচার্জ করলে সবমিলিয়ে কর বাবদ কাটা পড়ে ৫৪ দশমিক ৬ টাকা। অন্তর্বর্তী সরকার সম্পূরক শুল্ক আরও ৩ শতাংশ বাড়ালে কর দিতে হবে ৫৬ দশমিক ৩ টাকা। যার মধ্যে সম্পূরক শুল্ক, ভ্যাট ও সারচার্জ কাটবে ২৯ দশমিক ৮ টাকা। রেভিনিউ শেয়ার ও মিনিমাম ট্যাক্স কাটবে ৬ দশমিক ১ টাকা, পরোক্ষ কর কাটবে ২০ দশমিক ৪ টাকা। গ্রাহক ১০০ টাকা রিচার্জ করে সবমিলিয়ে কর দিতে হবে ৫৬ দশমিক ৩ টাকা। ফলে গ্রাহক ১০০ টাকায় ব্যবহার করতে পারবেন মূলত মাত্র ৪৩ টাকা ৭০ পয়সা। এদিকে, মোবাইলে ফোন সেবায় দফায় দফায় খরচ বাড়ায় ইন্টারনেট গ্রাহক কমছে। তাছাড়া অনেকে ডাটা ব্যবহারের খরচে কাটছাঁট করেছেন। এতে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তিতে এগিয়ে যাওয়ার বদলে উল্টোপথে হাঁটছে দেশের মানুষ। বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) সর্বশেষ তথ্যানুযায়ী, গত নভেম্বর মাসে মুঠোফোনের গ্রাহক ছিল ১৮ কোটি ৪৭ লাখ, যা গত জুনের চেয়ে ৭০ লাখ কম। অন্যদিকে জুনের চেয়ে মুঠোফোনে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৭৯ লাখ কমে ১৩ কোটি ২৮ লাখে নেমেছে। মোবাইল অপারেটরস কমিউনিটি অব বাংলাদেশ নামে ফেসবুকে একটি গ্রুপ রয়েছে। সেখানে প্রায় ৪৩ হাজার গ্রাহক যুক্ত। এ গ্রুপে মূলত মোবাইল ফোন সেবা, কলরেট, ইন্টারনেটের গতি বিষয়ে গ্রাহকরা তথ্য আদান-প্রদান করেন। আহমেদ শাকিল নামে একজন গ্রাহক সেখানে লিখেছেন, সরকার মোবাইল ফোন সেবার ইনডাস্ট্রি থেকে বড় আকারে রাজস্ব তুলতে চায়। অথচ দেশের ধনী-গরিব সব শ্রেণির মানুষ এখন মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে। এটা মৌলিক অধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্পূরক শুল্ক বাড়লে আরো এ টাকাটা সরকারের পকেটে যাবে। এখানে সরকারের দায়িত্ব নেই। সরকারকে এ সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হবে। জুবায়ের আল মামুন নামে আরেকজন লিখেছেন, মোবাইলে কল দিয়ে কথা বলা বাদই দিয়েছি। প্রয়োজনে মেসেঞ্জার, হোয়াটসঅ্যাপ বেশি ব্যবহার করি। এবার থেকে মোবাইল রিচার্জ আরও কমানোর পথে হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। বাংলাদেশ মুঠোফোন গ্রাহক অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. মহিউদ্দিন আহমেদ বলেন, ইন্টারনেট পরিষেবায় বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় আমরা তলানিতে আছি। কিন্তু ভ্যাটের ক্ষেত্রে বিশ্বের সর্বোচ্চ স্থানে। যেখানে দেশের ৪৮ শতাংশ মানুষ এখনো ইন্টারনেট সেবার বাইরে, সেখানে নতুন করে উচ্চহারে করারোপ নাগরিকদের ইন্টারনেট সেবা বিমুখ করবে। নতুন করে বৈষম্য সৃষ্টি করবে। বিষয়টি নিয়ে বিটিআরসি ও সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও তারা কথা বলতে রাজি হননি। তাদের ভাষ্য, আগে প্রজ্ঞাপন হোক, তারপর বিষয়টি নিয়ে বলা যাবে।

নতুন পাঠ্যবইয়ে ৩০ লাখের জায়গায়

'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বইয়ে এর আগের সংস্করণে (২০১৫-২০২১) একই জায়গায় '৩০ লাখ' উল্লেখ করা হয়েছিল। এরপর নতুন শিক্ষাক্রমে 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বইটি বাদ দিয়ে 'ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান' নামে বিষয় যুক্ত করা হয়। তাতেও শহীদের সংখ্যা ৩০ লাখ উল্লেখ ছিল। পাঠ্যবইয়ের এমন বর্ণনায় সম্প্রতি মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে, তাতে 'আগুনে ঘি ঢালার মতো' অবস্থা হতে পারে বলে মনে করছেন ইতিহাস ও শিক্ষাবিদরা। যদিও বিষয়টি বড় কোনো ইস্যু নয় বলে দাবি করেন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) কর্মকর্তারা।
পুরোনো ও নতুন বইয়ে বর্ণনার পার্থক্য : সপ্তম শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বইটি প্রথম প্রকাশ করা হয় ২০১১ সালের অক্টোবরে। অর্থাৎ, ২০১২ শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীরা বইটি প্রথম হাতে পেয়েছিল। ২০১৪ সালে প্রথমবার পরিমার্জন করা হয়। ২০১৭ সালে দ্বিতীয়বার এবং ২০২০ সালে তৃতীয়বার পরিমার্জন হয় বইটি। এরপর ২০২৩ শিক্ষাবর্ষে বইটি বাদ দেওয়া হয়। ২০২০ সালের পরিমার্জন করা বইটি ২০২২ শিক্ষাবর্ষে সবশেষ পড়েছে শিক্ষার্থীরা। সেখানে প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম। অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের আগের পরিস্থিতি, মুক্তিযুদ্ধ শুরু এবং বিভিন্ন ঘটনার পর শেষের দিকে বলা হয়েছে, '...শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের মাধ্যমে পাকিস্তানিদের ২৪ বছরের শোষণ ও বৈষম্যের অবসান ঘটায় বাঙালি। ফলে ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।' চলতি শিক্ষাবর্ষ অর্থাৎ ২০২৫ সালের 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বইয়ের প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে 'বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম'। এ অধ্যায়ে বেশ কিছু পরিবর্তন এসেছে। শেষ দিকে উল্লেখ রয়েছে, '..শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর জনযুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে পাকিস্তানিদের ২৪ বছরের শোষণ ও বৈষম্যের অবসান ঘটে। লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।' তৃতীয় শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইয়ে উল্লেখ রয়েছে, 'প্রায় নয় মাস ধরে মুক্তিযুদ্ধ চলে। পাকিস্তানি বাহিনী অবশেষে হার মানতে বাধ্য হয়। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারা আত্মসমর্পণ করে। আমরা বিজয় অর্জন করি।' একইভাবে ষষ্ঠ এবং নবম-দশম শ্রেণির একই বিষয়ের বইয়েও সুনির্দিষ্টভাবে মুক্তিযুদ্ধে শহীদের সংখ্যা উল্লেখ নেই।
চতুর্থ-পঞ্চম-অষ্টমের বই ৩০ লাখ উল্লেখ: প্রাথমিকের চতুর্থ ও পঞ্চম এবং মাধ্যমিকের অষ্টম শ্রেণির বইয়ে মুক্তিযুদ্ধে অধ্যায়ের লেখায় ৩০ লাখ শহীদের কথা উল্লেখ রয়েছে। চতুর্থ শ্রেণির বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বইয়ে মুক্তিযুদ্ধ অধ্যায়ে উল্লেখ রয়েছে, '...১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট নয় মাস মুক্তিযুদ্ধ চলে। এ যুদ্ধে ত্রিশ লাখ মানুষ শহীদ হন, অসংখ্য মানুষ পঙ্গু হন, অনেকে বাস্তুহারা হন...' পঞ্চম শ্রেণির বইয়ে ২৫ মার্চের গণহত্যা নিয়ে লেখা একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহীদের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া অষ্টম শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বইয়েও ৩০ লাখ শহীদের কথা উল্লেখ রয়েছে। সপ্তম শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' বইটির সবশেষ পরিমার্জনের কাজ কারা করেছেন, বইয়ে উল্লেখ নেই। বিষয়টি নিয়ে জানতে চাইলে এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে এম রিয়াজুল হাসান বলেন, 'প্রত্যেকটি বিষয়ের কাজ করার জন্য বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তারা পরিমার্জনের কাজ করেছেন। কোথাও যদি কোনো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তা সংশোধনী দেওয়া হবে। দ্রুত কাজ করতে গিয়েও কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটতে পারে। আমরা বিষয়টি দেখবো।

সহায়ক ট্রাফিক পুলিশ হিসেবে

আহতদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে প্রথম পর্যায়ে পুলিশ বাহিনীতে ১০০ জনকে চাকরি দেওয়া হবে। তিনি বলেন, "আমরা আপাতত পুলিশে শুরু করছি। পরবর্তীতে আমরা আমার মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকা সব ডিপার্টমেন্টে এটা করে দেব। ট্রাফিকের একটা সমস্যা রয়ে গেছে। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে আমরা ১ হাজার ছাত্রকে নিয়োগ দেওয়ার বিষয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম। এখন পর্যন্ত ৪০০ শিক্ষার্থীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।"
২০২৪ সালের ৪ নভেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগ থেকে চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বাজেটে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬-এর ১০ ধারা অনুযায়ী সহায়ক ট্রাফিক পুলিশ সদস্যদের দৈনিক ভাতার হার পুনঃউপযোজন ও অর্থ ব্যয়ের অনুমতি দেওয়ার জন্য অর্থ বিভাগের বাজেট-১ শাখায় চিঠি দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে বাজেট শাখা ভাতার হার নির্ধারণের মতামতের জন্য প্রবিধি অনুবিভাগে চিঠিটি পাঠায়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৮ নভেম্বর তারিখে প্রবিধি অনুবিভাগ থেকে সহায়ক ট্রাফিক পুলিশের দৈনিক ভাতার হার নির্ধারণ করে বাজেট শাখায় চিঠি পাঠানো হয়। ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের আওতাধীন এলাকায় ৩৩৯টি পয়েন্টে ৪ হাজার ১১৫ জন ট্রাফিক পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন। ৪ নভেম্বর পাঠানো চিঠিতে বলা হয়েছে, শৃঙ্খলাজনিত কারণে অঙ্গীভূত আনসার সদস্যদের ব্যবহার করতে পারছে না ডিএমপি। তাই, ঢাকার ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা জোরদার করার জন্য ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬-এর ১০ ধারা অনুযায়ী ৬০০ জন সহায়ক পুলিশ সদস্যের ভাতা নির্ধারণের জন্য অনুরোধ করা হয়।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের প্রস্তাবে সহায়ক পুলিশ সদস্যের সংখ্যা ৬০০ জন। তারা প্রতিদিন পালাক্রমে ৪ ঘণ্টা করে কাজ করবেন। প্রথম পালা সকাল ৮টা থেকে ১২ টা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পালা বিকেল ৪টা রাত ৮টা পর্যন্ত। প্রতিজন ৪ ঘণ্টা কর্মকালের জন্য ভ্যাট-ট্যাক্সসহ প্রতিদিন পাবেন ৫৬০ টাকা করে। আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত মোট ২৪৫ দিন এই নিয়োগ বহাল থাকবে। এতে মোট খরচ হবে ৮ কোটি ২৩ লাখ ২০ হাজার টাকা।
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের চিঠিটি অর্থ বিভাগ পরীক্ষা করেছে। এতে দেখা গেছে যে, সহায়ক ট্রাফিক পুলিশ সদস্যদের প্রস্তাবিত দৈনিক কর্মঘন্টা অনুযায়ী প্রতি পালা অর্থাৎ চার ঘণ্টা কর্মকালের জন্য ভ্যাট/ট্যাক্সসহ ৫৬০ টাকা হারে ভাতা দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। সে অনুযায়ী সম্ভাব্য ৩০ জুন ২০২৫ পর্যন্ত সময় হিসেবে মোট ৮ কোটি ২৩ লাখ ২০ হাজার টাকা প্রয়োজন হবে বলে পুলিশ অধিদপ্তরের চিঠিতে জানানো হয়েছে। প্রস্তাবটি পর্যালোচনার পর সার্বিক বিবেচনায় অর্থ বিভাগ ৫৬০ টাকার স্থলে ৪৫০ টাকা হারে ভাতা নির্ধারণ করে সম্মতি জ্ঞাপন করলে পুনরায় প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ৫৬০ টাকা হারে ভাতা নির্ধারণেরে জন্য অর্থ বিভাগে চিঠি পাঠায়।
পরে শর্তসাপেক্ষে অর্থ বিভাগ প্রশাসনিক বিভাগের প্রস্তাবে সায় দিয়েছে। শর্তগুলো হচ্ছে:
(১) শুধু জরুরি ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সহায়ক ট্রাফিক পুলিশের নিয়োজিতকরণ প্রযোজ্য হবে।
(২) সহায়ক ট্রাফিক পুলিশের জন্য বর্ণিত ভাতা তাদের কর্মে নিয়োজনের তারিখ থেকে কার্যকর হবে এবং ২০২৫ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।
(৩) সহায়ক ট্রাফিক পুলিশ হিসেবে এ নিয়োজিতকরণ সম্পূর্ণ অস্থায়ী ভিত্তিতে হবে।
(৪) সংস্থার নিজস্ব রিসোর্স সিলিংয়ের মধ্যে এ ব্যয় নির্বাহ করতে হবে এবং এ বাবদ অতিরিক্ত বরাদ্দ দাবি করা যাবে না।
(৫) এ ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রে যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথভাবে অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।
(৬) এ ব্যয়ে ভবিষ্যতে কোনো অনিয়ম দেখা দিলে বিল পরিশোধকারী কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে। (৭) সহায়ক ট্রাফিক পুলিশ সদস্যদের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট/মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে ভাতা দিতে হবে।
প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে এসব বিষয় নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।
সূত্র জানিয়েছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের প্রস্তাবটি সার্বিক অবস্থা বিবেচনার পর গত ৫ জানুয়ারি অর্থ উপদেষ্টা ও অর্থ সচিব প্রস্তাবটিতে অনুমোদন দিয়েছেন।

জুলাই আন্দোলনে আহতদের

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ডা. পারভেজ কবীর, এজিএম অ্যান্ড অ্যাডমিন ইনচার্জ মুহাম্মদ জাকির হোসেন, অর্থোপেডিক সার্জন ডা. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, জেনারেল সার্জন ডা. হাসান আল বান্না, নিউরো সার্জন ডা. মুসান্না আশফাক, এসএমও ডা, মঈনুল ইসলাম, এজিএম মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ প্রমুখ।

ওবায়দুল কাদের-শেখ হেলালকে

নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে আপত্তিকর পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে যশোর জেলা যুবদলের প্রচার সম্পাদক এসকেন্দার আলী জনিকে বহিষ্কার করা হয়। মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে এসকেন্দার আলী জনি তার ফেসবুকে লেখেন, "১৩ সেপ্টেম্বর বেলা আড়াইটার দিকে যশোর জেলা যুবদলের সেক্রেটারি আনসারুল হক রানা , মাদক সম্রাট শহীদের সহায়তায় পুটখালি ঘাট দিয়ে শেখ হেলালসহ পরিবারের ৪ সদস্যকে মোটা অংশকের টাকার বিনিময়ে পার করে দিয়েছে সেটা গোয়েন্দার কাছে তথ্য আছে।"এর আগে মঙ্গলবার দুপুরে এসকেন্দার আলী জনি ফেসবুক লাইভ করেন। লাইভের শিরোনামে তিনি লিখেছেন, "সঠিক তদন্ত চাই, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জননেতা জনাব তারেক রহমানের কাছে বরাবর। আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি ওবায়দুল কাদেরকে পালিয়ে যেতে সহযোগিতা করেছেন যশোর জেলা যুবদলের সেক্রেটারি, সাংবাদিক সম্মেলন করা হবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, বহিষ্কার আদেশ প্রত্যাহার করুন অরজিনাল অপরাধীদের শাস্তি দিন।"ফেসবুক লাইভে ২৭ মিনিটের ভিডিওতে এসকেন্দার আলী জনি অভিযোগ করেন, "যশোর ক্যান্টনমেন্টে লুকিয়ে ছিলেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। ৫ তারিখের পর তাকে ভারতে পালাতে সাহায্যে করেছেন যশোর জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আনসারুল হক রানা। কিছু দিন আগে সিঙ্গাপুর গিয়েছিলেন যশোর জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক। বেনাপোলের পুটখালির গোল্ড নাসিরের সঙ্গে (সিঙ্গাপুরে) টাকা ভাগাভাগি হয়েছে।' তিনি বলেন, "ঘাট শহিদকে ধরলে এতথ্য পাওয়া যাবে। শুধু ওবায়দুল কাদের নয়; আওয়ামী লীগের বহু নেতাকে ভারতে যেতে সাহায্য করেছেন যশোর যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আনসারুল হক রানা। এতথ্য সব নেতাই জানে। এখন যশোর যুবদল দেখলে মনে হবে যুবলীগ হেঁটে যাচ্ছে। যশোর জেলা যুবদলের সভাপতি তমাল আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক আনসারুল হক রানা দলকে যুবলীগে পরিণত করেছেন।" ফেসবুক লাইভে তিনি আরো বলেন, "আমি রাজপথে মার খেয়েছি, আমার ভাই মার খেয়েছে। আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্রের কারণে পরিবারসহ জেল খেটেছি। আমি ১৭ বছর ধরে নির্যাতনের শিকার ও ত্যাগী নেতা হয়েও আমাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আমি আন্দোলন সংগ্রাম করবো; ত্যাগী নেতাদের কেন বহিষ্কার করা হচ্ছে। যুবদলের নেতাকর্মী জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে বিএনপি পার্টি অফিসের সামনে মিছিল করেছে। ভিডিওসহ নেতৃবৃন্দের জানানো হলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।" এসকেন্দার আলী জনি বলেন, "গোপনে যশোর জেলা যুবদলের সভাপতি তমাল আহমেদ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহিত কুমার নাথের সঙ্গে মদের ব্যবসা করেন। যুবদলের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক মিলে যুবলীগের সন্ত্রাসীদের দলে নিয়ে এসেছেন। যারা বিএনপি অফিস ভাঙচুর করেছে, দলের নেতাদের ছবি ভাঙচুর করেছে, তারা এখন যুবদলে। এখন যুবদলের সভাপতি-সম্পাদক বলছেন ৫/৭ কোটি টাকা খরচ করে কমিটি নিয়ে আসবেন।"বহিষ্কৃত প্রচার সম্পাদক এসকেন্দার আলী জনি নিজেই ফেসবুক লাইভের বক্তব্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের কাছে সঠিক তদন্ত ও প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি এবং তার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবি জানান। যশোর জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক আনসারুল হক রানা বলেন, "এসব বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের জন্যই এসকেন্দার আলী জনিকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তিনি শুধু আমাকে নয়, যুবদলের প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারি দুই জনের নামেই দীর্ঘদিন ধরে এসব বলে আসছেন। তিনি সুস্থ নন। আপনারাও তদন্ত করে দেখেন, তিনি (ওবায়দুল কাদের) কোন দিক দিয়ে কোথায় গেছেন। একজন একটা কথা বললেই তো হবে না। এতদিন ধরে রাজনীতি করলাম, খোঁজ খবর নিয়ে দেখেন আমরা কোনো অনিয়মের সঙ্গে জড়িত কি-না।

বাজারে চালের ঘাটতি নেই, দাম

করছেন, তারা ভোক্তাদের কষ্টের সাময়িক মুনাফা করছেন। অনুষ্ঠানে টিসিবির চেয়ারম্যান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. মোস্তফা ইকবালসহ টিসিবির কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
টিসিবির পণ্য মিলবে স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডে: বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, কাগুজে ব্যবস্থার পরিবর্তে এখন থেকে স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) কার্যক্রম পরিচালিত হবে। বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, প্রথমে টিসিবি পণ্য বিতরণ কার্যক্রমে যে নৈরাজ্য ও দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে তা স্বীকার করে নেওয়া দরকার ছিল। তা আমরা করেছি। সেটা দূর করতে ডিজিটালাইজ করে অনিয়ম দূর করার কাজ করছি। টিসিবির কার্যক্রম বাড়ানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, টিসিবি মোট ১২ হাজার কোটি টাকার পণ্য ক্রয় করে। এতে সরকারি ভর্তুকি সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা। অতএব টিসিবি একটি বড় ক্রেতা। টিসিবির ক্রয় কার্যক্রমে আমরা অধিক সংখ্যক ব্যবসায়ীকে সংযুক্ত করতে চাই। ১২ হাজার কোটি টাকার পণ্য ক্রয় হতে যদি এক হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করতে পারি তাহলে আরও বেশি সংখ্যক উপকারভোগীদের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে টিসিবির পণ্য পৌঁছে দিতে পারবো। তিনি বলেন, ইতোমধ্যেই ৬৩ লাখ স্মার্ট কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। শুধু বিতরণ কার্যক্রম ন্যায়ভিত্তিক না, ক্রয় কার্যক্রমকেও আরও বেশি স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক করতে চাই। স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডধারী একজন গ্রাহক ভোজ্যতেল ২ লিটার ২০০ টাকা, মশুর ডাল ২ কেজি ১২০ টাকা এবং ১ কেজি চিনি ৭০ টাকায় কিনতে পারবেন।
আগামীতে সরকারিভাবে আলু মজুত করা হবে: আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে আগামীতে সরকারিভাবে আলু মজুত করা হবে। সংরক্ষণাগারে আলু সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। একইসঙ্গে কাগুজে ব্যবস্থার পরিবর্তে স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে এখন থেকে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) কার্যক্রম পরিচালিত হবে। বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, প্রথমে টিসিবির পণ্য বিতরণ কার্যক্রমে যে নৈরাজ্য ও দুর্বৃত্তায়ন হয়েছে তা স্বীকার করে নেওয়া দরকার ছিল। তা আমরা করেছি। সেটা দূর করতে ডিজিটালাইজ করে অনিয়ম দূর করার কাজ করছি। বাণিজ্য উপদেষ্টা বলেন, ইতোমধ্যেই ৬৩ লাখ স্মার্টকার্ড বিতরণ করা হয়েছে। শুধু বিতরণ কার্যক্রম ন্যায়ভিত্তিক না, ক্রয় কার্যক্রমকেও আরও বেশি স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক করতে চাই। টিসিবির কার্যক্রম বাড়ানো প্রসঙ্গে তিনি বলেন, টিসিবির মোট ১২ হাজার কোটি টাকার পণ্য ক্রয় করে। এতে সরকারি ভর্তুকি সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা। অতএব টিসিবি একটি বড় ক্রেতা। টিসিবির ক্রয় কার্যক্রমে আমরা অধিক সংখ্যক ব্যবসায়ীকে সংযুক্ত করতে চাই। ১২ হাজার কোটি টাকার পণ্য কিনতে যদি এক হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করতে পারি তাহলে আরও বেশি সংখ্যক উপকারভোগীদের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে টিসিবির পণ্য পৌঁছে দিতে পারবো। অনুষ্ঠানে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) চেয়ারম্যান বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মো. মোস্তফা ইকবাল বক্তব্য রাখেন। এ সময় নব নিযুক্ত টিসিবি চেয়ারম্যান বিগ্রেডিয়ার জেনারেল মো. ফয়সাল আজাদসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রস্তাবে ব্যবসায়ীদের হতাশা যৌক্তিক: এদিকে প্রতি ইউনিট গ্যাসের দাম ৩০ টাকা ৭৫ পয়সা থেকে বাড়িয়ে ৭৫ টাকা ৭২ পয়সা করার জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের (বিইআরসি) কাছে প্রস্তাব করেছে বাংলাদেশ তেল, গ্যাস, খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)। এতে হতাশ হয়েছেন দেশের ব্যবসায়ীরা। এ হতাশা যৌক্তিক বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। তিনি বলেন, যদি এতো বেশি দাম বাড়ানো হয় তবে ব্যবসায়ীদের হতাশ হওয়াটা যৌক্তিক। কিন্তু হতাশ হওয়ার আগে আমি মনে করি, বিগত সরকার ও এ সরকারের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে। ওই সরকার বলেছে, এটা হবে, সেটাই হয়েছে এতোদিন। এখন তেমন হবে না। পেট্রোবাংলা প্রস্তাব করেছে আর সেটা চিন্তাভাবনা আলোচনা না করে কার্যকর হবে সেটা নয়। আপনারা এ বিষয় নিয়ে বসুন, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একটি ন্যায্য প্রস্তাবনা দিন। দাবিগুলো সঠিকভাবে উপস্থাপন করুন। যেটা যৌক্তিক সেটা হবে। গতকাল বুধবার ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সিটি বসুন্ধরায় গ্যাপ এক্সপো-২০২৫ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। গার্মেন্টস টেকনোলজি প্রদর্শনী বাংলাদেশ (জিটিবি ২৫)-এর ২২তম এবং গ্যাপ এক্সপো ২০২৪-এর ১৪তম সংস্করণের প্রদর্শনীটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন তিনি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং সিক। শেখ বশিরউদ্দীন আরও বলেন, আমি আমার ব্যবসা ত্যাগ করেছি, আপনাদের ব্যবসা এগিয়ে নেওয়ার জন্য। যে কোনো যৌক্তিক দাবি নিয়ে আপনারা আসুন। একসঙ্গে বসি, সমস্যাগুলো সমাধান করি। তবে উভয়পক্ষকে সব সমস্যা উপলব্ধি করে সমাধান চিন্তা করতে হবে। উপদেষ্টা বলেন, দাম বাড়ানো বা বিভিন্ন কর বাড়ানো সরকারের পক্ষে কিন্তু স্বস্তিদায়ক নয়। তারপরেও অনেক ক্ষেত্রে করতে হচ্ছে, কারণ বিগত সরকার এ দেশে বড় নৈরাজ্য করে গেছে। প্রচুর টাকা পাচার করে নিয়েছে। যার ভার এখন বহন কতে হচ্ছে সবাইকে। এতে সাময়িক কষ্ট হলেও ভবিষ্যতের জন্য ভালো হবে। এর আগে বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস অ্যাসোসিয়েশন (বিটিএমএ) সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল তার বক্তব্যে বলেন, গ্যাসের দাম বাড়ানো হলে শিল্প উদ্যোক্তারা কারখানা গুটিয়ে নিতে বাধ্য হবে। উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করেই অন্তর্বর্তী সরকার গ্যাসের দাম দ্বিগুণ করার উদ্যোগ নিয়েছে। তাহলে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকার আর বর্তমানের অন্তর্বর্তী সরকারের মধ্যে পার্থক্য কী থাকলো? তিনি বলেন, আমরা (ব্যবসায়ীরা) না বাঁচলে সরকার বাঁচবে কীভাবে। সরকারের কাছে আর কিছু চাইবো না। এখন বলবো নিজে বাঁচুন। গত ১৫ বছর সরকার কোনো সিদ্ধান্ত আমাদের সঙ্গে ডায়ালগ করেনি। নিট পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিকেএমইএর সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, গ্যাসের দাম এতো বেশি কোনোভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আমাদের কিছু জানানো হচ্ছে না। এতে পোশাকখাতে অস্থিতিশীলতা তৈরি হবে। আলোচনা করে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে ব্যবসা পরিস্থিতি খুব খারাপ। এ অবস্থায় ২০২৬ সালে বাংলাদেশের এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন নিয়েও চিন্তা করতে হবে। আমাদের রিজার্ভ, ব্যাংক লুটপাট হয়েছে, এখন গ্র্যাজুয়েশনে গেলে সেটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হবে। বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) সভাপতি আনোয়ার-উল আলম চৌধুরী (পারভেজ) বলেন, এক সময় এ দেশে পোশাক শিল্প বড় হয়েছিল কম খরচে এনার্জি ও শ্রমের কারণে। এখন এসব খাতেই বড় খরচ হচ্ছে। আবার এ দেশে ব্যাংকের লোন দীর্ঘমেয়াদি নয়। সুদের হার চড়া। সবকিছু মিলে ব্যবসার পরিস্থিতি ভালো নয়।

এ বছর থেকেই এমপিওভুক্ত

করোনা ও গণ-অভ্যুত্থানের কারণে আমাদের দীর্ঘমেয়াদি একটি ক্ষতি হয়েছে। এটা জনমিতির সুবিধার ক্ষেত্রে। জনসংখ্যা বয়স কাঠামোর মাঝামাঝি সময় চলছে। ১০ বছর পর জনসংখ্যার এ বয়সটা আর থাকবে না। কারণ সবারই বয়স বেড়ে যাবে। তখন চিকিৎসা খরচ আরও বাড়বে। তবে সুশাসিত গণতান্ত্রিক শাসনে যদি উত্তরণ হতে পারি তাহলে এ ক্ষতি পুষিয়ে উঠা সম্ভব। এজন্য অন্তর্বর্তী সরকারের লক্ষ্য হওয়া উচিত এটাই। আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো একটি ভালো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রচনা করা। শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, রপ্তানি গতি ফিরে এসেছে। রেমিট্যান্স আগের থেকে বাড়ছে। এটা আশার কথা। মূল্যস্ফীতি সবাই বলছে কিছুটা কমেছে, কিন্তু এটাকে কম বলে না। মূল্যস্ফীতি এখনও বাড়তিই আছে। এর ফলে দিনমজুরদের ওপর চাপ পড়ছে। মধ্যবিত্তরাও চাপে আছে। ২০১০ সাল থেকে কোনো বছরেই মার্চের আগে বই যায়নি। কোনো কোনো বছর বই গিয়েছিল জুন-জুলাইয়ে। খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। ৫০ বছর ধরে বাংলাদেশের ইতিহাস বিতর্কিত হয়েছে, সেটি নিয়ে কোনো সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয় ছাপা হয়নি। অথচ রংপুরের আবু সাঈদের মৃত্যুর তারিখ ভুল হওয়া নিয়ে ব্যাপক নিউজ হয়েছে। আমরা বলেছি ভুল ভ্রান্তি হতে পারে। সেগুলো সংশোধন করা হবে। ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, দেশের নদী ব্যবস্থাপনা নিয়ে আমরা একটা পর্যালোচনা ও পরিকল্পনা তৈরি করেছি। বিশেষ করে জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতি নিয়ে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য উপাত্ত দরকার। তবে ডেল্টা প্ল্যান তার জায়গায় থাকবে। সেটা শতবছরের পরিকল্পনা। কিন্তু কোনো বিশেষজ্ঞই বলতে পারবে না শত বছরে বাংলাদেশের কি অবস্থা হবে। তাই মধ্য মেয়াদি পরিকল্পনা দরকার।

৭ বছর পর মাকে কাছে পেয়ে

মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়ন করে কাতার আমিরের পাঠানো এয়ার অ্যাম্বুলেন্সটি। বিমানবন্দরে উপস্থিত হয়ে খালেদা জিয়াকে বিদায় জানান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস, গয়েশ্বর চন্দ্র রায়, নজরুল ইসলাম খান, আব্দুল মঈন খান, সালাহউদ্দিন আহমেদ, হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম, সেলিম রহমান, ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু প্রমুখ। সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী লিভার সিরোসিস, কিডনি, হার্ট, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিসসহ নানা শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন। খালেদা জিয়াকে লন্ডন ক্লিনিকে ভর্তি করা হবে। সেখানে কিছুদিন চিকিৎসার পর যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে জনস হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয় হসপিটালে খালেদা জিয়ার চিকিৎসা নেওয়ার কথা রয়েছে। খালেদা জিয়ার সঙ্গে লন্ডনে যারা গেলেন : সফরে বিএনপি চেয়ারপারসনসহ তার চিকিৎসক, পরিবার ও তার কাজের সহকারী রয়েছেন। খালেদা জিয়ার সঙ্গে লন্ডনে গেছেন তার ছোট ছেলে আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী সৈয়দা শামিলা রহমান। দীর্ঘদিনের গৃহকর্মী ফাতিমা বেগম। চিকিৎসার জন্য গঠিত মেডিকেল বোর্ডের ছয়জন সদস্য। তারা হলেন- মেডিকেল বোর্ডের প্রধান অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন তালুকদার, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক অধ্যাপক এফ এম সিদ্দিক, অধ্যাপক নরুদ্দিন আহমেদ, জাফর ইকবাল, অধ্যাপক এ জেড এম জাহিদ হোসেন ও মোহাম্মদ আল মামুন। এছাড়া বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য এনামুল হক চৌধুরী, নির্বাহী কমিটির সদস্য তাবিথ আউয়াল, খালেদা জিয়ার একান্ত সচিব এ বি এম আবদুস সাত্তার ও প্রটোকল অফিসার এস এম পারভেজ।

ফ্রিজ, এসি ও মোটরবাইক

তৈরির ক্ষমতা থাকতে হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানটির নিজস্ব পলি ইউরিথিন ফোমিং প্ল্যান, পাউডার কোটিং প্ল্যান্ট এবং সক্রিয় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্লান্টের ব্যবস্থা থাকতে হবে। শিল্প প্রতিষ্ঠানটি এনবিআরের অনুমোদিত হতে হবে এবং বিদ্যমান ব্যবসার পুনর্গঠন বা এইরূপ ব্যবসা বিভাজন দ্বারা গঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা বাংলাদেশে বিদ্যমান ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে মেশিনারি অথবা স্থাপনা হস্তান্তরের মাধ্যমে গঠিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান হতে পারবে না।
অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান শর্ত পরিপালনে ব্যর্থ হলে এনবিআর প্রদত্ত অনুমোদন প্রত্যাহার করতে পারবে বলেও প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে। বর্তমানে এসব শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের আয়ের ওপর ১০ শতাংশ এবং যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ আমদানিতে ২ শতাংশ অগ্রিম আয়কর (এআইটি) দিচ্ছে। ২০৩২ সাল পর্যন্ত এটি বলবত থাকার কথা ছিল।

একনেকে ৪২৪৬ কোটি টাকার

অভ্যন্তরীণ কনটেইনার এবং বাল্ক টার্মিনাল নির্মাণ' (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি ২২৩.৭৫ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ৬১৫.৭৫ কোটি টাকা হয়েছে, যা বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) বাস্তবায়ন করছে। এই প্রকল্পের মেয়াদকাল জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুন ২০২৭ পর্যন্ত। 'ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)' বাস্তবায়িত হবে ২৬৫.৭৮ কোটি টাকায়, যা বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি) পরিচালনা করবে। প্রকল্পটির মেয়াদকাল নভেম্বর ২০২৪ থেকে জুন ২০২৯ পর্যন্ত। 'সিলেট বিভাগে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি' প্রকল্পটি ৪৯৯.৯৯ কোটি টাকায় বাস্তবায়ন করবে বিএডিসি। এর মেয়াদকাল জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৯ পর্যন্ত। 'দেশের দক্ষিণাঞ্চলের আয়রন ব্রিজ পুনঃনির্মাণ/পুনর্বাসন (২য় সংশোধিত)' প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি পেয়ে ২৭৭৩.৪০ কোটি টাকা হয়েছে, যা বাস্তবায়ন করছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২৬ পর্যন্ত। 'ডুপিটিলা-১ ও কৈলাশটিলা-৯নং কূপ (অনুসন্ধান কূপ) খনন' প্রকল্পটি সিলেট গ্যাস ফিল্ডস লিমিটেড (এসজিএফএল) বাস্তবায়ন করবে এবং এর ব্যয় হবে ৬৪৬.৪৮ কোটি টাকা।

শিল্পে গ্যাসের দাম ১৫২ শতাংশ

কাছে; অন্য গন্তব্যে চলে যাবেন তারা। এদিকে এরই মধ্যে গ্যাসের নতুন দরের নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে জ্বালানি বিভাগ। প্রস্তাবটি এখন বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনে (বিইআরসি) রয়েছে। প্রস্তাব অনুসারে, নতুন কারখানার জন্য গ্যাসের দাম হবে তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) আমদানি ব্যয়ের সমান। ফলে, নতুন কারখানাগুলোকে বর্তমান দরের চেয়ে আড়াই গুণ বেশি দামে গ্যাস কিনতে হবে। পুরাতন শিল্প-কারখানাগুলোকেও লোড বাড়াতে চাইলে গুনতে হবে এ আড়াইগুণ মূল্য। বর্তমানে শিল্প-কারখানার গ্রাহকদের প্রতি ঘনমিটার গ্যাস কিনতে ৩০ টাকা এবং ক্যাপটিভ পাওয়ারে (শিল্পে ব্যবহৃত নিজস্ব বিদ্যুৎ) ৩০ টাকা ৭৫ পয়সা দিতে হয়। সবশেষ গত ৬ জানুয়ারি বিইআরসিকে পেট্রোবাংলার পক্ষ থেকে প্রতি ঘনমিটারে গ্যাসের দাম বাড়িয়ে ৭৫ টাকা ৭২ পয়সা করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এর মধ্যে নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে পুরো গ্যাস বিল হবে নতুন দামে। পুরনোদের ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় থাকছে প্রস্তাবে। উদ্যোক্তাদের দাবি, নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহের কথা বলে দুই বছর আগে শিল্পের গ্যাসের দাম ১৫০ থেকে ১৭৮ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত শিল্পে গ্যাস সংকট কাটেনি; বরং গ্যাস সংকটের কারণে অনেক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় গ্যাসের দাম আবার আড়াই গুণ বাড়ানো হলে শিল্পে বিনিয়োগ পুরো বন্ধ হয়ে যাবে। শিল্পোদ্যোক্তারা বলছেন, এসব কর্মকাণ্ড রীতিমতো শিল্প ধ্বংসের লক্ষণ। এর পেছনে কোনো চক্রের ষড়যন্ত্রও থাকতে পারে। এ ধরনের কোনো অপচেষ্টা থাকলে সরকারে উচিত যেকোনো মূল্যে তা থামানো। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ চেম্বার অব ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিআই) সভাপতি আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী বলেন, সরকারের এসব সিদ্ধান্ত দেখে মনে হচ্ছে, উদ্যোক্তারা উৎপাদন থেকে সার্ভিস সেক্টরে চলে যাবে। ম্যানুফ্যাকচারিং খাত বাংলাদেশে থাকুক, এই সরকার সেটি চাচ্ছে না। এই দেশে যেহেতু বিপুল পরিমাণ জনসংখ্যা, তাই ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ছাড়া বিকল্প চিন্তা করাটাই ভুল সিদ্ধান্ত আমাদের অর্থনীতির জন্য। বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, এ প্রস্তাব পাস হলে শিল্পায়ন থমকে যাবে। নতুন করে বিনিয়োগ আসবে না। বর্তমানের দরটাই অনেক বেশি। তার ওপর চাহিদার তুলনায় অনেক কম গ্যাস সরবরাহ করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে এখনই আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা করতে কষ্ট হচ্ছে। এই যখন অবস্থা, তখন ব্যবসায়ীরা আড়াইগুণ বাড়তি দাম পরিশোধ করেও চাহিদা মোতাবেক গ্যাস পাবেন কি না, সে নিশ্চয়তা দিতে পারছে না পেট্রোবাংলা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গ্যাসের দাম বাড়লেও সরবরাহ তেমন বাড়বে না। দেশীয় গ্যাসের উৎপাদন ক্রমেই কমছে। এটা শিগগিরই খুব বেশি বাড়ানোর সুযোগ নেই। এলএনজি থেকে সর্বোচ্চ আমদানির সক্ষমতা ১১০০ মিলিয়ন ঘনফুট। নতুন এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ না হলে আমদানি আর বাড়ানো যাবে না। আগামী দুই বছরেও নতুন টার্মিনাল চালুর তেমন সম্ভাবনা নেই। টার্মিনাল নির্মাণে কোনো চুক্তি হয়নি। উপর্যুপরি, আওয়ামী লীগ আমলে হওয়া একটি চুক্তি বাতিল করেছে অন্তর্বর্তী সরকার।
সিপিডির গবেষণা পরিচালক ও অর্থনীতিবিদ ড. খন্দকার গোলাম মোয়াজ্জেম বলেন, গ্যাসের যে উচ্চমূল্য ধরা হচ্ছে, ব্যবসায়ীরা যদি এই মূল্যে টাকা দেনও, তাও কিন্তু জ্বালানির নিশ্চয়তা দেওয়া এই সরকারের পক্ষে সম্ভব না। কারণ ব্যবসায়ীরা বিল দেবেন টাকায়, সরকারকে জ্বালানি আমদানি করতে হবে ডলারে। সরকারের কাছে ডলারের সংকট রয়েছে। এদিকে কবে নাগাদ শিল্পক্ষেত্রে গ্যাসের নতুন দাম কার্যকর হতে যাচ্ছে সে ব্যাপারে বিইআরসির চেয়ারম্যান জালাল আহমেদ বলেন, পেট্রোবাংলার মূল্যবৃদ্ধির প্রস্তাবটি এসেছে। নিয়ম অনুযায়ী সেটি পর্যালোচনা করতে একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হবে। তারপর শুনানির মাধ্যমে এটি করা হবে।

লিফটে না তোলায় পুলিশের ওপর

ওপরে উঠার সময় হাত ধরে সহায়তা করেন। পরে শুনানি শেষে ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট জিয়াদুর রহমানের আদালত আসামিদের বিভিন্ন থানার মামলায় গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন। এদিকে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বলছেন, কামরুল ইসলাম আদালতে এলেই পুলিশ-আইনজীবীদের সঙ্গে ঝগড়া করেন। কামরুলের এই আচরণে ক্ষোভও প্রকাশ করেন ঢাকার মহানগর দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ওমর ফারুক ফারুকী। তিনি বলেন, লিফটের সামনে অনেক সময় বিচারপ্রার্থী সাধারণ মানুষ, আইনজীবীদের ভিড় থাকে। তাই নিরাপত্তার স্বার্থে, কোনো ঝামেলা এড়াতে অনেক সময় সিঁড়ি দিয়ে তোলা হয়। তিনি আরও বলেন, আদালতে এলেই তিনি পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে ঝগড়া করেন। কখনো আইনজীবীদের সঙ্গে ঝগড়া বাঁধান। আবার কখনো উচ্চবাচ্য বক্তব্য রাখেন। এটা উনার স্বভাবজাত অভ্যাস।

রাজধানীতে দেশীয় অস্ত্রসহ ৩ ডাকাত

পালানোর সময় ৩ জনকে দেশীয় অস্ত্রসহ গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তাদের সাথে থাকা অন্যরা দৌড়ে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় মিরপুর মডেল থানায় গ্রেপ্তারদেরসহ অজ্ঞাতনামা আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে একটি মামলা করা হয়। ডিসি তালেবুর আরও জানান, গ্রেপ্তাররা মিরপুর, দারুসসালাম ও গাবতলী এলাকার চিহ্নিত ছিনতাইকারী ও ডাকাত দলের সক্রিয় সদস্য। গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মাদক, ছিনতাই ও ডাকাতির মামলা রয়েছে। আসামিদের বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। মামলার সুষ্ঠু তদন্ত ও পলাতক অন্যান্যদের গ্রেপ্তারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।

ডিএনসিসির জনসংযোগ কর্মকর্তাকে

জানান, চিকিৎসকরা জানিয়েছেন আপাতত রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য ওষুধ ও চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। শরীরের কোথাও বড় জখম আছে কি না, রক্তনালী কেটেছে কি না এসব জানতে গতকাল বুধবার সকালে তার অস্ত্রোপচার করা হবে। তার ডান কাঁধের নিচে, ডান হাতে কনুইয়ের নিচে এবং বুকে তিন জায়গায় ছুরির আঘাত আছে।

মাদ্রাসা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে

করেছিলেন হাইকোর্ট। রুলে আদালতের আদেশ না মানায় কেন তার বিরুদ্ধে অবমাননার অভিযোগ আনা হবে না এবং সশরীরে হাজির হওয়ার নির্দেশনা কেন দেওয়া হবে না তা জানতে চাওয়া হয়। চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়। গত ৩ সেপ্টেম্বর এ সংক্রান্ত আবেদনের শুনানি শেষে হাইকোর্টের বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি মুহাম্মদ মাহ-বুব-উল ইসলামের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এ রুল দেন। আদালতে ওইদিন রিটের পক্ষে শুনানিতে করেন অ্যাডভোকেট মো. মনিরুল ইসলাম মিয়া। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রেদওয়ান আহমেদ রানজিব। রিটকারী আইনজীবী মো. মনিরুল ইসলাম মিয়া বলেন, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলার চাপঘাট রহিমপুর সুন্নী মাদ্রাসার সুপারের এমপিও স্থগিত করেন। ওই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ওই মাদ্রাসা সুপার হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করেন এবং আদালত প্রাথমিক শুনানি শেষে রুল নিশি জারি করেন। একই সঙ্গে এমপিও দেওয়ার নির্দেশনা দেন। ওই আদেশ বাস্তবায়ন না করায় আদালত অবমাননার রুল জারি করেন। ওই রুলের শুনানিতে হাইকোর্ট তলব করে আদেশ দেন। গত ৩ সেপ্টেম্বর প্রথম তলবে তাকে (মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক) গত ২৮ অক্টোবর হাইকোর্টে উপস্থিত হতে বলা হয়। কিন্তু তিনি ওই আদেশ প্রতিপালন করেননি। তারই ধারাবাহিকতায় গতকাল বুধবার বিষয়টি আদালতের নজরে এলে হাইকোর্ট তাকে আবারও তলব করেন।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতাকে ভোগের বস্তু

সভাপতিত্বে মহাসম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, ঢালকানগর মাদ্রাসার মুহতামিম মুফতি জাফর আহমেদ, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আতাউল্লাহ আমিন, খেলাফত যুব মজলিসের কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ও বায়তুলমাল সম্পাদক মাওলানা জহিরুল ইসলাম, খেলাফত মজলিস ফরিদপুর জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আমজাদ হোসাইন, খেলাফত যুব মজলিস ফরিদপুর জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা মিজানুর রহমান, শামসুল উলুম মাদ্রাসার মুহতামিম মুফতি কামরুজ্জামানসহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ।

এমপি কোটায় আনা গাড়িগুলো নিয়ে

চিঠির প্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত আমদানিকারকদের আবেদনের বিপরীতে ছাড় করার সিদ্ধান্ত জানিয়েছে এনবিআর। এরই মধ্যে প্রতিটির শুল্ক বাবদ সাড়ে ৮ কোটি টাকা পরিশোধের মাধ্যমে ২৪টি গাড়ি ডেলিভারি নিতে চট্টগ্রাম কাস্টম হাউস আমদানিকারকদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে। এনবিআরের তথ্যে দেখা যায়, এই ৫১টি গাড়ির (যার বেশির ভাগই টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার ও ল্যান্ড ক্রুজার প্রাডো) আমদানি মূল্য প্রায় ৬১ কোটি টাকা। এসব গাড়ির মধ্যে সবচেয়ে কম দামের ল্যান্ড ক্রুজারটি আমদানি করা হয়েছিল ৯৮ লাখ টাকার সামান্য কিছু কমে। শুল্ক দিতে গেলে গাড়িটির দাম পড়বে ৮ কোটি ১০ লাখ টাকা। চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আনা ৩ হাজার ৩৪৬সিসির এ গাড়িটির স্বাভাবিক শুল্ককর হার ৮২৬ দশমিক ৬ শতাংশ। সংসদ সদস্যরা প্রতি পাঁচ বছরে একবার শুল্কমুক্ত গাড়ি আমদানি করতে পারেন। চট্টগ্রাম কাস্টম হাউজের উপকমিশনার মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, 'আমদানিকারকরা যদি তার অনুকূলে ছাড় করার জন্য যথাযথ শুল্ক পরিশোধ করে তাহলে ছাড় করা হবে। না হলে গাড়িগুলো নিলামে তোলা হবে।' চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব মোহাম্মদ ওমর ফারুক জানান, চট্টগ্রাম বন্দর চায় জায়গা খালি হোক সেটি 'নিলাম বা আমদানিকারক ছাড় করিয়ে নিয়ে যাক' যেভাবেই হোক না কেন। বাংলাদেশ রিকন্ডিশন্ড ভেহিক্যালস ইম্পোর্টার্স অ্যান্ড ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বারভিডা) সহ-সভাপতি মো. গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী বলেন, '১০ কোটি মূল্য হিসেবে এসব গাড়ি কেউ ছাড় করাবে বলে মনে হয় না। আমদানিকারকদের চিঠির মাধ্যমে ছাড় হবে কিনা জিজ্ঞাসা করে অতিদ্রুত নিলামের ব্যবস্থা করা উচিত।'
উল্লেখ্য, গত বছর ৪২টি গাড়ি চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন বন্দরে আটকা পড়লেও ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান এবং ব্যারিস্টার সুমনসহ ৭ জন তৎকালীন সংসদ সদস্য জুলাই মাসেই গাড়ি ছাড় করে নিয়েছে গত বছরের জুলাই মাসে। আইন প্রণেতাদের খুশি করতে ১৯৮৭ সালে এইচ এম এরশাদের শাসনামলে শুল্কমুক্ত গাড়ি সুবিধা চালু করা হয়েছিল।

চার দিনব্যাপী গার্মেন্টস এক্সেসরিজ

কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং সিক। আইসিসিবির ৮টি হল জুড়ে এই প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছে ২৫ দেশের ৫০০ প্রতিষ্ঠান। তৈরি পোশাকখাতের বৈশ্বিক প্রযুক্তি নিয়ে গত ২১ বছর ধরে প্রদর্শনীর আয়োজন করে আসছে জিটিবি। এই প্রদর্শনীতে আরএমজি সেক্টরের কাটিং, সেলাই ফিনিশিং, এমব্রয়ডারি মেশিনারি, খুচরা জিনিসপত্রসহ বিভিন্ন ধরনের আনুষঙ্গিক পণ্য একসঙ্গে দেখার সুযোগ পাওয়া যায়। অন্যদিকে প্রদর্শনীতে বিজিএমইএর নেতৃস্থানীয় সদস্যরাও তাদের গার্মেন্টস এক্সেসরিজ ও প্যাকেজিংয়ে সর্বশেষ উদ্ভাবন প্রদর্শন করে থাকেন। প্রদর্শনীর আয়োজক প্রতিষ্ঠান এএসকে ট্রেড শো অ্যান্ড এক্সিবিশন প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক টিপু সুলতান ভূঁইয়া বলেন, ২০২৪ সালে কিছুটা খারাপ সময় গেলেও বর্তমানে অর্ডারের পরিমাণ বেশ বেড়েছে। নন-কটন পোশাক, বিশেষত খেলাধুলার পোশাকের বৈচিত্র্য ও সম্প্রসারণে নতুন ধারণা এসেছে। যা জিটিবির পরিবর্তন ও বিশেষায়িত যন্ত্রপাতির চাহিদা বৃদ্ধি করেছে। এই প্রদর্শনীতে সেলাই লন্ড্রি, ফিনিশিং, সিএডি/সিএএম এবং এমব্রয়ডারির ক্ষেত্রে সর্বশেষ উদ্ভাবন উপস্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশের তৈরি পোশাক (আরএমজি) খাত ২০২৫ সাল নিয়ে বেশ আশাবাদী। ইউরোপ ও আমেরিকার মতো বাজারগুলোতে মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাওয়ায় পশ্চিমা ক্রেতারা ফিরে আসতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও শ্রমিক অসন্তোষ সত্ত্বেও ২০২৪ সালে আরএমজি খাত রপ্তানি আয়ে ৬ দশমিক ২৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। এই উন্নতি সামগ্রিক চ্যালেঞ্জের মধ্যেও খাতটির দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতাকেই প্রতিফলিত করে। প্রদর্শনীটি প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ব্যবসায়িক দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

হত্যা মামলায় যুবলীগ নেতা নজরুল

আটক করে লালবাগ থানা পুলিশের হাতে সোপর্দ করে। মামলার সূত্রে জানা গেছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে গত বছরের ১৯ জুলাই লালবাগ থানার আজিমপুর কলোনি এলাকায় আন্দোলনে অংশ নেন মোহাম্মদ আলী। এদিন বিকাল ৪টার দিকে পুলিশ ও আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের হামলায় গুলিবিদ্ধ হন তিনি। এরপর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় গত বছরের ৩০ ডিসেম্বর লালবাগ থানায় হত্যা মামলা করা হয়। এ মামলার ৪০ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি হলেন নজরুল ইসলাম কবিরাজ।

নিরাপদ সড়কের দাবিতে ঢাকা

মঙ্গলবার মারা যান। তারই জেরে বিপিএটিসি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীরা মহাসড়কে নেমে এসে বিক্ষোভ করেন। এসময় তারা ঘাতক বাসচালকের শাস্তিসহ নিরাপদ সড়কের দাবি জানান। পরে পুলিশ ও শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে সড়ক থেকে সরিয়ে দিলে প্রায় ১ ঘণ্টা পর ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক দিয়ে যানচলাচল স্বাভাবিক হয়। সাভার মডেল থানার ওসি জুয়েল রানা বলেন, ঘাতক বাস ও তার চালককে আটকের চেষ্টা চলছে। শিক্ষার্থীদের আশ্বাস দিলে যাত্রী ভোগান্তির বিষয়টি মাথায় রেখে অবরোধ কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন।

বাণিজ্য মেলায় সহজে যাবেন

ফার্মগেট, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী থেকে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বাণিজ্য মেলার উদ্দেশ্যে বিআরটিসির ২০০টির বেশি ডেডিকেটেড শাটল বাস চলছে। মেলা প্রাঙ্গণ থেকে বাসের সর্বশেষ ট্রিপ ছেড়ে যাচ্ছে রাত ১১টায়। বিআরটিসি সূত্রে জানা যায়, কুড়িল বিশ্বরোড, ফার্মগেট, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী থেকে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বিআরটিসির বাস মেলার উদ্দেশে ছেড়ে আসছে। মেলা শেষে নির্দিষ্ট রুটগুলোতে যাত্রীদের পৌঁছে দিচ্ছে বিআরটিসি। এর মধ্যে কুড়িল বিশ্বরোড থেকে মেলা পর্যন্ত ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৫ টাকা, ফার্মগেট থেকে মেলা পর্যন্ত ভাড়া ধরা হয়েছে ৭০ টাকা। নারায়ণগঞ্জ থেকে মেলা পর্যন্ত ভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছে ১২০ টাকা, নরসিংদী থেকে মেলা পর্যন্ত ভাড়া নেওয়া হচ্ছে ৯০ টাকা। এ ছাড়া মেলা প্রাঙ্গণ থেকে গুলিস্তান পর্যন্ত ভাড়া ৮০ টাকা এবং গুলিস্তান থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত ভাড়া ৪৫ টাকা জনপ্রতি। এ ছাড়া উবারের মাধ্যমে বিশেষ ছাড়ে মেলায় যাত্রী পরিবহন করা হয়। মেলা কর্তৃপক্ষ জানায়, মেলায় যাতায়াতের সুবিধার্থে কুড়িল বিশ্বরোড, ফার্মগেট, নারায়ণগঞ্জ, গুলিস্তান ও নরসিংদী থেকে প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বাণিজ্য মেলার উদ্দেশ্যে বিআরটিসির বাসগুলো চলাচল করছে। মেলা প্রাঙ্গণ থেকে বাসের সর্বশেষ ট্রিপ ছেড়ে যাচ্ছে রাত ১১টায়। ফলে যাতায়াতে বিড়ম্বনায় পড়তে হয় না। যেভাবে আসবেন মেলায় কুড়িল বিশ্বরোড বাসস্ট্যান্ড থেকে পূর্বাচলের বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টারের দূরত্ব ১৬ কিলোমিটারের একটু বেশি। রাস্তা ফাঁকা থাকলে বিশ্বরোড থেকে মেলায় পৌঁছাতে সময় লাগবে ৪৫ মিনিট। আর যানজট থাকলে এক ঘণ্টা লাগবে। তাই এখান থেকে আসা সবচেয়ে সহজ। ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে এলে পার্কিংয়ের ঝামেলায় পড়তে হবে না। মেলায় পাঁচ শতাধিক গাড়ি পার্কিং সুবিধাসংবলিত দ্বিতল কার পার্কিং ভবন রয়েছে। এ ছাড়া মেলা কেন্দ্রের বাইরে রয়েছে ছয় একর জমিতে পার্কিংয়ের আলাদা ব্যবস্থা। বিআরটিসি বাস ছাড়াও অন্যান্য যাত্রীবাহী বাসে বাণিজ্যমেলায় আসতে জনপ্রতি গুনতে হবে ৪০ টাকা। নামতে হবে কাঞ্চন ব্রিজে। সেখান থেকে ১০-২০ টাকা রিকশা ভাড়া দিয়ে মেলায় আসা যাবে। এ ছাড়া বিমানবন্দর, মিরপুর, টঙ্গী, বনানী, গুলশান, বারিধারা, মোহাম্মদপুর, শ্যামলী, কল্যাণপুর, নন্দা, রামপুরা, বনশ্রী, জয়দেবপুর, গাজীপুর এলাকার বাসিন্দারা কুড়িল ফ্লাইওভার ব্যবহার করে তিনশ ফিট দিয়ে মেলায় আসতে পারবেন। মতিঝিল, মোহাম্মদপুর ও মিরপুর থেকেও গণপরিবহনযোগে মেলায় আসতে পারবেন। যাত্রাবাড়ী, মুগদা, মান্ডা, সবুজবাগ, খিলগাঁও, বাসাবো, মাদারটেক, রায়েরবাগ, মাতুয়াইল, সাইনবোর্ড ও নারায়ণগঞ্জ থেকে যারা মেলায় আসবেন, তারা গুলিস্তান থেকে সায়েদাবাদ, যাত্রাবাড়ী, সাইনবোর্ড, চিটাগাং রোড হয়ে গাউছিয়া কিংবা কাঞ্চন ব্রিজ পার হয়ে মেলায় আসতে পারেন। তবে কাঞ্চন ব্রিজসহ আশপাশের এলাকায় প্রায় সময় যানজটের ভোগান্তিতে পড়তে হয় মেলায় আসা দর্শনার্থীদের। কুড়িল বিশ্বরোড থেকে বিআরটিসি বাসে করে মেলায় এসেছেন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আল আমিন শেখ। তিনি বলেন, 'বিআরটিসি বাস সার্ভিস খুবই ভালো। তবে শিক্ষার্থীদের জন্য ভাড়া কমানো উচিত। এ ছাড়া সড়কে যানজট ছিল। বিশেষ করে বাণিজ্য মেলা উপলক্ষে যানজটের তীব্রতা একটু বেশি মনে হয়েছে। তবে মেলা এখনও পুরোপুরি জমেনি। আরও কিছুদিন পর পুরোপুরি জমে উঠবে।' নারায়ণগঞ্জ থেকে গণপরিবহনে করে মেলায় এসেছেন চাকরিজীবী আমান খান। তিনি বলেন, 'বন্ধুদের সঙ্গে বাসে করে মেলায় এসেছি। তবে পূর্বাচলের সড়কে অনেক যানজট। এতে ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে। ফলে অনেক সময় যানজটে দেখলে এক গাড়ি ছেড়ে অন্য গাড়িতে করে আসা ভালো।' এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশনের (বিআরটিসি) ডিজিএম আবু বকর সিদ্দিক বলেন, 'কুড়িল বিশ্বরোড, ফার্মগেট, সংসদ ভবন, গুলিস্তান, নারায়ণগঞ্জ ও নরসিংদী থেকে প্রতিদিন বাণিজ্য মেলার উদ্দেশ্যে বিআরটিসির দুই শতাধিক বাস চলাচল করছে।'
বিআরটিসির পরিচালক এস এম কামরুজ্জামান বলেন, 'যাত্রী বাড়লে বাসের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে। যাত্রী সুবিধার কথা চিন্তা করেও অনেক সময় যাত্রী কম থাকলেও বাস গন্তব্যের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাচ্ছে।' বাণিজ্য মেলার পরিচালক বিবেক সরকার বলেন, 'মেলায় যাতায়াতে কোনও ভোগান্তি নেই। বিআরটিসির দুই শতাধিক বাস চলাচল করছে। এ ছাড়া উবারের সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়েছে। তারা ৫০ শতাংশ ছাড়ে যাত্রীদের নিয়ে আসবেন বাণিজ্য মেলায়।' টিকিটের দাম কত মাসব্যাপী এই মেলা সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চলবে। সাপ্তাহিক ছুটির দিন খোলা থাকবে রাত ১০টা পর্যন্ত। মেলায় প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য টিকিটের মূল্য ৫০ টাকা এবং ১২ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য ২৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তাদের কার্ড দেখিয়ে বিনামূল্যে মেলায় প্রবেশ করতে পারবেন। ৩৬২ প্যাভিলিয়ন ও স্টল মেলায় ৩৬২টি স্টল ও প্যাভিলিয়ন রয়েছে। এর মধ্যে ৩৫১টিই দেশীয় প্রতিষ্ঠানের স্টল-প্যাভিলিয়ন। বাকি ১১টি স্টল ভারত, পাকিস্তান, তুরস্ক, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, হংকং ও মালয়েশিয়ার। দেশীয় বস্ত্র, যন্ত্রপাতি, কার্পেট, প্রসাধনসামগ্রী, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস পণ্য, আসবাব, পাট ও পাটজাত পণ্য, গৃহস্থালি সামগ্রী, চামড়া, আর্টিফিশিয়াল চামড়া, জুতাসহ চামড়াজাত পণ্য, খেলার সামগ্রী, স্যানিটারিওয়্যার, খেলনা, স্টেশনারি, ক্রোকারিজ, প্লাস্টিক, মেলামাইন, পলিমার, হারবাল, টয়লেট্রিজ, ইমিটেশন জুয়েলারি, প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য, ফাস্ট ফুড, হস্তশিল্পজাত পণ্য, গৃহসজ্জার উপকরণ ইত্যাদি মেলায় প্রদর্শন ও বিক্রি হচ্ছে।

কোনোভাবে মূল্যস্ফীতির লাগাম

ধারণ করেছে। বিশ্বব্যাংকের ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, 'নানান কারণে মূল্যস্ফীতি কমছে না। মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিতে আমাদের বাজার সিন্ডিকেট দায়ী। পাশাপাশি অর্থপাচার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। অর্থপাচার না হলে মুদ্রাবিনিময় হার এতো হতো না। অর্থপাচার না হলে ডলারের দাম বাড়তো না। অর্থপাচারের ফলে টাকার মূল্য কমেছে। টাকার মূল্য কমায় জিনিসপত্রের দামও বেড়েছে। বাজার ব্যবস্থাপনা পুলিশিং করা হয়েছে। এতে সুফল পাইনি, কুফল পেয়েছি। পুলিশ দিয়ে বিক্রেতাদের ধমকালে তারা বাজারে আসেনি ভয়ে। ফলে দামও বেড়েছে।' জাহিদ হোসেন বলেন, 'একদিকে টাকা ছাপানো হয়েছে, কিন্তু কাজে আসেনি। বাজার সিন্ডিকেট ও অর্থপাচার না হলে মূল্যস্ফীতি এভাবে বেড়ে যেতো না। কৌশলে খাদ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে চেষ্টা করা হচ্ছে। এর মধ্যে অন্যতম একটা মুদ্রানীতি। যাতে খাদ্যের ক্ষেত্রে স্থিতিশিল সহায়ক হতে পারে। কিন্তু চাল-ডালের দাম কমানো কঠিন। বাজার যেভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হচ্ছে, এটা ব্যর্থ কৌশল। বাজার মনিটরিংয়ের নামে পুলিশিং করা হচ্ছে, এটা দিয়ে হবে না।' ২০২২ সালে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে বিশ্ববাজারে তেলের দাম ও মার্কিন ডলারের বিনিময় হার বেড়ে যায়। বিশ্ব অর্থনীতি যখন কোভিড-১৯ সংকট কাটিয়ে উঠছিল, তখনই শুরু হয় এ যুদ্ধ। ফলে বিশ্বব্যাপী মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এ লড়াই শুরু হয়। বিশ্বব্যাংকসহ বিশ্বের নানান উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা মূল্যস্ফীতি কমাতে উদ্যোগ নেয়। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ জয়ী হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশসহ বিশ্বের কিছু দেশে মূল্যস্ফীতির হার এখনো নাগালের বাইরে। শ্রীলঙ্কা ঘুরে দাঁড়িয়েছে যেভাবে : আড়াই বছর আগে শ্রীলঙ্কায় গণআন্দোলনের মুখে গোতাবায়া রাজাপাকসে সরকারের পতন হয়। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে দেশটিতে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে মূল্যস্ফীতির হার ঠেকেছিল ৬৯ দশমিক ৮ শতাংশে। পাঁচ বছরের মধ্যে এটি ছিল সর্বোচ্চ। ২০২০ সালের নভেম্বরে দেশটিতে মূল্যস্ফীতি ছিল ৪ দশমিক ১ শতাংশ, ২০২১ সালের নভেম্বরে ৯ দশমিক ৯ শতাংশ, ২০২২ সালের নভেম্বরে ৫৮ দশমিক ২ শতাংশ ও ২০২৩ সালের নভেম্বরে ৩ দশমিক ৪ শতাংশ। কিন্তু গত বছরের সেপ্টেম্বরের পর থেকে এখন পর্যন্ত মূল্যস্ফীতি নয়, মূল্যসংকোচনের ধারায় রয়েছে শ্রীলঙ্কা। অর্থাৎ দেশটির বাজারে পণ্যের দাম না বেড়ে উল্টো কমছে। গত বছরের নভেম্বরে দেশটির মূল্যস্ফীতির হার ছিল ঋণাত্মক ২ দশমিক ১০ শতাংশ, ডিসেম্বরে ছিল ঋণাত্মক ১ দশমিক ৭ শতাংশ। অর্থনীতি চাঙা করে মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে শ্রীলঙ্কা। এর মধ্যে মুদ্রানীতি কঠোর করে ব্যাংকের সুদের হার বাড়িয়েছে, সরকার কৃচ্ছ্রসাধন করে বাজেট ঘাটতি কমিয়েছে, বার্ষিক ঘাটতি কমাতে ব্যয় কমিয়ে রাজস্ব আয় বাড়িয়েছে এবং ঋণ পুনর্গঠন করেছে। শিল্প ও কৃষিখাতে উৎপাদন বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে কোনো কোনো খাতে কর বাড়ানো আবার কোনো খাতে ভর্তুকি কমানোর মতো অজনপ্রিয় পদক্ষেপও নিয়েছে দেশটি। একই সঙ্গে জ্বালানি, বিদ্যুৎ ও খাদ্যপণ্যের দাম কম রাখার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মূল্যস্ফীতি ৪-এ নামিয়ে এনেছে পাকিস্তান : পাকিস্তানে গত পাঁচ বছরে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি ছিল ২০২৩ সালের মে মাসে। ৩৭ দশমিক ৯৭ শতাংশে উঠে যায় মূল্যস্ফীতি। ২০২০ সালের নভেম্বরে দেশটিতে মূল্যস্ফীতি ছিল ৮ দশমিক ৩৫ শতাংশ, ২০২১ সালের নভেম্বরে ১১ দশমিক ৫, ২০২২ সালের নভেম্বরে ২৩ দশমিক ৮, ২০২৩ সালের নভেম্বরে ২৯ দশমিক ২৩ ও ২০২৪ সালের নভেম্বরে ৪ দশমিক ৯ শতাংশ। সর্বশেষ ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের মূল্যস্ফীতি আরও কমে ৪ দশমিক ১ শতাংশে নেমে এসেছে। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রেখেছে ভারতসহ অন্যরা : গত পাঁচ বছরে প্রতিবেশী দেশ ভারতে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি উঠেছিল ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে। তখন মূল্যস্ফীতি ছিল ৭ দশমিক ৭৯ শতাংশ। ২০২০ সালের নভেম্বরে দেশটির মূল্যস্ফীতি ছিল ৬ দশমিক ৯৩ শতাংশ, ২০২১ সালের নভেম্বরে ৪ দশমিক ৯১, ২০২২ সালের নভেম্বরে ৫ দশমিক ৮৮, ২০২৩ সালের নভেম্বরে ৫ দশমিক ৫৫ ও ২০২৪ সালের নভেম্বরে ৫ দশমিক ৪৮ শতাংশ। ডিসেম্বরে এই মূল্যস্ফীতি কমে ৫ শতাংশের মধ্যে থাকতে পারে বলে ইকোনমিক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। নেপালে গত পাঁচ বছরে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি ছিল ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে, ৮ দশমিক ৬৪ শতাংশ। ২০২০ সালের নভেম্বরে মূল্যস্ফীতি ছিল ৪ দশমিক ০৫ শতাংশ, ২০২১ সালের নভেম্বরে ৬ দশমিক ০৪, ২০২২ সালের নভেম্বরে ৮ দশমিক ০৮ ও ২০২৩ সালের নভেম্বরে ৫ দশমিক ৩৮ শতাংশ। সর্বশেষ ২০২৪ সালের নভেম্বরে নেপালের মূল্যস্ফীতি সামান্য বেড়ে ৫ দশমিক ৬ শতাংশ হয়েছে। গত পাঁচ বছরে ভুটানে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি ছিল ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে, ৯ দশমিক ৫৪ শতাংশ। ২০২০ সালের নভেম্বরে মূল্যস্ফীতি ছিল ৭ দশমিক ৫২ শতাংশ, ২০২১ সালের নভেম্বরে ৭ দশমিক ২৬, ২০২২ সালের নভেম্বরে ৪ দশমিক ৫৯ ও ২০২৩ সালের নভেম্বরে ৪ দশমিক ৬ শতাংশ। সর্বশেষ ২০২৪ সালের নভেম্বরে ভুটানের মূল্যস্ফীতি কমে ১ দশমিক ৮৭ শতাংশে নেমেছে। একই অবস্থা মালদ্বীপে। গত পাঁচ বছরে সেখানে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি ছিল ২০২২ সালের জুন মাসে, ৫ দশমিক ১৯ শতাংশ। ২০২০ সালের নভেম্বরে মূল্যস্ফীতি ছিল ঋণাত্মক দশমিক ৮৯ শতাংশ, ২০২১ সালের নভেম্বরে দশমিক ১৩, ২০২২ সালের নভেম্বরে ২ দশমিক ৮৪, ২০২৩ সালের নভেম্বরে ২ দশমিক ১৩ ও ২০২৪ সালের নভেম্বরে ছিল ৪ দশমিক ০৫ শতাংশ। বাংলাদেশে কেন কমছে না মূল্যস্ফীতি : দক্ষিণ এশিয়াসহ বিশ্বের নানান দেশে মূল্যস্ফীতি কমলেও বাড়ছে বাংলাদেশে। কেন কমছে না মূল্যস্ফীতি? এই প্রশ্নের জবাবে ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের নির্বাহী পরিচালক মুস্তফা কে মুজেরি বলেন, নানান কারণে মূল্যস্ফীতি কমছে না। ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর বর্তমান সময়টা নানান কারণে জটিল। এছাড়া দীর্ঘ সময় ধরে কিন্তু মূল্যস্ফীতি ১০ থেকে ১১ শতাংশে আছে। মূল্যস্ফীতি রাতারাতি কমানো যায় না। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে মুদ্রানীতি সংকোচন করা হয়েছে, তারপরও কমছে না। মুদ্রা সরবরাহ কমলে চাহিদা সংকুচিত হয়, তখন দাম কমবে। 'শুধু চাহিদা বৃদ্ধির কারণে নয়, সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটছে। বাজার ব্যবস্থায় সিন্ডিকেট আছে। বড় বড় জায়গায় বাজার কারসাজি হয়। তারা বড় মুনাফা অর্জন করে। সরকার বাজার মনিটরিং করছে কিন্তু মূল জায়গায় হাত দিচ্ছে না। খুচরা পর্যায়ে সমস্যা আরও গভীরে। সিন্ডিকেটে যারা জড়িত তাদের ধরতে হবে।' বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক এই প্রধান অর্থনীতিবিদ বলেন, 'একটা দ্রব্যের মূল্য বাড়লে অনেক কিছুর দাম বাড়ে। বাজারে একটা সরবরাহ চেইন থাকে, এটা ঠিক করতে হবে। উৎপাদনকারী থেকে ভোক্তার কাছে যাওয়ার আগে অনেক পার্টিসিপেন্ট থাকে। পণ্যের ক্ষেত্রে পার্টিসিপেন্ট অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকার হলে তারা নিজেদের স্বার্থে মুনাফা অর্জন করবে। এদের সঠিকভাবে ধরতে হবে। সাপ্লাই চেইন বা মূল্য শৃঙ্খলা চেইন থাকে, এটা ঠিকঠাক কাজ করতে হবে। পরীক্ষা করতে হবে কারা অতিরিক্ত ক্ষমতা ব্যবহার করছে, তাদের ধরতে হবে। সরকার খুচরা ব্যবসায়ীদের হুমকি-ধামকি দিচ্ছে। প্রভাব বিস্তারকারীরা ধরাছোঁয়ার বাইরে থেকে যাচ্ছে। এগুলো করলে হবে না। বড় কারসাজিকারীদের ধরতে হবে। সঠিক জায়গায় সঠিক ব্যবস্থা নিতে হবে। সামগ্রিকভাবে পুরো বাজার ব্যবস্থা একটা প্যাকেজের আওতায় নিতে হবে। সরবরাহ ব্যবস্থা চাহিদাগুলোকে একটা সমন্বিত প্রচেষ্টায় নিতে হবে।' মূল্যস্ফীতি কমানোর উপায় : অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, 'মূল্যস্ফীতির আগুন থেকে উত্তরণের একটাই পথ, এক্সচেঞ্জ রেট স্থিতিশীল রাখা। ডলারের চাহিদা বেড়ে যাতে মূল্যস্ফীতি উসকে না দেয়। বাজার ব্যবস্থা স্বচ্ছতা রাখতে হবে। বাজার ব্যবস্থাপনা কৌশলে পরিবর্তন করতে হবে। সরকার নির্ধারিত দাম ধরে রাখার চেষ্টা করছে, এটা হবে না। যেখানে পুলিশিং কায়দা দরকার, সেটা হচ্ছে না। বাজার ব্যবস্থা সাপ্লাই চেইনে চাঁদাবাজি সমস্যা। এখানে পুলিশিং কাজ করলে কাজে দেবে।' 'চাঁদাবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। খুচরা পর্যায়ে হুমকি-ধামকি দিলে হিতে বিপরীত হয়। খুচরা ব্যবসায়ীরা বাজার নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাখে না। বাজারে কারসাজি করে বড় খেলোয়াড়। ভোক্তা অধিকারের লোকজন দিয়ে বকাঝকা করে ফাইন ধরাই দিলো, গলাবাজি বা ডান্ডাবাজি করে বাজার বশে আনা যায় না। বাজারে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা জরুরি। চাল, ডাল, গম ভোজ্যতেল, চিনি সরবরাহ পর্যায়ে কী পরিমাণ লেনদেন হচ্ছে এখানে স্বচ্ছতা আনতে হবে। এগুলো জানার হেলদি ব্যবস্থা থাকতে হবে।' যোগ করেন জাহিদ হোসেন। দিন দিন কঠিন হচ্ছে জীবন-জীবিকা : সরকারের বাজার তদারকির কাজে দুর্বলতা রয়েছে। এছাড়া বাজার সিন্ডিকেট নামক একটা শক্তিশালী গোষ্ঠী বাজার অস্থিতিশীল করছে। বাজার সিন্ডিকেট বলতে কিছু আছে সরকার এটা বিশ্বাস করছে না বলে মনে করে কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)। নিত্যপণ্য ক্রেতাদের নাগালের বাইরে যাওয়া প্রসঙ্গে ক্যাবের সহ-সভাপতি এস এম নাজের হোসাইন বলেন, 'নিত্যপণ্যের দাম না কমার পেছনে খাদ্যসামগ্রী অন্যতম দায়ী। খাদ্যপণ্যের দাম বাড়ছে কিন্তু আয় বাড়ছে না। ফলে জীবন-জীবিকা নির্বাহ খুবই কঠিন হয়ে পড়েছে। আমাদের দেশে নিত্যপণ্যের দাম কমার কোনো ইতিহাস নেই, শুধু বাড়ে। বিশ্ববাজারে বাড়লে এখানে বাড়ছে, বিশ্বে কমলে এখানে কমে না। মানুষের জীবন-জীবিকা দিন দিন কঠিন হচ্ছে। নিত্যপণ্যের দাম কমানোর পদক্ষেপ নিতে হবে। যারা সিন্ডিকেট করছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। ব্যবসায়ীরা বলে উৎপাদন খরচ কমলে স্বস্তি হতে পারে। সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুল্ক কমিয়েছে, তারপরও সুফল পাওয়া যায়নি। সরকারের বাজার তদারকির কাজও দুর্বল। বাজার সিন্ডিকেট ভাঙতে হবে।' গুটিকয়েক কোম্পানির আধিপত্য : বাজারে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে গুটিকয়েক কোম্পানির আধিপত্য থাকায় প্রতিযোগিতার পরিবেশ নেই। এ কারণে পণ্যের দাম যথেচ্ছভাবে বেড়েছে বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। সরকার কিছু পণ্যে আমদানি শুল্ক কমালেও সেটি আসলে শেষমেশ গিয়ে কোনো সুফল বয়ে আনে না। কারণ আমদানি করেন গুটিকয়েক ব্যবসায়ী। অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, নতুন ব্যবসায়ীদের বাজারে ঢোকার প্রতিযোগিতা হচ্ছে না। বাজারে প্রতিযোগিতার জায়গা মসৃণ করতে হবে, যাতে নতুন ব্যবসায়ীরা সহজে ঢুকতে পারেন। এসব প্রতিযোগিতার পথ মসৃণ ও স্বচ্ছতা জরুরি। সরকার আমদানির ওপর শুল্ক কমিয়েছে। বেনিফিট কোথায় ঢুকলো দেখতে হবে। যারা বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে, তাদের ধরতে হবে। আমদানির পথ উন্মুক্ত করা মানে প্রতিযোগিতার বাজার উন্মুক্ত করা। বাজার সবার জন্য উন্মুক্ত করতে হবে। তবে ব্যবসায়ীদের দাবি, ডলারের দাম স্থিতিশীল না হওয়ায় বাড়ছে মূল্যস্ফীতি। এছাড়া শিল্প-কারখানায় পর্যাপ্ত গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহ না থাকায়ও বাড়ছে পণ্যের দাম। পণ্য আমদানিকারক ও উৎপাদনকারী বড় প্রতিষ্ঠান টিকে গ্রুপের পরিচালক (ফাইন্যান্স অ্যান্ড অপারেশন্স) শফিউল আতহার তসলিম বলেন, 'দেশে ডলারের দাম স্থিতিশীল না হলে নিত্যপণ্যের দাম কমবে না। মূল্যস্ফীতি আন্তর্জাতিক বাজারেও বাড়ছে। বাজারের সঙ্গে সঠিকভাবে প্রতিযোগিতা করতে হবে। অহেতুক বাজার ব্যবস্থা সংকোচন করা যাবে না। শিল্পে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহ সঠিকভাবে দিতে হবে। মূল্যস্ফীতি চেপে ধরে রাখা হয়েছে। বিশ্ববাজারের মতো ছেড়ে দিতে হবে। বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়াতে হবে।' 'গ্যাস-বিদ্যুতের খরচ কমাতে হবে। দিনে পাঁচ ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ করা হয়। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পাঁচ ঘণ্টা কাজ করিয়ে ২৪ ঘণ্টার বেতন দেওয়া হচ্ছে। এটা আমরা কীভাবে পুষিয়ে নেবো? এসব কারণেই নিত্যপণ্যের দাম বাড়ছে। অথচ মূল্যস্ফীতি বাড়লে ব্যবসায়ীদের টার্গেট করা হয়, এটা সঠিক নয়।' বলেন শফিউল আতহার তসলিম।

সাবেক ডিবিপ্রধান হারুন ও তার

আইনের ৫(২) ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আসামিদের সকল আয়কর রিটার্নসহ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র জব্দ করে পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া এ. বি. এম. শাহারিয়ারের আয়কর নথি জব্দের আবেদনে বলা হয়, আসামি এ. বি. এম. শাহারিয়ার ১২ কোটি ৯৬ লাখ ৮৭ হাজার ৬০৪ টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনপূর্বক ভোগ দখলে রেখে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। আসামি মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ বাংলাদেশ পুলিশের গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে তার ভাইকে অপরাধে সহায়তা করে দণ্ডবিধির ১০৯ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে আসামির সকল আয়কর রিটার্নসহ সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র জব্দ করে পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন।

'প্রোক্লেমেশন অব জুলাই

চাঁদপুর, কুমিল্লা মহানগর, জামালপুর, পটুয়াখালী, ভোলা, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, দিনাজপুর, গাজীপুর জেলা, নওগাঁ ও হবিগঞ্জে। একইভাবে ১২ জানুয়ারি সিলেট মহানগর, কক্সবাজার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, পিরোজপুর, নড়াইল, পাবনা, মাগুরা ও লালমনিরহাটে জনসংযোগ করা হবে। আর ১৩ জানুয়ারি জনসংযোগ করা হবে রাজশাহী মহানগর, বরগুনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, বান্দরবান, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, রাজবাড়ী ও বগুড়ায়। সবশেষ ১৪ জানুয়ারি নারায়ণগঞ্জ মহানগর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, জয়পুরহাট, পঞ্চগড়, নোয়াখালী, খুলনা জেলা, যশোর, গাজীপুর মহানগর ও ফরিদপুরে জনসংযোগ করবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটি।

বেনজীরের স্ত্রী-মেয়ের আয়কর নথি

প্রয়োজন। দুদকের পক্ষে প্রসিকিউটর মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর শুনানি করেন। পরে আদালত তাদের আয়কর নথি জব্দের আদেশ দেন। দুদকের আদালতের প্রসিকিউশন বিভাগের সহকারী পরিচালক আমিনুল ইসলাম এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।

আবু সাঈদের নামে বিএসএমএমইউ কনভেনশন সেন্টার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর হেয়ার রোড এলাকায় প্রবেশ মুখেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিএসএমএমইউ) বর্ধিত অংশ। এটির নাম ছিল 'বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কনভেনশন সেন্টার'। ২০২১ সালে সিন্ডিকেট সভায় এই নামকরণ করা হয়। এই নাম বাতিল করেছে বর্তমান সিন্ডিকেট। নাম বদলে 'শহীদ আবু সাঈদ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টার' নামকরণের বিষয়টি অনুমোদন দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট। গত মঙ্গলবার বিএসএমএমইউর রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ডা. মো. নজরুল ইসলাম সই করা এক অফিস আদেশে একথা জানানো হয়। আদেশে বলা হয়, ২০২১ সালের ২৪ জুন অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ৮২তম সভার আলোচ্যসিদ্ধান্ত-১০ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল কনভেনশন সেন্টারের নাম বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব কনভেনশন সেন্টারের নামকরণের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হলো। এছাড়া ২০২২ সালের ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের ৮৯তম সভার আলোচ্যসিদ্ধান্ত-১৪ অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টরস হলের নাম শেখ রাসেল ইন্টারন্যাশনাল ডক্টরস হলের নামকরণের সিদ্ধান্তও বাতিল করা হয়েছে।

ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে জনতার হাতে আটক যুবলীগ নেতা কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর হাতিয়ায় গৃহবধূকে ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে মিজানুর রহমান নামে এক যুবলীগ নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এ বিষয়ে হাতিয়া থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। এর আগে, সোমবার রাত ১০টায় হাতিয়া পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড গুল্লাখালী গ্রামে এ ধর্ষণচেষ্টার ঘটনাটি ঘটে। অভিযুক্ত মিজানুর রহমান (৩৭) পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের গুল্লাখালী গ্রামের মৃত ছালেহ উদ্দিনের ছেলে। তিনি ওয়ার্ড যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এবং গুল্লাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দফতরি হিসেবে কর্মরত। ভুক্তভোগী জানান, সোমবার তিনি তার বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসেন। রাতে তার বাবা-মা পাশের অন্য একটি ঘরে ঘুমান। তিনি এক সন্তানসহ এক ঘরে ঘুমান। গভীর রাতে অভিযুক্ত মিজান কৌশলে ঘরে ঢুকে তাকে যৌন নির্যাতনের চেষ্টা করেন। এ সময় তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন এসে মিজানকে ঘরের মধ্যে অবরুদ্ধ করে ফেলে। পরে সংবাদ দেওয়া হলে পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে তাকে আটক করে নিয়ে যায়। গুল্লাখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা জাকিয়া সুলতানা ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, গত মঙ্গলবার সকালে বিদ্যালয়ে এসে বিষয়টি জানতে পেরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাকে মৌখিকভাবে অবগত করেছি। হাতিয়া উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আব্দুল জব্বার বলেন, মিজানের বিরুদ্ধে এর আগেও একটি অভিযোগ এসেছে। তার বেতন-ভাতা গত দুই মাস বন্ধ আছে। আজকের যে ধর্ষণচেষ্টার ঘটনা, সেটার বিষয়ে মামলার নথি পেলে আমরা প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। এ বিষয়ে হাতিয়া থানার ওসি এ কে এম আজমল হুদা বলেন, খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মিজানুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে আসে। তার বিরুদ্ধে ধর্ষণচেষ্টা আইনে মামলা দায়ের হয়েছে। আসামি মিজানকে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে শ্বশুরবাড়িতে মিললো জামাইয়ের ঝুলন্ত লাশ

স্টাফ রিপোর্টার : নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জে পচা-দুর্গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে বসতঘরে মহিন উদ্দিন (৩৫) নামে এক ব্যক্তির লাশের সন্ধান মিলেছে। নিহত মহিন উদ্দিন চট্রগ্রামের খুলশী থানার পূর্ব ফিরোজ শাহ কলোনির আবদুল মমিনের ছেলে। তিনি পেশায় একজন গাড়িচালক ছিলেন। গতকাল বুধবার সকালে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। এর আগে, গত মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে উপজেলার চরকাঁকড়া ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের মুন্সি স্বর্ণকার বাড়ি থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মহিন উদ্দিন প্রেম করে কোম্পানীগঞ্জের চরকাঁকড়া ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সুমি আক্তারকে (২০) বিয়ে করেন। তাদের ঘরে ২ বছর বয়সী একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। পারিবারিক কলহের জের ধরে গত ৪ মাস আগে সুমি তার স্বামীকে ডিভোর্স দেয় বলে জানা যায়। কিন্তু স্বামী স্ত্রীকে ডিভোর্স দিতে অস্বীকৃতি জানান। ধারণা করা হচ্ছে, গত ২-৩ দিন আগে মহিন উদ্দিন শ্বশুরবাড়িতে এসে তাদের বসতঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। গত মঙ্গলবার বিকালে স্থানীয় লোকজন মহিন উদ্দিনের শ্বশুরের বসতঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দুর্গন্ধ পায়। পরে তারা বিষয়টি পুলিশকে জানালে তারা এসে ঝুলন্ত লাশটি উদ্ধার করে। কোম্পানীগঞ্জ থানার ওসি গাজী মোহাম্মদ ফৌজুল আজিম বলেন, ওই ঘরে গত ৩-৪ মাস ধরে শ্বশুরের পরিবারের কেউ থাকে না। স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট নোয়াখালী জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হবে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যাবে।

বাগেরহাটে হরিণের মাংসসহ আটক ৬

স্টাফ রিপোর্টার : বাগেরহাটের মোংলায় ১১ কেজি হরিণের মাংসসহ ছয় পাচারকারীকে আটক করেছে কোস্টগার্ড। গতকাল বুধবার সকালে কোস্টগার্ড পশ্চিমজোন, মোংলার মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট মুসফিক উস সালেহিন এ তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত মঙ্গলবার দুপুর ২টায় মোংলা ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ঢাকাগামী একটি মাইক্রোবাস থেকে ১১ কেজি হরিণের মাংসসহ ছয়জন পাচারকারীকে আটক করা হয়। তিনি আরও বলেন, জব্দ করা মাংস, মাইক্রোবাসসহ আটক ছয়জনকে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জের ঢাংমারী স্টেশন কর্মকর্তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

জামালপুরে ট্রেনের ধাক্কায় দ্বিখণ্ডিত ট্রাক, আহত ৩

স্টাফ রিপোর্টার : জামালপুরের সরিষাবাড়ীতে ট্রেনের ধাক্কায় সার বোঝাই ট্রাক দুই ভাগ হয়েছে গেছে। এতে ট্রেনের চালকসহ অন্তত তিনজন আহত হয়েছেন। গতকাল বুধবার ভোরে সরাষাবাড়ির তালুকদার বাড়ি রেল ক্রসিংয়ে নাছিরাবাদ এক্সপ্রেস ট্রেনের ধাক্কায় এ ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, তারাকান্দি থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী ট্রেনটি ভোর ৫টার দিকে তালুকদার বাড়ি রেল ক্রসিংয়ে ট্রাকটিকে ধাক্কা দেয়। পরে ট্রেনটি ট্রাকটিকে প্রায় দুইশ মিটার দূরে টেনে নিয়ে যায়। এতে ট্রাক দুই টুকরো হয়ে পাশের খাদে পড়ে যায়। আর ট্রেনের সামনে চালকের অংশ ভেঙে যায়। এ ঘটনায় ট্রাক ও ট্রেনের চালকসহ তিনজন আহত হয়েছেন। জামালপুর রেলওয়ে থানার ওসি মো. রবিউল ইসলাম বলেন, ট্রাকটিকে সরিয়ে জামালপুর-তারাকান্দি রেললাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক করতে ময়মনসিংহ থেকে একটি ইঞ্জিন নিয়ে আসা হচ্ছে। এ ঘটনায় আহতদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

চট্টগ্রামে যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের ২ নেতা গ্রেপ্তার

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে অভিযান চালিয়ে পোপাদিয়া ইউনিয়ন পরিষদ (ইউপি) সদস্য ও ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম মুন্না (৩২) এবং সারোয়াতলী ইউনিয়ন যুবলীগের অর্থ সম্পাদক মোহাম্মদ মিজানকে (৩৪) গ্রেপ্তার করেছে থানা পুলিশ। গত মঙ্গলবার দিবাগত রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। গতকাল বুধবার সকালে গ্রেপ্তারকৃতদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। বোয়ালখালী থানার ওসি গোলাম সরোয়ার বলেন, গত ৯ অক্টোবর থানায় দায়েরকৃত একটি মামলার আসামি হিসেবে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গ্রেপ্তারকৃদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

পঙ্গু হাসপাতালে আগুন, ফায়ার সার্ভিস পৌঁছার আগেই নির্বাপণ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠানে (নিটোর) অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। তবে ফায়ার সার্ভিস যাওয়ার আগেই সেই আগুন নির্বাপন করেছে সাধারণ মানুষ। গত মঙ্গলবার রাত ১০টা ১৮ মিনিটে পঙ্গু হাসপাতাল নামে পরিচিত নিটোরে আগুন লাগার খবর পায় ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স। পরে ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়। ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের সদর দপ্তরের কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বরত কর্মকর্তা শাহজাহান হোসেন জানান, হাসপাতালের ১২ তলা ভবনের ৫ তলার আইসিইউ কেবিনের বাইরে বৈদ্যুতিক ক্যাবল থেকে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা হয়। তবে তারা পৌঁছানোর আগেই সাধারণ মানুষ আগুন নির্বাপণ করে। তিনি আরও জানান, এই ঘটনায় কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। আগুন লাগার কারণ তদন্তের পর জানা যাবে। তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে।

সম্পাদকীয়

বাড়ছে রিজার্ভ
হুন্ডি বন্ধ করতে হবে

দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ আরও বেড়ে ২১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) হিসাব পদ্ধতি বিপিএম-৬ অনুযায়ী এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (এডিবি) ঋণের ৫০ কোটি ডলার যোগ হওয়ার পর রিজার্ভ দাঁড়িয়েছে ২১.৩৩ বিলিয়ন ডলার। গত রবিবার যা ছিল ২০.১৭ বিলিয়ন ডলার। এ নিয়ে ১৮ দিনে রিজার্ভে নতুন করে যোগ হলো ২.৮৭ বিলিয়ন ডলার। জানা যায়, ব্যাংক খাতে সুশাসন ফেরানোর চেষ্টা, রিজার্ভ থেকে ঢালাওভাবে ডলার বিক্রি বন্ধসহ বিভিন্ন কারণে হুন্ডি চাহিদা কমে এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স বাড়ছে। বিগত বছরের শেষ পাঁচ মাসে অর্থপাচার কমে যাওয়ায় চলতি বছর বাংলাদেশ প্রায় দুই হাজার ৪০০ কোটি ডলার রেমিট্যান্স পেয়েছে, যা আগের বছরের তুলনায় ২২ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশের অর্থনীতি গত পাঁচ দশকে যখনই উঠে দাঁড়াতে চেয়েছে তখনই নানাভাবে ধাক্কা খেয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বড় সংকট হিসেবে দেখা দিয়েছে ডলারের অভাব। দীর্ঘদিন ধরে চলা ডলার সংকট তীব্র আকার ধারণ করেছে। ডলারের বিপরীতে টাকার মানে ধস এবং রিজার্ভের পতন এখন আলোচনার কেন্দ্রে। স্বাভাবিকভাবেই পতন ঠেকিয়ে রিজার্ভ বাড়িয়ে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতে হবে। একসময় ধারাবাহিকভাবে কমেছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ। আমদানি ব্যয় লাগাম টেনেও ঠেকানো যায়নি পতন। আমদানি কমলেও ব্যাংকে ব্যাংকে সংকট থাকায় সরকারি প্রতিষ্ঠানের জরুরি আমদানি এবং বকেয়া বিল পরিশোধে বাংলাদেশ ব্যাংককে রিজার্ভ থেকে প্রচুর ডলার বিক্রি করতে হয়েছে। প্রতি মাসেই কমেছে রিজার্ভ, যা পুরো অর্থনীতিকে নাজুক পরিস্থিতির দিকে নিয়ে গেছে। এখন আশা জাগাচ্ছে রেমিট্যান্স বা প্রবাস আয়ের প্রবাহ। সরকার পরিবর্তনের পর ক্রমান্বয়ে বেড়েছে প্রবাস আয়ের প্রবাহ। বলার অপেক্ষা রাখে না যে প্রবাস আয় বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। রেমিট্যান্সপ্রবাহ আরো বাড়াতে সরকারকে নানামুখী উদ্যোগ নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন অর্থনীতিবিদরা। বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্সপ্রবাহ বাড়লেও প্রবাস আয়ের একটি বড় অংশ এখনো ব্যাংকের মাধ্যমে না এসে হুন্ডি বা অন্যান্য মাধ্যমে আসছে। হুন্ডি বন্ধ করা গেলে বর্তমানে বছরে আসা রেমিট্যান্স দ্বিগুণ করা সম্ভব। প্রবাস আয় বৃদ্ধির জন্য আমাদের আরও বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

কুয়াশায় চালকদের অতিসতর্কতা অবলম্বন করতে হবে

বাংলাদেশে বিশেষ করে শীতকালে সড়ক দুর্ঘটনার একটি বড় কারণ হচ্ছে ঘন কুয়াশা। কুয়াশার কারণে রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় অনেক ক্ষেত্রে সামনের গাড়ি দেখা বা এর দূরত্ব আঁচ করা যায় না। যার কারণে দুর্ঘটনা ঘটে। কুয়াশায় রাস্তা অতিরিক্ত পিচ্ছিল হয়ে যায়। এ সময় চার পাশের কিছুই ভালো দেখা যায় না। গাড়ির গতি একটু এদিক থেকে ওদিক হলে ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা। সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিদিনই প্রাণ হারাতে হচ্ছে অনেক যাত্রীকে। আহত হয়ে চির পঙ্গুত্ববরণ করে নিদারুণ কষ্টের জীবন অতিবাহিত করছেন হাজার হাজার যাত্রী। অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন যাত্রীর প্রাণ ঝরার কারণে সুখের সংসারগুলো পথে বসে যাচ্ছে। শীতকালীন ঘন-কুয়াশার কারণে সড়ক ও নদীপথে দুর্ঘটনা আরো বেড়ে যায়। ঘন কুয়াশায় সড়কে যান চলাচল এবং নৌপথে নৌচলাচল বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। দেশে এমনিতেই সড়ক দুর্ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। প্রতিদিনই কোথাও না কোথাও দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে। নৌ দুর্ঘটনাও ঘটে কখনো কখনো। স্বাভাবিকভাবেই ঘন কুয়াশায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা বেড়ে গেছে। হেডলাইট জ্বালিয়ে কতটাই বা সামলানো যায়! বিশেষত দূরপাল্লার যানবাহনগুলো পড়ছে বেশি বিপদে। চালককে সার্বক্ষণিকভাবে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছে। হেডলাইটে গাড়ি চালাতে হচ্ছে বলে গাড়ির গতিও কমে যাচ্ছে। ফলে নির্ধারিত সময়ের অনেক বিলম্বে যাত্রীরা পৌঁছাচ্ছেন গন্তব্যে। কুয়াশা প্রকৃতির আচরণ। একে মোকাবিলা করা যায় না। শীত মৌসুমে কুয়াশা দেখা দেবেই। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন করা ছাড়া দুর্ঘটনা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। শীতকালে ঘন কুয়াশায় নিরাপদে গাড়ি চালনার বিষয়ে চালকদের উদ্বুদ্ধ করতে তাদেরকে লিফলেট বিতরণ করা হয়। এসব লিফলেটে বিভিন্ন নিয়ম কানুন মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়। কুয়াশায় দৃষ্টিসীমার মধ্যে থামানো যায় এমন ধীর গতিতে সব সময় নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে রাস্তায় গাড়ি চালাতে হবে। ফগ লাইট এবং পার্কিং লাইট জ্বালিয়ে রাখতে হবে। লেন পরিবর্তন বা ওভারটেকিং করা যাবে না। কারণ পেছনের গাড়ি ঘন কুয়াশায় সামনের গাড়িকে নাও দেখতে পারে। হাই বিম কুয়াশাকে আরো বেশি ঘন করে বিধায় হাই বিমে গাড়ি চালানো যাবে না। সব সময় লো-বিমে গাড়ি চালাতে হবে। শীতের সময়ে কুয়াশা যখন বেশি থাকে তখন রাস্তায় যান চলাচল সাময়িক বন্ধ রাখাটা জরুরি।

এ বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যেমন জেলা প্রশাসন, উপজেলা কর্তৃপক্ষ, জনপ্রতিনিধি, পুলিশ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যাতে সহজেই ব্যবস্থা নিতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

ইবাদত তখনই অর্থবহ, যখন মানুষ নিরাপদ!

মানুষ ইবাদতের বাহ্যিক রূপ দেখেছে। ধর্ম মেনে নামাজ-রোজা করেছে। ইবাদতের অন্তর্নিহিত রূপটা আরও সুন্দর। সেখানে মানুষকে কষ্ট দেয়া যায় না। সত্য কথা বলতে হয় এবং নিয়ম মেনে চলতে হয়। কারো অধিকার হরণ করা যায় না কিংবা কাউকে ঠকানো যায় না তো প্রশ্নই আসে না। অন্যায়ভাবে কেউ ব্যথা পায় এমন আচরণ থেকে বিরত থাকতে না পারলে মসজিদের সিজদাহ আর মন্দিরের পুজো-কালক্ষেপণের কারণ হবে। সুতরাং ধর্মনীতির বারণগুলো কঠোরভাবে মানতে হবে। হাতের অনিষ্ট থেকে, জিহ্বার নষ্টামো থেকে কিংবা চিন্তার কুমন্ত্রণা থেকে যদি অন্য মানুষ নিরাপদ না থাকে তবে দান অর্থ অপচয়ের ব্যাপার হতে পারে। মানুষ কারো থেকে দু'বেলা খাবার আশা করার চেয়ে ভালো আচরণ বেশি প্রত্যাশা করে। যার যেটুকু সম্মান সেটুকু পেলে, যার যেখানে অধিকার সেখানে সে স্বাধীন থাকলে- বুঝতে হবে সমাজে ধর্মানুসারী কর্ম বলবৎ আছে। ওয়াক্ত মত নামাজ শেষে এসে পরের আইল ঠেলা, রোজা মুখে মিথ্যা বলা কিংবা ঘুষের টাকায় দানখয়রাত করা- শাস্তির কারণ হবে। একজন ধর্ম মানে এবং অন্যকে করে- তার শাস্তি দ্বিগুণ। কাউকে অহেতুক হয়রানি করলে, কুপরামর্শ দিলে কিংবা হক ঠকালে- মওলা বাহিরের ইবাদত দেখে তাকে ছাড় দেবেন না। প্রথম পরীক্ষা অন্তরের হবে। সেখানে উৎরে গেলে বাকি হিসাবনিকাশ সহজ হবে। কারো উপকার না করুণ তাতে ক্ষতি নাই কিন্তু কারো ক্ষতি করেছেন- শাস্তি অবশ্যম্ভাবী হয়েছে। পতনের পথ অনিবার্য হবেই হবে। মানুষকে কষ্ট দেওয়া- কথা কিংবা কাজে, মানুষকে আঘাত করা- হাতে কিংবা পায়ে, মানুষকে হয়রানি করা- সুদিনে কিংবা দুর্দিনে- একচুলও ছাড় মিলবে না। প্রত্যেক অন্যায় আচরণের কৈফিয়ত দুনিয়ায় শুরু হবে এবং আখেরাতে চূড়ান্ত ফয়সালা হবে। নসিবে দণ্ড লেখাই আছে। ক্ষমতা থাকলেই তা দেখানো ঠিক নয়। কোন মানুষ যদি কোন মানুষের সামান্যতম হক্কও নষ্ট করে তবে সেটার খেসারত তত মর্মান্তিক হতে পারে, সেসবের আলামত দুনিয়াতে কিছু কিছু দেখা যায়। আখেরাতে আলবত দায় চুকাতে হবে। ফেরত দিতে হবে আমল থেকে। দুর্বল বলে কাউকে পদাঘাত করলে, ষড়যন্ত্র করে কারো হিস্যা দখলে রাখলে কিংবা কাউকে তার ন্যায্য প্রাপ্য না দিলে- কায়িক ইবাদত শূন্যে ঝুলতে থাকে। যতক্ষণ হকদার হক বুঝে না পায় ততক্ষণ আসমানি সুকুন বান্দার সংস্পর্শে আসে না। কাউকে ঠকানো, কাউকে আটকানো কিংবা কাউকে অন্যায়ভাবে ঠেকানো- ঐশ্বরিক সত্তার অপছন্দনীয় আচরণ। কাজেই ধর্মের বাহ্যিক আমল ততক্ষণ কারো ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হবে না যতক্ষণ অন্তরঙ্গ স্পৃহা পরিশুদ্ধ না হবে। ক্ষমতার মসনদে বসে অতীত ভুলে যেতে নাই। মানুষ দুর্বল অবস্থায় যারা শুরু করেছিল আবার সে দুর্বলতার পরিণতিতে পতিত হবে। সময় আবর্তিত হয়। মানুষ যাতে অতীত স্মরণ রাখে এবং ভবিষ্যতে সহনশীলতা দেখায়- বারবার তাগিদ এসেছে। দু'দণ্ডের ক্ষমতা পেয়ে কেউ ধরাকে সরা জ্ঞান করতে পারে তবে প্রত্যেক মুহূর্তের কৈফিয়ত দিতেই হবে। কারো আচরণে কেউ যদি অনৈতিকভাবে পিপড়ের কামড়ের মত ব্যথা পায় তবে সেটাও হিসাব ছাড়া যাবে না। কত মানুষ ভাবনে সে মু'মিন, সিজদায় কপালে দাগ থাকবে এবং ধর্মের বাহ্যিকতাও মানবে কিন্তু মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব-হিংসা পুষেছিল, মানুষ ঠকিয়েছিল গোপনে- পার পাওয়া মুশকিল। যার হক নষ্ট হয়েছে সে যতক্ষণ ক্ষমা না করবে ততক্ষণ খোদাও আসামীর মুখপানে চাইবে না। মানুষকে ব্যথা দেয়া পরিহার করতে হবে। ক্ষমতা দেখানোর চেয়ে ক্ষমতা হজম করার সৌন্দর্য অনেক বেশি। সুযোগ পেলে বকা দেওয়ার চেয়ে, দোষ ধরার চেয়ে ক্ষমা করা মঙ্গলের। কেউ ভুল করলে তাকে গোপনে সাবধান করে শোধরাতে সহায়তা করতে হবে। কথা কিংবা আচরণে কেউ দুঃখ পেলে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে যত বিলম্ব হবে পরিত্রাণে বোঝা তত বৃদ্ধি পাবে। স্বভাবে-আচরণে মানুষ হওয়া খুব জরুরি। সম্পদ কত আছে তা দিয়ে মানুষের সম্মান বাড়ে না। ভয় দেখিয়ে অন্তরে জায়গা পাওয়া যায় না। যে মানুষ যত বিনীত, যে মানুষ যত শুদ্ধ সে তত পবিত্র আত্মার ধারক।

দোষারোপের রাজনীতি আর কত

গাজী তারেক আজিজ

উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে বলে একটা প্রবাদ আছে। আচ্ছা এই উদোর পিন্ডিটা কী? কেন এর প্রচলন শুরু হলো? আর রাজনীতিবিদদের সঙ্গেই এর সম্পর্ক কী? কীভাবে এই প্রবাদ রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে গেঁথে গিয়েছে? উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে কথার শাব্দিক অর্থ- এক বোকার দোষ অন্য বোকার ঘাড়ে চাপানো। আলংকারিক অর্থ- একজনের দোষ অন্যজনের ওপর আরোপ করা। সুকুমার রায়ের লেখা হ-য-ব-র-ল গল্পের দুটি চরিত্রের নাম উদো ও বুধো। ধরে নেয়া যেতে পারে এভাবেই এই কথাটির বহুধা প্রচলন। তাহলে কেন রাজনীতিবিদদের সঙ্গে এই কথাটা এখন কীভাবে যায়? একটা দল কিংবা জোট যদি একাধিকবার ক্ষমতায় আসীন হয় একটানা ক্ষমতায় থাকলে যেমন সুবিধা রয়েছে। তেমনি অসুবিধাও রয়েছে। তবে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতায় থাকলে জনগণের কাছে জবাবদিহি থাকে। অন্যথায় শুধু উন্নয়ন কিংবা স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটে নিরঙ্কুশ বিজয়ী কার্যত জনগণের কাছে জবাবদিহি থাকতে যে ভাষার বোধগম্যতা থাকতে হয় তা অনেকাংশেই থাকে না বললেই চলে। একবার নির্বাচনে জয়ী হয়ে পরবর্তীতে জোর করে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখার বৃথা চেষ্টায় শুধু জনসমর্থনহীন হয়ে নয় একেবারে আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপিত হওয়ার নজিরও কম নেই। তারপরও কেন রাজনৈতিক নেতারা অতীত থেকে শিক্ষা না নিয়ে বর্তমানে বুঁদ হতে চান। কেন ক্ষমতার এত এত লোভ কাজ করে! ক্ষমতায় টিকে থাকতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে বিরোধী দল থাকার কথা সে দলকেও নির্বিকার করে ফেলা হয়ে থাকে। যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে বিরোধী দলকে অকার্যকর করতে বদ্ধপরিকর হয়। তাহলে ক্ষমতা হারিয়ে কেন তবে এত এত হাপিত্যেশ? আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলোই নয় ব্যক্তি বিশেষেও একে অপরের প্রতি বিষোদগার করে ব্যক্তিক চরিত্র হননে সচেষ্ট হন। সরকার যেমন দোষ চাপিয়ে দেয় বিরোধী দলের ওপর। বিরোধী দলের হরতাল অবরোধের ফলে দেশ পিছিয়ে যাচ্ছে। তেমনি বিরোধী দলও সরকারের নির্দিষ্ট সময়ের আগেই টেনেহিঁচড়ে ক্ষমতা থেকে নামাতে যা ইচ্ছা তা-ই করে শক্তিমত্তার জানান দিয়ে যায়। আদতে জনগণ রাজনৈতিক দলের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে প্রবলভাবে রাজনীতি বিমুখ হয়ে ওঠে। আর এমন করেই রাজনীতিবিদে আস্থা হারিয়ে অরাজনৈতিক ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানের প্রতি ঝুঁকে যায়- যা দৃশ্যমান বর্তমানের অন্তর্বর্তী সরকার। হয়তো কিছুদিন বাদে আসবে তত্ত্বাবধায়ক সরকার। ঘুরে ফিরে এটা যে রাজনীতিবিদদেরই ব্যর্থতা তা তারা নিজেরা কোনোভাবেই মানতে চান না। এই যেমন গত ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর থেকে একটি শব্দ অনেক বেশি বেশি শোনা যাচ্ছে। আর তা হলো আওয়ামী লীগের সব নেতাকর্মীকে একটা অভিধায় ডাকা হচ্ছে। তা হলো ফ্যাসিস্ট। অন্যদের ফ্যাসিস্টের দোসর। ঠিক যেটা স্বাধীনতা পরবর্তী জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মী সমর্থককে রাজাকার বলা হয়ে থাকে। কাউকে রাজাকারের দোসর। যদিও তৎকালীন রাজাকার শব্দটি পাকিস্তান সরকার দিয়েছিল। কিছু অনুসারীকে তাদের কাজে লাগিয়ে তথ্য সংগ্রহ ও সহযোগিতার নিমিত্ত। এখন সেই রাজাকার শব্দটাই এত বেশি উচ্চারিত হয়ে আসছিল যা অনেকাংশেই গালিতুল্য মনে হতে থাকে। এখন কিংবা আরও কিছু বছর পর নিশ্চয়ই এই ফাসিস্ট শব্দটাও তেমনই মনে হতে পারে। ৯০ সাল পরবর্তী হুসাইন মুহাম্মদ এরশাদ স্বৈরাচার কিংবা তার অনুসারীদের স্বৈরাচারের দোসর ডাকা হতো। এই যে একটা দল আরেকটা দল বা গোষ্ঠিকে ট্যাগ দিয়ে সমাজে বা রাজনীতিতে কোণঠাসা করার ফল যে খুব ভালো কিছু বয়ে আনে না তা দিবালোকের মতো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আবার

যেমন সাবেক বিএনপি জোট সরকার পাকিস্তানসহ মিডলইস্টের সঙ্গে বেশ ভালো সম্পর্কের কারণে জনশক্তি রপ্তানি করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সচল ও চাঙ্গা করেছিল। আবার একই জায়গায় আওয়ামী লীগ ও তাদের মিত্র রাজনৈতিক মিত্রশক্তি ভারত এবং চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে একটা সমান্তরাল সম্পর্ক গড়লেও ট্যাগ দেয়া হয়। তাহলে কী বুঝতে পারি আমরা? কারো সঙ্গেই কি সম্পর্কের উন্নয়ন করা যাবে না? তাহলে এই যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বৈরী সম্পর্কের ফলে দীর্ঘমেয়াদে আমরাই যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি সেটা কে বোঝাবে? তারপর রয়েছে রাষ্ট্রে অভ্যন্তরে ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি। এত এত বিভাজনে আমরা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছি। কি সামাজিক। কি অর্থনৈতিক। কি রাষ্ট্রীয়ভাবে। বহিঃবিশ্বে আমাদের ভাবমূর্তি কোথায় গিয়ে ঠেঁকছে? আর এই দ্বিধাবিভক্ত জাতিই আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব খোঁজেন! যা নিজের সঙ্গে নিজের প্রতারণা বৈ আর কিছু কি? তাহলে এই গণতন্ত্র নিয়ে আমরা কী করিব? এই গণতন্ত্রের পাঠ আমরা কী করে পেলাম? এই গণতন্ত্র কি অনুসরণীয় হতে থাকবে আমাদের রাজনীতিতে? এরূপ অনেক অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে হয়তো মিলিয়ে দিতে পারা যাবে! কিন্তু তাতেও কি সমাধান মিলবে? আমরা কেন এত অসহিষ্ণু ও উগ্র আচরণ ধারণ করতে চলেছি? অচিরেই আমাদের এই ধরনের আচরণ থেকে বের হয়ে আসতে হবে। এর বিকল্পও নেই। গণতন্ত্রের নামে আমরা যে অন্তর্বর্তী সরকারের মডেল দিচ্ছি কিংবা তত্ত্বাবধায়ক সরকার নামে মডেল দাঁড় করিয়েছি। তা কি আদৌ সুখকর হবে? তাহলে আমরা নির্বাচন আসলেই কেন কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে কিংবা আস্থায় রাখতে পারি না? আমাদের সমস্যা কোথায়? একটা স্বাধীন নির্বাচন কমিশন দাঁড় না করিয়ে পুরো সিস্টেমকেই হুমকিতে ফেলে দেয়া যত সহজ ততোটা কি উত্তরণের পথ দেখিয়েছে? আমরা অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সুইডেন বা এ ধরনের উন্নত দেশের থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের আত্মউন্নয়নে কাজে লাগাতে পারি না? একদা যে অস্ট্রেলিয়ায় অপরাধীদের দ্বীপান্তর করা হয়েছিল। সেই অপরাধীরা যদি একটা সভ্য রাষ্ট্রের উদাহরণ হতে পারে আমরা কেন পারি না। আমাদের হয়তো দুর্বলতা থাকতে পারে। তাই বলে আমাদের দেশের মানুষের শতভাগ নিশ্চয়ই অসৎ নয়! তাহলে আমরা সভ্য হবো নাকি বাগাড়ম্বর করে শুধু নগদ বা হাল লাভেই সন্তুষ্ট থেকে বৃহত পরিসরে দেশের ক্ষতি করেই ছাড়ব! এই পণ আমাদের? যদি না-ই হবে তাহলে একটা স্বাধীন দেশে এত এত বিভাজনের রাজনীতি। এত এত দোষারোপের রাজনীতি শুধু বন্ধই নয়

সরকার কোন কারণ ছাড়াই বিরোধী পক্ষকে দমন-পীড়ন করে। বিভিন্ন অজুহাতে মামলা, জেল-জুলুম যেন ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। সেই অবস্থা থেকেও যে উত্তরণ ঘটেনি তা-ও দেখাই যাচ্ছে। তাহলে কী দাঁড়াল? আবার কোনো একটা দেশের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে যদি পারস্পরিক আদান প্রদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে লাভবান হওয়া যায় তাতে দোষের কী? সেক্ষেত্রেও চলে লাগাতার দোষারোপের রাজনীতি। যেমন সাবেক বিএনপি জোট সরকার পাকিস্তানসহ মিডলইস্টের সঙ্গে বেশ ভালো সম্পর্কের কারণে জনশক্তি রপ্তানি করে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সচল ও চাঙ্গা করেছিল। আবার একই জায়গায় আওয়ামী লীগ ও তাদের মিত্র রাজনৈতিক মিত্রশক্তি ভারত এবং চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে একটা সমান্তরাল সম্পর্ক গড়লেও ট্যাগ দেয়া হয়। তাহলে কী বুঝতে পারি আমরা? কারো সঙ্গেই কি সম্পর্কের উন্নয়ন করা যাবে না? তাহলে এই যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে বৈরী সম্পর্কের ফলে দীর্ঘমেয়াদে আমরাই যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি সেটা কে বোঝাবে? তারপর রয়েছে রাষ্ট্রে অভ্যন্তরে ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি। এত এত বিভাজনে আমরা ক্রমেই দুর্বল হয়ে পড়ছি। কি সামাজিক। কি অর্থনৈতিক। কি রাষ্ট্রীয়ভাবে। বহিঃবিশ্বে আমাদের ভাবমূর্তি কোথায় গিয়ে ঠেঁকছে? আর এই দ্বিধাবিভক্ত জাতিই আন্তর্জাতিক নেতৃত্ব খোঁজেন! যা নিজের সঙ্গে নিজের প্রতারণা বৈ আর কিছু কি? তাহলে এই গণতন্ত্র নিয়ে আমরা কী করিব? এই গণতন্ত্রের পাঠ আমরা কী করে পেলাম? এই গণতন্ত্র কি অনুসরণীয় হতে থাকবে আমাদের রাজনীতিতে? এরূপ অনেক অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে হয়তো মিলিয়ে দিতে পারা যাবে! কিন্তু তাতেও কি সমাধান মিলবে? আমরা কেন এত অসহিষ্ণু ও উগ্র আচরণ ধারণ করতে চলেছি? অচিরেই আমাদের এই ধরনের আচরণ থেকে বের হয়ে আসতে হবে। এর বিকল্পও নেই। গণতন্ত্রের নামে আমরা যে অন্তর্বর্তী সরকারের মডেল দিচ্ছি কিংবা তত্ত্বাবধায়ক সরকার নামে মডেল দাঁড় করিয়েছি। তা কি আদৌ সুখকর হবে? তাহলে আমরা নির্বাচন আসলেই কেন কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে কিংবা আস্থায় রাখতে পারি না? আমাদের সমস্যা কোথায়? একটা স্বাধীন নির্বাচন কমিশন দাঁড় না করিয়ে পুরো সিস্টেমকেই হুমকিতে ফেলে দেয়া যত সহজ ততোটা কি উত্তরণের পথ দেখিয়েছে? আমরা অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, সুইডেন বা এ ধরনের উন্নত দেশের থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের আত্মউন্নয়নে কাজে লাগাতে পারি না? একদা যে অস্ট্রেলিয়ায় অপরাধীদের দ্বীপান্তর করা হয়েছিল। সেই অপরাধীরা যদি একটা সভ্য রাষ্ট্রের উদাহরণ হতে পারে আমরা কেন পারি না। আমাদের হয়তো দুর্বলতা থাকতে পারে। তাই বলে আমাদের দেশের মানুষের শতভাগ নিশ্চয়ই অসৎ নয়! তাহলে আমরা সভ্য হবো নাকি বাগাড়ম্বর করে শুধু নগদ বা হাল লাভেই সন্তুষ্ট থেকে বৃহত পরিসরে দেশের ক্ষতি করেই ছাড়ব! এই পণ আমাদের? যদি না-ই হবে তাহলে একটা স্বাধীন দেশে এত এত বিভাজনের রাজনীতি। এত এত দোষারোপের রাজনীতি শুধু বন্ধই নয়। সমূলে উৎপাটন কেন করা হচ্ছে না? আর কতকাল আমরা বৈরী মানসিকতা ধারণ করে চলতে থাকব? নিশ্চয়ই এর শেষ আছে!

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট

চ্যাটজিপিটি সৃজনশীলতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে

আজহার মাহমুদ

মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রায় প্রযুক্তি নিবিড়ভাবে জড়িত। প্রতিদিন নতুন নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার আমাদের জীবনকে সহজ ও দ্রুততর করছে। তবে প্রযুক্তির এই অভূতপূর্ব অগ্রগতি মাঝে মাঝে আমাদের মেধা ও সৃজনশীলতার ওপর নেতিবাচক প্রভাবও ফেলছে। এর অন্যতম উদাহরণ হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) প্রযুক্তি, বিশেষ করে চ্যাটজিপিটি। বর্তমানে বিভিন্ন কঠিন কাজ সহজে করার জন্য এআই টুল আবিষ্কার হয়েছে। প্রতিনিয়ত এআই টুল তৈরী হচ্ছে। এটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেওয়া থেকে শুরু করে প্রবন্ধ লেখা, কোডিং, এবং সৃজনশীল কাজেও পারদর্শী। ফলে, মানুষ অনেক ক্ষেত্রেই নিজে চিন্তা-ভাবনা না করেই এআই-এর ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছে। এভাবেই মেধার অবমূল্যায়ন হচ্ছে আমাদের সমাজে। মেধা ও সৃজনশীলতা ধ্বংসের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠছে এই চ্যাটজিপিটি।

আমাদের মস্তিষ্কের মাধ্যমে সৃজনশীলতার চর্চা হয়। সৃজনশীল কাজ, সৃজনশীল লেখা সৃষ্টি হয়। যেকোনো কাজে তখন সৃজনশীলতার ছাপ থাকতো। বলা যায় সৃজনশীলতার চর্চা হতো। কিন্তু বর্তমান সময়ে এসে সেই চর্চা আর হয় না। সেটি এআই টুল ধীরে ধীরে নষ্ট করে দিচ্ছে। মানব সমাজের মস্তিষ্ক হয়ে পড়ছে নিষ্ক্রিয়। একজন লেখক, শিল্পী বা গবেষক যখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ওপর নির্ভর করে তাদের কাজ সম্পন্ন করে, তখন তাদের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনাশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্থ হয় এই সমাজ, দেশ। এ ধরনের প্রবণতা সমাজের নৈতিক মানদণ্ডকে অবনতি করছে এবং একটি আদর্শ সমাজ গঠনের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। শুধু তা-ই নয়, এইসব লেখা দিয়ে দেশ-সমাজের কতটা উপকার হবে সেটা নিয়েও সন্দেহ থাকে। এই এআই এমনভাবে ব্যবহার হচ্ছে এখন, যা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকেও নিষ্ক্রিয় করে তুলবে। এখনকার শিক্ষার্থীরা প্রায়ই তাদের হোমওয়ার্ক, প্রবন্ধ বা গবেষণাপত্র সম্পন্ন করতে চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করছে। ফলে তাদের গবেষণা করার ক্ষমতা, সৃজনশীলতা এবং বিশ্লেষণ করার দক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা সহজেই এআই নির্ভর করে কাজ শেষ করতে পারায়, তাদের মেধা ও দক্ষতার বিকাশ থমকে যাচ্ছে। সহজ সমাধানের কারণে মানুষ নতুন কিছু তৈরি করার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। মানুষের ভেতর সেই স্পৃহা একসময় মরে যাবে। এতে অন্যের উপর নির্ভরশীলতা বাড়বে। যে জাতির উদ্ভাবনী ক্ষমতা লোপ পাবে, সে জাতি তত দ্রুত হারিয়ে যাবে বলে আমি মনে করি।

চ্যাটজিপিটির মাধ্যমে কোনো কাজ করে সেই কাজটি নিজের নামে চালানোর প্রবণতাও এক ধরনের চুরি কিংবা অপরাধ। অথচ এভাবে অনেকেই অন্যের কাজ বা ধারণা নিজের বলে প্রচারণা চালায়। যে কাজটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিজের হাতে, নিজের বুদ্ধিতে, নিজের ভাষায় করা হয় সেটিই মূলত সৃজনশীলতা। সেটিই নিজের কাজ হিসেবে সমাজের সামনে উপস্থাপন করা উচিত। যে লেখায় বাক্য গঠন থেকে শুরু করে লেখার আগাগোড়া নিজের সৃষ্টি, সেটিই সৃজনশীল বলে দাবি করা উচিত। চ্যাটজিপিটি আমাদের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে সেটা আপেক্ষিক বিষয়। সময় সেই উত্তর দিয়ে যাবে। চ্যাটজিপিটি থাকা না থাকা নিয়েও বেশ তর্ক-বিতর্ক হতে পারে। তবে এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এই টুলের এক্সেস সীমাবদ্ধতা করা প্রয়োজন। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মক্ষেত্রে এর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে নীতিমালা তৈরি করা দরকার। পাশাপাশি, ব্যক্তি পর্যায়ে আমাদের সচেতন হওয়া জরুরি, যাতে আমরা নিজের মেধা ও দক্ষতাকে বিকাশের সুযোগ পাই। পরিশেষে বলতে চাই, ভবিষ্যতে এআই-এর ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা আমাদের জন্য চরম বিপজ্জনক হতে পারে। বিশেষ করে লেখক, শিল্পীর জন্য এটি একটি ভয়ংকর ফাঁদ।

লেখক : সাংবাদিক ও কলামিস্ট

ঘুষ ও দুর্নীতি: সামাজিক অবক্ষয়ের বিষ

রাজু আহমেদ

নির্ধারিত বেতন বা পারিশ্রমিকের বাইরে কর্মক্ষেত্র থেকে যা আয় করেন, যেখানে অন্যের হক জড়িত থাকে তা হারাম। আপনার কাছে ভিন্ন মাছআলা থাকতে পারে কিন্তু যে সেবা বা খেদমত প্রদান করছেন তার বিনিময়ে যদি কাউকে জিম্মি করে অর্থ লেনদেন করেন তবে তা বিষ। কোন কাজের জন্য সরকার, সংস্থা বা ব্যক্তি আপনাকে পারিশ্রমিক দেওয়ার পরেও সেই কাজ করার বিনিময়ে আপনি অন্য কোন উৎস থেকে, কোন বাহান করে অর্থ হাতালে সেটাকে বৈধতা দেওয়ার সুযোগ নাই। ঘুষ বলেন কিংবা স্পিড মানি- রাষ্ট্র এর বৈধতা দিতে পারে কিন্তু সুশৃঙ্খল ধর্ম এটাকে জায়েজ বলেনি । হারাম চিরস্থায়ীভাবে, সর্বকালে হারাম। বৈধ অর্থের সাথেও যদি অবৈধ অর্থ মিশ্রিত হয় তবে সম্পূর্ণটাই হারামে পরিণত হয়। হারাম টাকায় কেনা খাদ্য শরীর জন্য বিষ। হারাম অর্থে সংগৃহীত শান্তি জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। কথায় বলে, হারামে আরাম নাই। রাষ্ট্রের সাথে চাকুরিজীবীদের, মালিকের সাথে শ্রমিকের চুক্তি থাকে। কাজের সময় ও বিনিময় থাকে নির্ধারিত। কেউ যদি চুক্তিবদ্ধ সময়ে কাজে-দায়িত্বে ফাঁকি দেয় তবে সেটাও অবৈধ-অন্যায়। আবার কাজের জন্য নির্ধারিত বেতন গ্রহণের পরেও বাড়তি কোন সুযোগ-সুবিধা সেবাগ্রহীতার কাছ থেকে আদায় করা কিংবা সেবা সহজীকরণের বদলে জটিল করে রাখাও নীতিবিরোধী। যা কিছু হারাম সেসবের বর্ণনা স্পষ্ট। কারো হক নষ্ট করছেন- হারাম। কারো আমানত খেয়ানত করছেন- হারাম। অর্পিত দায়িত্ব পালন করছেন না কিংবা রাষ্ট্র কর্তৃক মনোনীত হয়ে গোপনীয়তা ভঙ্গ করছেন- হারাম। কারো ওপর জুলুম করছেন- হারাম। কেবল সরাসরি ঘুষ খাওয়াই হারাম নয় বরং যেকোনো দুর্নীতি- সেটা স্বজনপ্রীতি হোক, আর্থিক লেনদেন হোক কিংবা দায়িত্বপালনে অবহেলা হোক- অবশ্যই অন্যায়। দুনিয়াতে ভুলের শাস্তি হয় কিন্তু পাপের শাস্তি পরকালে। সৎ কর্ম কিংবা অসৎ কর্ম- কোনোকিছুই বিনিময়হীন, ফয়সালাবিহীন যাবে না। আপনি সেবা প্রদানের মালিক কিন্তু মানুষ আপনার কাছে গেলে দেখা পায় না, অপমান করেন কিংবা অন্যায্য কঠোরতা দেখান- কৈফিয়ত দিতে হবে। আপনি সরাসরি অবৈধ অর্থের লেনদেন করেন না কিন্তু আপনার সরলতা কিংবা উদাসীনতায় আপনার অধীনরা অফিসে অন্যায় সংঘটনের সাহস ও সুযোগ পায়- এর দায়ও আপনার। আপনার ওপর অর্পিত কোন বৈধ দায়িত্ব অবহেলা করা অপরাধ। ঘুষের পরিমাণ যাই হোক- প্রত্যেক পাপের জন্য খেসারত দিতে হবে। কোনো অফিস কিংবা দপ্তরে ঘুষের লেনদেন হলে সেটার রেশ মাঠ পর্যায় পর্যন্ত ছড়িয়ে যায়। জনতার মধ্যেও অন্যায়ের বীজ বৃক্ষে পরিণত করে। সেজন্য ঘুষ দাতা এবং ঘুষ গ্রহীতা- উভয়কে ইসলামে দায়ী করা হয়েছে। তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত করা হয়েছে। মানুষের মস্তিষ্কে যখন অন্যায় ঠাঁই পায় তখন সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে,

জনতার মধ্যেও অন্যায়ের বীজ বৃক্ষে পরিণত করে। সেজন্য ঘুষ দাতা এবং ঘুষ গ্রহীতা- উভয়কে ইসলামে দায়ী করা হয়েছে। তাদের জন্য জাহান্নাম অবধারিত করা হয়েছে। মানুষের মস্তিষ্কে যখন অন্যায় ঠাঁই পায় তখন সামাজিক শৃঙ্খলা ভেঙে পড়ে, চারদিকে অন্যায় ছড়িয়ে পড়ে এবং জনপদের ওপর ঐশ্বরিক বালা-মুসিবত ধেয়ে আসে। মানুষের পাপের কারণেও সমাজ-রাষ্ট্রকে ধ্বংসের দুর্বিপাকে পতিত হতে হয়। যেকোনো কাজের জন্য নীতিবহির্ভূতভাবে অর্থ লেনদেন করা কিংবা সুপারিশ থাকা মানেই সেখানে অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে। এতে কারো না কারো হক নষ্ট হচ্ছে এবং কেউ না কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ঘুষ-দুর্নীতিতে সরাসরি কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। কর্মজীবনে অবৈধ পথে অর্থ কামাই করে কেউ সম্পদের কুমির হলে সেটা গোটা সার্ভিসভূক্তদের মধ্যে ক্ষতিকারক আছড় ফেলে। সামাজিক বৈষম্য ত্বরান্বিত করে। সকল সমাজে ব্যাধি সংক্রামক। যারা ঘুষ-দুর্নীতিতে জড়িত তারা কোনোদিন তাদের সন্তানদের মানুষ করতে পারবে না। কেননা অমানুষদের সন্তান খুব অল্প সংখ্যকই মানুষ হয়। আপনি যদি শিক্ষিত হওয়া, সম্পদশালী হওয়া কিংবা ক্ষমতাবান হওয়ার সাথে মানুষ হওয়ার তফাত করতে না পারেন তবে আপনার সাথে বিতর্ক নাই। ঘুষখোর-দুর্নীতিবাজদের সংসারে শান্তি আসবে না। কেননা কারো দীর্ঘশ্বাসের পয়সায় যাদের খাদ্য সংগ্রহ হয় সে খাবার বিষ হিসেবেই শরীরে প্রবেশ করে এবং রক্তে প্রবাহিত হয়। ফেরেশতারা তাদের ধ্বংস কামনা করে খোদার কাছে নালিশ জানাতে থাকে। খোদাও তাদের জীবন থেকে সুখ এবং বারাকাহময় নেয়ামত তুলে নেন।
সমাজ থেকে যেকোনো উপায়ে ঘুষ-দুর্নীতি দূর করতেই হবে। দুর্নীতিবাজ যদি নিকটস্থ স্বজনও হয় তবে তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। ঘুষখোর-অন্যায়কারী যদি কোন অফিসের বস হয়, সহকর্মী হয় কিংবা সমাজের কেউ হয় তবে তাকে বয়কট করতেই হবে। অন্তত আচরণে বোঝাতে হবে- দুর্নীতিবাজ-ঘুষখোরকে এই সমাজের মানুষ ঘৃণা করে এবং এড়িয়ে চলে। যারা অন্যায় করে তারা নিজের, পরিবারের, সমাজ ও রাষ্ট্রের সীমাহীন ক্ষতি করে। ক্ষতের এই দাগ তারা দেখে না। তারা সম্পদ হাসিলের নেশায় ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে অন্ধ হয়। আইনের দ্বারা এই দুরাচারী ভন্ডদেরকে রুখে দিতে হবে। অন্তত এদের বিরুদ্ধে ঘৃণার অস্ত্র কখনোই যাতে নিষ্ক্রিয় না হয়। ঘুষখোর-দুর্নীতিবাজ আমাদের জাতীয় শত্রু

চারদিকে অন্যায় ছড়িয়ে পড়ে এবং জনপদের ওপর ঐশ্বরিক বালা-মুসিবত ধেয়ে আসে। মানুষের পাপের কারণেও সমাজ-রাষ্ট্রকে ধ্বংসের দুর্বিপাকে পতিত হতে হয়। যেকোনো কাজের জন্য নীতিবহির্ভূতভাবে অর্থ লেনদেন করা কিংবা সুপারিশ থাকা মানেই সেখানে অন্যায় সংঘটিত হচ্ছে। এতে কারো না কারো হক নষ্ট হচ্ছে এবং কেউ না কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ঘুষ-দুর্নীতিতে সরাসরি কোনো ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত না হলেও রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হবেই। কর্মজীবনে অবৈধ পথে অর্থ কামাই করে কেউ সম্পদের কুমির হলে সেটা গোটা সার্ভিসভূক্তদের মধ্যে ক্ষতিকারক আছড় ফেলে। সামাজিক বৈষম্য ত্বরান্বিত করে। সকল সমাজে ব্যাধি সংক্রামক। যারা ঘুষ-দুর্নীতিতে জড়িত তারা কোনোদিন তাদের সন্তানদের মানুষ করতে পারবে না। কেননা অমানুষদের সন্তান খুব অল্প সংখ্যকই মানুষ হয়। আপনি যদি শিক্ষিত হওয়া, সম্পদশালী হওয়া কিংবা ক্ষমতাবান হওয়ার সাথে মানুষ হওয়ার তফাত করতে না পারেন তবে আপনার সাথে বিতর্ক নাই। ঘুষখোর-দুর্নীতিবাজদের সংসারে শান্তি আসবে না। কেননা কারো দীর্ঘশ্বাসের পয়সায় যাদের খাদ্য সংগ্রহ হয় সে খাবার বিষ হিসেবেই শরীরে প্রবেশ করে এবং রক্তে প্রবাহিত হয়। ফেরেশতারা তাদের ধ্বংস কামনা করে খোদার কাছে নালিশ জানাতে থাকে। খোদাও তাদের জীবন থেকে সুখ এবং বারাকাহময় নেয়ামত তুলে নেন।

সমাজ থেকে যেকোনো উপায়ে ঘুষ-দুর্নীতি দূর করতেই হবে। দুর্নীতিবাজ যদি নিকটস্থ স্বজনও হয় তবে তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। ঘুষখোর-অন্যায়কারী যদি কোন অফিসের বস হয়, সহকর্মী হয় কিংবা সমাজের কেউ হয় তবে তাকে বয়কট করতেই হবে। অন্তত আচরণে বোঝাতে হবে- দুর্নীতিবাজ-ঘুষখোরকে এই সমাজের মানুষ ঘৃণা করে এবং এড়িয়ে চলে। যারা অন্যায় করে তারা নিজের, পরিবারের, সমাজ ও রাষ্ট্রের সীমাহীন ক্ষতি করে। ক্ষতের এই দাগ তারা দেখে না। তারা সম্পদ হাসিলের নেশায় ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে অন্ধ হয়। আইনের দ্বারা এই দুরাচারী ভন্ডদেরকে রুখে দিতে হবে। অন্তত এদের বিরুদ্ধে ঘৃণার অস্ত্র কখনোই যাতে নিষ্ক্রিয় না হয়। ঘুষখোর-দুর্নীতিবাজ আমাদের জাতীয় শত্রু। এদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আইন কঠোর করতে হবে, সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ঘুষ দেবো না, ঘুষ নেবো না- এই হোক নতুন বছরের শপথ ও প্রত্যয়।

লেখক : রাজু আহমেদ; প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট

ইসরায়েলের কাছে ৮ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রি করবে যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ইসরায়েলের কাছে ৮ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বিক্রির একটি প্রস্তাব কংগ্রেসে পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন। গত শুক্রবার এক মার্কিন কর্মকর্তা এই বিষয়টি জানিয়েছেন। গাজায় চলমান যুদ্ধে ইসরায়েলকে সমর্থন জানাতে ওয়াশিংটন এ পদক্ষেপ নিচ্ছে। এই যুদ্ধে ইতোমধ্যে কয়েক হাজার মানুষের প্রাণহানি হয়েছে। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে। এই প্রস্তাবটি বাস্তবায়নের জন্য প্রতিনিধি পরিষদ ও সিনেট কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই অস্ত্র প্যাকেজে যুদ্ধবিমানের গোলাবারুদ, আক্রমণকারী হেলিকপ্টারের ক্ষেপণাস্ত্র ও কামানের গোলা শেল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এছাড়া ছোট আকারের বোমা ও ওয়ারহেডও রয়েছে। এ বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কোনও মন্তব্য করেনি। গত কয়েক মাস ধরে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার দাবিতে বিক্ষোভ হলেও যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে বড় কোনও পরিবর্তন আসেনি। এর আগে, চলতি বছরের আগস্টে যুক্তরাষ্ট্র ২০ বিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমানসহ সামরিক সরঞ্জাম বিক্রির অনুমোদন দিয়েছিল। বাইডেন প্রশাসন বলছে, তারা ইরান-সমর্থিত গাজায় হামাস, লেবাননে হিজবুল্লাহ ও ইয়েমেনে হুথি বিদ্রোহীদের মতো গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইসরায়েলকে সাহায্য করছে। আন্তর্জাতিক সমালোচনার মুখেও গাজায় ইসরায়েলের অভিযানকে সমর্থন দিয়ে এসেছে ওয়াশিংটন। এ অভিযানে গাজার ২৩ লাখ বাসিন্দার প্রায় সবাই বাস্তুচ্যুত হয়েছে। সেখানে খাদ্য সংকট ও গণহত্যার অভিযোগ উঠেছে, যা ইসরায়েল অস্বীকার করে আসছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মতে, এই যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা ৪৫ হাজার ছাড়িয়ে গেছে। অনেকে ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকে পড়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ১৫ মাস ধরে চলা গাজা যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটেনি। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের একটি হামলায় ১ হাজার ২০০ মানুষ নিহত এবং প্রায় ২৫০ জনকে জিম্মি করার ঘটনায় এ সংঘাতের সূত্রপাত হয়। ইসরায়েলের প্রধান মিত্র ও অস্ত্র সরবরাহকারী যুক্তরাষ্ট্র এর আগেও গাজায় যুদ্ধবিরতি চেয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে ভেটো দিয়েছে। এদিকে, ডেমোক্র্যাট বাইডেন আগামী ২০ জানুয়ারি ক্ষমতা ছাড়বেন। রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট-নির্বাচিত ডোনাল্ড ট্রাম্প তার স্থলাভিষিক্ত হবেন। উভয়েই ইসরায়েলের দৃঢ় সমর্থক।

তামিলনাড়ুতে কারখানায় বিস্ফোরণ, নিহত ৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের তামিলনাড়ুতে গতকাল শনিবার সকালে এক আতশবাজি কারখানায় বিস্ফোরণ হয়েছে। এতে অন্তত ছয়জন নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে আরও অনেকে। খবর এনডিটিভির। খবরে বলা হয়েছে, তামিলনাড়ুর ভিরুধুনগর এই বিস্ফোরণ হয়েছে। দেশটির পুলিশের বরাত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। হতাহত কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে সংবাদ সংস্থা আইএএনএসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। দেশটির কর্মকর্তারা বলছেন, আগুন নির্বাপক বিভাগ কারখানার আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছে এবং বর্তমানে উদ্ধার অভিযান চলছে। তবে ঠিক কী কারণে আতশবাজির কারখানায় বিস্ফোরণ হয়েছে- সেই সম্পর্কে এখন পর্যন্ত জানা যায়নি। পুলিশ ধারণা করছে, আতশবাজি তৈরির সময় বিস্ফোরকের সঙ্গে সংঘর্ষ বা বিদ্যুৎ লিকেজের কারণে এই বিস্ফোরণ হয়েছে। প্রদেশটির মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্টালিন হতাহতের ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি ভুক্তভোগী পরিবারকে চার লাখ রুপি আর্থিক সহযোগিতার ঘোষণা দিয়েছেন। গত বছরের সেপ্টেম্বরে স্টালিন ভিরুধুনগর সফরে যান। সেইসময় তিনি আতশবাজি কারখানার মালিকদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা নিতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ইসরায়েলি ট্যাংক-হেলিকপ্টারে হামাসের হামলা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠন হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে গাজায় এক বছরের বেশি সময় ধরে যুদ্ধ চলছে। এতে গাজায় এখন পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ৪৫ হাজার ছাড়িয়েছে। আহত হয়েছে লক্ষাধিক। সেইসঙ্গে লাখ লাখ ফিলিস্তিনি বাস্তুচ্যুত হয়েছে। গতকাল শনিবার আল জাজিরার লাইভ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর ট্যাংক ও হেলিকপ্টারে হামলা চালিয়েছে হামাসের যোদ্ধারা। হামাসের মিলিটারি উইং কাসেম ব্রিগেডস দাবি করেছে, গাজায় তারা চারটি ইসরায়েলি মারকাভা ট্যাংক ধ্বংস করেছে। এ ছাড়া জাবালিয়া অঞ্চলে আরেকটি ট্যাংককে হামলা চালিয়েছে। হামাসের যোদ্ধারা আরও দাবি করেছে যে তারা ইসরায়লের একটি হেলিকপ্টারকে লক্ষ্য করে রকেট হামলা চালিয়েছে। এদিকে মেডিকেল সূত্রের বরাত দিয়ে আল জাজিরা বলছে, ভোর থেকে গাজায় ব্যাপক হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।

ঘন কুয়াশায় ঢাকা ভারতের উত্তরাঞ্চল, ট্রেন-প্লেন চলাচলে বিঘ্ন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : টানা দ্বিতীয় দিনের মতো ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে ভারতের উত্তরাঞ্চল। এতে তাপমাত্রা কমে গেছে এবং বেশ কয়েকটি রাজ্যে ট্রেন ও প্লেন চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। গতকাল শনিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি। ঘন কুয়াশার কারণে প্লেন চলাচল ব্যাহত হওয়ায় দিল্লি বিমানবন্দর যাত্রীদের জন্য সতর্কতা জারি করেছে। এ ছাড়া ফ্লাইটের আপডেটের জন্য যাত্রীদের সংশ্লিষ্ট এয়ারলাইন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। আজ সকালে দিল্লি বিমানবন্দরে শতাধিক ফ্লাইট বিলম্বিত হয়েছে। ঘন কুয়াশায় শ্রীনগর, চণ্ডীগড়, আগ্রা, লখনউ, অমৃতসর, হিন্ডন ও গোয়ালিয়র বিমানবন্দরে দৃশ্যমানতা শূন্য বলে জানা গেছে। দিল্লিগামী অর্ধ শতাধিক ট্রেন দেরিতে ছেড়েছে। বিভিন্ন ট্রেন চার থেকে ১৪ ঘণ্টা পর্যন্ত বিলম্বিত হয়েছে। এর মধ্যে বারাণসীর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ১৪ ঘণ্টা বিলম্বিত হয়। গত শুক্রবার ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দৃশ্যমানতা শূন্যে নেমে আসায় দুই শতাধিক ফ্লাইট বিলম্বিত হয়েছিল। এদিকে, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও হরিয়ানার বিচ্ছিন্ন স্থানে ঘন থেকে তীব্র ঘন কুয়াশার পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতের আবহাওয়া অধিদপ্তর। আইএমডি অনুসারে, আইজিআই বিমানবন্দরে বর্তমানে সাধারণ দৃশ্যমানতা শূন্য। ইন্ডিগো এয়ারলাইন্স জানিয়েছে, কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাচ্ছে, যার ফলে ফ্লাইটের সময়সূচি প্রভাবিত হচ্ছে। এয়ার ইন্ডিয়া বলছে, ঘন কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কম থাকায় দিল্লি এবং উত্তর ভারতের কিছু অংশে প্লেন চলাচলে প্রভাব পড়ছে। এদিকে, দিল্লিতে আগামী ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত কুয়াশা থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়া আগামী ৬ জানুয়ারি হালকা বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। গতকাল শনিবার সকাল পর্যন্ত দিল্লির তাপমাত্রা ছিল ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

প্রায় ৬ হাজার বন্দিকে মুক্তি দিচ্ছে মিয়ানমার

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ৫ হাজার ৮৬৪ বন্দিকে মুক্তি দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে মিয়ানমারের জান্তা সরকার। বন্দিদের মধ্যে ১৮০ জন বিদেশি নাগরিক রয়েছেন। গতকাল শনিবার মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানায় বার্তা সংস্থা রয়টার্স। প্রতিবেদনে বলা হয়, ৪ জানুয়ারি মিয়ানমারের স্বাধীনতা দিবস। ১৯৪৮ সালের এই দিনে ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশটি। দিনটি উপলক্ষ্যে দেশটিতে জাতীয় ছুটি এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, পতাকা উত্তোলন, সামরিক কুচকাওয়াজ ও জনসমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। ২০২১ সালের শুরুর দিকে নির্বাচিত একটি সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করে মিয়ানমারের সেনাবহিনী। এর পর থেকেই দেশটিতে অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছে।

দ্রুতগতির ট্রেনের সফল পরীক্ষা চীনের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বুলেট ট্রেন নিয়ে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে চীন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সিআর৪৫০ নামের একটি বুলেট ট্রেন। যার সর্বোচ্চ গতি হবে ঘণ্টায় ৪৫০ কিলোমিটার। তবে বাণিজ্যিকভাবে ট্রেনটি চলবে ঘণ্টায় ৪০০ কিলোমিটার বেগে, যা একইসঙ্গে নিরাপদ ও জ্বালানি সাশ্রয়ী। দেশটির সংবাদমাধ্যম সিএমজি এ খবর জানিয়েছে। প্রোটোটাইপ সিআর৪৫০ বুলেট ট্রেনটি সম্প্রতি বেইজিংয়ে প্রদর্শিত হয়েছে। চায়না স্টেট রেলওয়ে গ্রুপ কো. লিমিটেড জানিয়েছে, ২০১৮ সাল থেকে চীনে ৪০০ কিলোমিটার গতিসম্পন্ন উচ্চগতির রেলগাড়ির প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা চলছে। অর্থাৎ সাত বছরের গবেষণার পর চালু হয়েছে সিআর৪৫০ প্রোটোটাইপ। ২০২১ সালে, সিআর৪৫০ প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন প্রকল্প আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়। ২০২২ সালের মধ্যে, সিআর৪৫০-এর প্রযুক্তিগত নির্ধারণ চূড়ান্ত করা হয় এবং পরীক্ষা ও সিমুলেশন সম্পন্ন হয়। ২০২২ ও ২০২৩ সালে, পরীক্ষামূলক ট্রেনটির যন্ত্রাংশগুলোর মাইল-মেংচি এবং ফুচৌ-সিয়ামেন-চাংচৌ উচ্চগতির রেলপথে পরীক্ষা করা হয়। ২০২৪ সালে, সিআর৪৫০ প্রোটোটাইপ উৎপাদন শুরু হয়। এবং ওই বছরই দৃঢ় মান নিয়ন্ত্রণের সাথে প্রথম ট্রেনটি উন্মোচিত করা হয়। চায়না একাডেমি অফ রেলওয়ে সায়েন্সেস-এর প্রধান গবেষক চাও হংওয়েই বলেছেন, 'সিআর৪৫০ ট্রেনটি নতুন প্রজন্মের ট্রেন, যা উচ্চগতির রেল প্রযুক্তিতে চীনের নেতৃত্বকে শক্তিশালী করেছে। এর গতি বেশি, নিরাপদ, জ্বালানি সাশ্রয়ী। ফলে যাত্রীরা আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন।' সিআর৪৫০-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো অপারেটিং গতি, জ্বালানি সাশ্রয়, দূষণ হ্রাস এবং ব্রেকিং দূরত্ব। এর সবকটিই গড়েছে নতুন আন্তর্জাতিক মানদণ্ড। ট্রেনটি ২২ শতাংশ বেশি শক্তি সাশ্রয়ী। তুলনামূলকভাবে এর ওজন ১০ শতাংশ কম। এবং এর ভেতরকার কেবিনে শব্দ কমেছে ২ ডেসিবেল পর্যন্ত। ট্রেনটির ভেতরকার যাত্রী সেবার স্থান বেড়েছে ৪ শতাংশ। এর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় যুক্ত হয়েছে উন্নত প্রযুক্তি, আছে চালকদের মধ্যে যোগাযোগের নতুন প্রযুক্তি, নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ এবং যাত্রী সেবাসহ নানা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ।

চায়না স্টেট রেলওয়ে গ্রুপ কো., লিমিটেড-এর বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি বিভাগের পরিচালক চাং তাইয়োং বলেন, 'পরবর্তী ধাপে, আমরা সিআর৪৫০-এর কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন ও বাণিজ্যিক অপারেশনের প্রস্তুতি দ্রুত করতে বিভিন্ন গতি স্তরে ধারাবাহিক পরীক্ষা চালাবো।' চীন ২০০৮ সালে তার প্রথম উচ্চগতির রেললাইন উদ্বোধন করে। এরপর থেকে বিশ্বের দীর্ঘতম ও উন্নত উচ্চগতির রেল নেটওয়ার্ক তৈরি করেছে দেশটি। গত বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চীনের উচ্চগতির রেল নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য ৪৬ হাজার কিলোমিটার অতিক্রম করেছে, যা বিশ্বের উচ্চগতির রেলওয়ের মোট দৈর্ঘ্যের ৭০ শতাংশেরও বেশি।

তিব্বতে চীনের বাঁধ নির্মাণের প্রস্তাব, উদ্বিগ্ন ভারত

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : চীনের তিব্বতে ইয়ারলুং জাংবো নদে (ভারত-বাংলাদেশে যার পরিচিতি ব্রহ্মপুত্র) বেইজিংয়ের বাঁধ নির্মাণের খবরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত। গতকাল শুক্রবার ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল এসংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, এ বিষয়ে ভারতের মতামত ও উদ্বেগের কথা চীনকে জানানো হয়েছে। এই বাঁধ নির্মাণে চীনের খরচ হবে আনুমানিক ১৩ হাজার ৭০০ কোটি ডলার। দেশটির 'থ্রি গর্জেস' বাঁধের চেয়ে বড় প্রস্তাবিত এই বাঁধ।

এটি নির্মিত হলে তা হবে পৃথিবীর বৃহত্তম বাঁধ। প্রস্তাবিত বাঁধ নিশ্চিতভাবেই দুই ভাটির দেশ ভারত ও বাংলাদেশের নদীপ্রবাহে প্রভাব ফেলবে। দুই দেশই এ বিষয়ে চিন্তিত। রণধীর জয়সোয়াল বলেন, অভিন্ন নদীর ক্ষেত্রে ভাটির দেশেরও কিছু অধিকার আছে। রাজনৈতিক ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে সেই অধিকারের কথা বারবার জানানো হয়েছে। সেই অধিকার ও স্বার্থের বিষয়ে ভারতের পর্যবেক্ষণ জারি আছে। সরকার সেইমতো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপও গ্রহণ করবে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণের আগে ভাটির দেশের সঙ্গে আলোচনা করা জরুরি। পরিস্থিতির ওপর ভারত নজর রাখছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে। বস্তুত, চীন এ ধরনের কোনো ওজরআপত্তিতে কান দেয় না। ২০২০ সালের সংঘর্ষের পর পূর্ব লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ভারতীয় দাবিও তারা আজ পর্যন্ত পুরোপুরি মেনে নেয়নি। কাজেই বাঁধ তৈরির সিদ্ধান্ত পুনর্বিচার করবে, এমন সম্ভাবনাও নেই বললেই চলে। ব্রহ্মপুত্রে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বা এ ধরনের বড় বাঁধ নির্মাণের বিষয়টি অনেক দিন ধরেই আলোচনায় আছে। গণমাধ্যমে এ নিয়ে অনেক লেখালেখিও হচ্ছে। কিন্তু তার মোকাবিলায় দুই ভাটির দেশ ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ প্রচেষ্টার কোনো ইঙ্গিত অতীতে ছিল না, এখনো নেই। বাঁধ নির্মাণ ছাড়াও লাদাখের কিছু এলাকা নিয়ে হোটন প্রদেশে চীন দুটি নতুন প্রশাসনিক অঞ্চল বা কাউন্টি গড়ে তুলেছে। সম্প্রতি সেই ঘোষণা দিয়েছে তারা।

বিনোদন

পরিচালকের কুপ্রস্তাব প্রকাশ্যে আনলেন উপাসনা

বিনোদন ডেস্ক : প্রথম সারির এক দক্ষিণী পরিচালকের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন বলিউড অভিনেত্রী উপাসনা সিং। নেপথ্যে সেই 'কাস্টিং কাউচ'-এর দুর্ভোগ। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে পরিচালকের নাম উল্লেখ না করে ঘটনার কথা জানালেন অভিনেত্রী। ছবিতে অনিল কাপুরের বিপরীতে তাকে নিয়েছিলেন সেই পরিচালক। অভিনেত্রী যখনই পরিচালকের অফিসে যেতেন, মা অথবা বোনকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। একদিন সেই পরিচালক তাকে জিজ্ঞেস করে বসেনড় কেন তিনি সবসময় তাদের সঙ্গে করে নিয়ে যান? একদিন রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ সেই পরিচালক উপাসনাকে ফোন করে জানান, ছবিসংক্রান্ত আলোচনার জন্য তার হোটেলে যেতে হবে। জবাবে অভিনেত্রী বলেন, আমি পরের দিন ছবির গল্প শুনে নেব। অভিনেত্রীর কাছে হোটেলে যাওয়ার জন্য গাড়ি ছিল না সেই সময়। তারপর পরিচালক তাকে প্রশ্ন করেনড় আলোচনা মানে আমি কী বলছি বুঝতে পারছ না তুমি? এ কথা শুনে মেজাজ গরম হয়ে যায় উপাসনার। পর দিন সকালে পরিচালকের বান্দ্রার অফিসে সটান হাজির তিনি। সেই সময় তিন-চারজনের সঙ্গে বৈঠক করছিলেন পরিচালক। তার সচিব অভিনেত্রীকে বাইরে অপেক্ষা করতে বললেন, কিন্তু অভিনেত্রী সেসবের তোয়াক্কা না করে সটান প্রবেশ করেন বৈঠক ঘরে।ওসবার সামনে পাঁচ মিনিট ধরে পাঞ্জাবি ভাষায় গালাগাল করেছিলাম পরিচালককে, বললেন অভিনেত্রী। তিনি আরও বলেন, আমার মনে পড়ে সেসব বলার পর যখন অফিস থেকে বেরোচ্ছি, তখন ভাবলাম আমি তো অনেককে বলে দিয়েছি অনিলের সঙ্গে ছবি করছি। ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে ফেরার সময় কান্না চেপে রাখতে পারছিলাম না। এর পর টানা সাত দিন নিজেকে গৃহবন্দি রেখেছিলেন অভিনেত্রী। সারাক্ষণ চোখের পানি ফেলতেন আর ভাবতেন লোকজনকে কী বলবেন।

দর্শকের অনুরোধে এল 'প্রবাসীর স্ত্রী'র সিক্যুয়েল

বিনোদন ডেস্ক : গেল বছরে মুক্তি পাওয়া নাটক 'প্রবাসীর স্ত্রী' এর সাফল্যের পর দর্শকের অনুরোধে নির্মিত হয়েছে এর সিক্যুয়েল। 'প্রবাসীর স্ত্রী ২' শিরোনামের এ নাটকে জুটি বেঁধে অভিনয় করেছেন অহনা রহমান ও রুশো শেখ। আসাদুজ্জামান সোহাগের গল্পে এটি পরিচালনা করেছেন জিয়াউদ্দিন আলম। শুক্রবার বিকেলে নাটকটি ইউটিউবে উন্মুক্ত হয়েছে। এরমধ্যেই নাটকটি দেখেছে ১০ লাখেরও বেশি দর্শক। সেইসঙ্গে রয়েছে ইতিবাচক মন্তব্য। নাটকের গল্পে দেখা যাবে, প্রবাসীর স্ত্রী নিরুর জীবনের নিদারুণ কষ্টের গল্প। যেখানে প্রবাসী স্বামী সন্তানকে অস্বীকার করে। রাগের মাথায় মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাকে তালাকও দেয়। শ্বশুরবাড়ির মানুষের নির্যাতনে মাত্রা বেড়েই চলে নিরুর ওপর। একের পর এক ঘটনা ঘটতে থাকে। এগিয়ে চলে নাটকের কাহিনি। অহনা বলেন, 'দর্শক নাটকটির দ্বিতীয় কিস্তি চাইছিলেন। পরিচালকও কাজটির জন্য বলছিলেন। আমার মনে হয়, দর্শককে আর অপেক্ষায় রাখা ঠিক হবে না। অপেক্ষার পালা শেষ। সুন্দর একটি গল্প। আশা করছি, দর্শক ভালো একটি গল্প পাবে। রুশো শেখ বলেন, 'প্রবাসীর স্ত্রী থেকে টু-এর গল্প বেশি শক্তিশালী। দর্শক ভালোভাবে নিচ্ছে। এই দুই কাজের মাধ্যমে আমার ক্যারিয়ার নতুন করে দাড়িয়েছে। সেটার জন্য পরিচালকের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। আমার অভিনয়ে হিট কাজগুলোর একটি প্রবাসীর স্ত্রী। দ্বিতীয় কিস্তি প্রথম কিস্তিকে ছাড়িয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।' এর পরিচালক জিয়াউদ্দিন আলম বলেন, 'অহনা আমার পছন্দের একজন অভিনেত্রী। নারীপ্রধান চরিত্র করেও হিট নাটক উপহার দিয়েছেন তিনি। দর্শক প্রবাসীর স্ত্রীর নাটকে তার অভিনয় দক্ষতা দেখেছেন। অনেকেই কেঁদেছেন নাটকটি দেখে। সব শিল্পী দর্শককে কাঁদাতে পারে না। আমরা পুরো টিম অনেক গুছিয়ে কাজ করেছি। দর্শক নিরাশ হবেন না, এটুকু পরিচালক হিসেবে আমি কথা দিলাম। নাটকটিতে আরও অভিনয় করেছেন জেরিন খান রত্না, আদিবা সুলতানা, পৃথা, সৈয়দ শিপুল, টুম্পা মাহবুব প্রমুখ।

বিয়ে করছেন কণ্ঠশিল্পী তাহসান

বিনোদন ডেস্ক : আলো, আলো আমি কখনো খুঁজে পাবো না/ চাঁদের আলো, তুমি কখনো আমার হবে না। কণ্ঠশিল্পী তাহসানের গাওয়া জনপ্রিয় গান এটি। মিথিলার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর এই গানটির কথা যেনো বাস্তব জীবনেই প্রতিফলিত ছিল। গায়কের জীবনও চাঁদের আলোহীন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আলোহীন জীবন নিয়ে বেশিদিন থাকতে হলো না। তাহসান খুঁজে পেয়েছেন তাঁর আলো। দীর্ঘদিনওসিংগেল্ব থাকার পর অবশেষে গাটছাড়া বাঁধলেন তিনি। গায়ক তাহসান খান এবার বিয়ে করেছেন। পাত্রীর নাম রোজা আহমেদ। গত রোববার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ওয়াল ছেয়ে গিয়েছে তাদের বিয়ের ছবি শেয়ার করে উইশে উইশে। অনুরাগীদের রোজা আহমেদকে তাহসানের চাঁদের আলো বানিয়েই ছবির ক্যাপশন দিচ্ছেন। অনেকেই লিখছেনওঅবশেষে চাঁদের আলো খুঁজে পেলেন তাহসান্ব বাংলাদেশের বরিশালের মেয়ে রোজা। নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি থেকে কসমেটোলজির ওপর পড়াশোনা তার। পড়াশোনা শেষ করে কসমেটোলজি লাইসেন্স গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে নিউ ইয়র্কের কুইন্সে রোজাস ব্রাইডাল মেকওভার প্রতিষ্ঠাতা করেন। প্রায় ১০ বছরের বেশি সময় ধরে তিনি বাংলাদেশে এবং যুক্তরাষ্ট্রে ব্রাইডাল মেকআপ আর্টিস্ট হিসেবে কাজ করছেন রোজা। এছাড়াও আন্তর্জাতিক মানের মেকআপ এর কাজ করায় তার সুখ্যাতিও রয়েছে। তার ফেসবুক পেজওরোজাস ব্রাইডাল মেকওভাব্র পেজে অনুসারী সংখ্যা নয় লক্ষের ওপরে। পেজ বেশ অ্যাকটিভ থাকলও নিজের ব্যাক্তিগত অ্যাকাউন্ট সাদামাটাই রয়েছে।সেখানে অনুসারীর সংখ্যাও কম। পছন্দের শিল্পী হিসেবে তাহসানকেই রেখেছিলেন এতোদিন।

আইসিইউতে মুশফিক আর ফারহান

বিনোদন ডেস্ক : গুরুতর অসুস্থ হয়ে রাজধানীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন অভিনেতা মুশফিক আর ফারহান। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে শুক্রবার রাতে তাকে আইসিইউতে (নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র) নেওয়া হয় বলে জানা গেছে। মুশফিক আর ফারহানের একটি ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা গেছে, জ্বর ও শরীর ব্যাথার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে শুক্রবার হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। এরপর তাঁকে দ্রুত আইসিইউতে নেওয়া হয়। সূত্রটি জানিয়েছে, বিকালে মুশফিক আর ফারহানের শারীরিক অবস্থার বিস্তারিত আপডেট জানাবেন চিকিৎসকরা। শনিবার এই অভিনেতার একটি নাটকের শুটিং ছিল। সেই শুটিং বাতিল করা হয়েছে।

এখনো ডিভোর্স হয়নি শ্রীলেখার!

বিনোদন ডেস্ক : বিয়ে ভেঙেছে এক দশক আগে, তবে শ্বশুরবাড়ির মানুষগুলোর সঙ্গে আজও সম্পর্ক অটুট টলিউড অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্রর। স্বামী প্রাক্তন হতে পারে, অন্য সম্পর্কগুলো নয়। এক দশক আগে স্বামী শিলাদিত্য সান্যালের সঙ্গে আইনি বিচ্ছেদ হয়েছে তার। বিবাহবিচ্ছেদ হলেও শিলাদিত্যর সঙ্গে তার বন্ধুত্ব আগের মতোই রয়ে গিয়েছে, সে কথা বারবার উল্লেখ করেন শ্রীলেখা। প্রাক্তন স্বামীর সঙ্গে জুড়ে থাকা পুরোনো সম্পর্কগুলোও আগের মতোই অটুট। এদিকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রাক্তন স্বামীর পিসির সঙ্গে ছবি পোস্ট করলেন শ্রীলেখা।

পঁচিশে ফুটতে পারে তাদের বিয়ের ফুল

বিনোদন ডেস্ক : ভালো-মন্দ মিলিয়ে দুই হাজার চব্বিশ পার করেছেন বলিউড তারকারা। গত বছর এ অঙ্গনের অনেক তারকাই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। বলিউডের বেশ কটি তারকা জুটি নতুন বছরে বিয়ে করার পরিকল্পনা করেছেন। পঁচিশে ফুটতে পারে বিয়ের ফুলড় এমন কজন তারকাকে নিয়ে এই প্রতিবেদন।

জাহ্নবী-শিখর : প্রয়াত বলিউড অভিনেত্রী শ্রীদেবী ও প্রযোজক-অভিনেতা বনি কাপুর দম্পতির বড় কন্যা জাহ্নবী কাপুর। ভারতের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুশীল কুমার শিন্ডের নাতি শিখর পাহাড়িয়ার সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছেন তিনি। গত বছর এক নেটিজেনের প্রশ্নের জবাবে জাহ্নবী বলেছিলেন, "তিরুপাতি মন্দিরে সোনালি রঙের শাড়ি পরে বিয়ে করতে চাই।" এরপরই খবর চাউর হয়ড় মন্দিরে গিয়ে শিখর পাহাড়িয়াকে বিয়ে করবেন জাহ্নবী। যদিও এ খবর 'মিথ্যা' বলে উড়িয়ে দেন এই অভিনেত্রী। সম্প্রতি গুঞ্জন উড়ছে, নতুন বছরের শেষের দিকে সাতপাকে বাঁধা পড়বেন জাহ্নবী-শিখর। যদিও এ নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক বক্তব্য দেননি এই জুটি। **তামান্না-বিজয় :** ২০২৩ সালে 'বাহুবলি'খ্যাত নায়িকা তামান্না ভাটিয়া আর খলনায়ক বিজয় ভার্মার চুম্বনের ভিডিও ফাঁস হওয়ার পর হইচই পড়ে যায়। পরবর্তীতে প্রেমের সম্পর্কে থাকার কথা স্বীকার করেন এই প্রেমিক যুগল। প্রেমকে পরিণয়ে রূপ দিতে জোর কদমে হাঁটছেন তারা। চলতি বছরে বিয়ের পিঁড়িতে বসার পরিকল্পনা করেছেন আলোচিত এই জুটি। ১২৩তেলেগু ডটকমের বরাত দিয়ে টাইমস অব ইন্ডিয়া এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২৫ সালে সাতপাকে বাঁধা পড়ার পরিকল্পনা করেছেন তামান্না ভাটিয়া ও বিজয় ভার্মা। এরই মধ্যে বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট খুঁজছেন তারা। কারণ বিয়ের পর নতুন বাড়িতে উঠার পরিকল্পনা করেছেন এই যুগল। **হৃতিক রোশান-সাবা :** বলিউড অভিনেতা হৃতিক রোশান। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে অভিনেত্রী সাবা আজাদের সঙ্গে তার প্রেমের গুঞ্জন চাউর হয়। এরপর থেকে সম্পর্ক নিয়ে তাদের আর কোনো লুকোচুরি করতে দেখা যায়নি। গত বছর গুঞ্জন চাউর হয়, ভেঙে গেছে এ জুটির প্রেম। তবে সব গুঞ্জন উড়িয়ে দেন এই যুগল। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে দুবাইয়ে উড়ে গেছেন তারা। সংযুক্ত আরব আমিরাতে দারুণ সময় উপভোগ করছেন হৃতিক-সাবা। সম্প্রতি জানা যায়, চলতি বছরে বিয়ে করবেন তারা। **কৃতি স্যানন-কবীর ভাই :** ভারতীয় সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী কৃতি স্যানন। ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে একাধিকবার খবরের শিরোনাম হয়েছেন। অনেক দিন ধরে গুঞ্জন উড়ছে, বয়সে ছোট যুক্তরাজ্যভিত্তিক ব্যবসায়ী 'কবির ভাইয়ের' সঙ্গে প্রেম করছেন কৃতি। তারা একসঙ্গে বিদেশেও ছুটি কাটিয়েছেন। শুধু তাই নয়, সুযোগ পেলেই তারা পরস্পরের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও সময় কাটান। জানা গেছে, চলতি বছরের শেষের দিকে প্রেমকে পরিণয়ে রূপ দেবেন এই জুটি। যদিও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনো পাওয়া যায়নি। **শ্রদ্ধা কাপুর-রাহুল :** বলিউড অভিনেত্রী শ্রদ্ধা কাপুর অভিনীত 'তু ঝুটি ম্যায় মক্কার' সিনেমা। ২০২৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে মুক্তি পায় এটি। এতে তার বিপরীতে অভিনয় করেন রণবীর কাপুর। এ সিনেমার চিত্রনাট্যকার ছিলেন রাহুল মোদি। সিনেমাটির কাজ করতে গিয়ে রাহুলের সঙ্গে শ্রদ্ধার প্রেমের সূত্রপাত। গত বছরের শুরুতে জানা যায়, চিত্রনাট্যকার রাহুল মোদির সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়েছেন শ্রদ্ধা। তারপর এ নিয়ে একাধিকবার খবরের শিরোনাম হয়েছেন এই অভিনেত্রী। গত বছর তাদের প্রেম ভাঙার গুঞ্জনও উঠেছিল। কিন্তু সেসব মিথ্যা প্রমাণ করে একসঙ্গে ঘুরতে দেখা গেছে শ্রদ্ধা-রাহুলকে। জানা যায়, চলতি বছরে সাতপাকে বাঁধা পড়বেন এই জুটি।

সম্পর্কে প্রতারণা নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করণের

বিনোদন ডেস্ক : সমাজ ও ব্যক্তিগত জীবন প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে কখনো পিছপা হন না বলিউড পরিচালক করণ জোহর। তবে অনেক সময়েই তাতে থাকে হেঁয়ালির ছোঁয়া। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে এবার সম্পর্ক নিয়ে তেমনই একটি পোস্ট করে নেটিজেনদের একাংশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এ বলি পরিচালক। করণ জোহর ইনস্টাগ্রামের স্টোরিতে ইংরেজিতে কয়েক লাইন লিখেছেন। যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায়ড় যখন আপনার প্রশিক্ষক আপনাকে একটা 'চিট ডে' দেন, তখন সেটি সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্তায় কিনা, সেটি তার জানার প্রয়োজন নেই। কিছু ঘটলে দোষ তার। করণের এমন বক্তব্য

ঘিরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে শুরু হয়েছে চর্চা। অনেকেই তার পোস্ট করা লেখাটি 'শেয়ার' করেছেন। কেউ কেউ আবার করণ সম্পর্কে রয়েছেন বলেও উল্লেখ করেন। যদিও পরিচালক এ প্রসঙ্গে কোনো প্রতিক্রিয়া দেননি। সম্প্রতি করণ জোহর তার প্রযোজনায় 'তু মেরি ম্যায় তেরা, ম্যায় তেরা তু মেরি' ছবির নাম ঘোষণা করেছেন। এ ছবিতে মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান। উল্লেখ্য, এর আগে কার্তিক আরিয়ানকে নিয়ে 'দোস্তানা ২' ছবিটির ঘোষণা করেন পরিচালক করণ জোহর। কিন্তু পরে উভয়ের মতবিরোধের কারণে সেই ছবির কাজ আর শুরু হয়নি। নতুন করে করণ-কার্তিকের গাঁটছড়া প্রকাশ্যে আসার পর দুই তারকার অনুরাগীরাই তাদের সাধুবাদ জানিয়েছেন।

নিজের তৈরি রঙিন কুলা-ডালা-সাজি ভারে সাজিয়ে বিক্রি করতে বেরিয়েছেন বাবু শেখ। সারা দিন বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে এগুলো বিক্রি করে ৭০০ থেকে ৮০০ টাকা আয় করেন তিনি। গোয়ালচামট, ফরিদপুর।

আদায় স্বপ্ন বুনছেন আলফাডাঙ্গার ৩ যুবক

ফরিদপুর প্রতিনিধি : চরাঞ্চলে আগের মতো ফসল হয় না। তাই চাষবাদ বাদ দিয়ে দেড় একর জমিতে আদা চাষ শুরু করেছেন স্থানীয় জাহাঙ্গীর মিয়া, মাসুদ পারভেজ ও ফরিদপুরের বাহারুল ইসলাম নামে তিন যুবক। পরীক্ষামূলকভাবে প্রায় ১০ হাজার বস্তায় আদার চাষা রোপণ করেছেন তারা। গাছ ভালো হয়েছে, পরিচর্যাও করছেন। ভালো ফলন হলে ১০ হাজার বস্তায় প্রায় ২০ লাখ টাকার আদা বিক্রির আশা করছে এ সব উদ্যোক্তারা। জাহাঙ্গীর মিয়ার বাড়ি ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার টগরবন্দ ইউনিয়নের টিটা গ্রামে। তিনি ঢাকায় গাড়ির ব্যবসা করেন। চরাঞ্চল এলাকায় বদ্বীপে তার বসবাস। সেখানে নিজের বেশকিছু জমি রয়েছে। সেখানে বড় একটি পুকুরে মাছ চাষ করা হয়। জাহাঙ্গীর বলেন, আদা চাষ সম্ভবত আমাদের উপজেলায় এটাই প্রথম। এ কারণে বিভিন্ন এলাকা থেকে বাগান মালিকসহ অনেক শ্রেণি পেশার মানুষ দেখতে আসেন। তারা বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ নিচ্ছেন। আমরা আগামীতে আবহাওয়া বুঝে আরও বেশকিছু জমিতে আদার চাষ করবো বলে মনস্থির করেছি। এক একর জমিতে আম বাগান রয়েছে। সেখানে প্রায় ১০ হাজার বস্তায় আদা চাষ করা হয়েছে। চাকরি সূত্রে দেশের উত্তরাঞ্চলে থাকাকালে আদা চাষের প্রচলন দেখে উদ্বুদ্ধ হন কৃষি উদ্যোক্তা মাসুদ পারভেজ। তিনি বলেন, প্রথমে আদা চাষের উপযোগী হিসেবে জাহাঙ্গীর মিয়ার জায়গা নির্ধারণ করি। জমির মালিক জাহাঙ্গীর মিয়া ও ফরিদপুরের আরেক উদ্যোক্তা বাহারুল ইসলামকে সঙ্গে নিয়ে চরাঞ্চলে আদার চাষ শুরু করি। বস্তায় আদা চাষে লাভবান হওয়ার জন্য প্রথম শর্ত হলো ভালো বীজ। আদা চাষের জন্য বস্তা, বেলে দোঁআশ মাটি, ছত্রাক নাশক স্প্রে, পানি স্প্রে ও কীটনাশক দেওয়া লাগে। তিনি আরও বলেন, চৈত্র-বৈশাখ মাসে আদার চারা রোপণ করতে হয়। ১১ মাসের মাথায় আদা বিক্রির উপযোগী হয়ে ওঠে। পচন রোধের জন্য ১০-১৫ দিন পর পর স্প্রে করতে হয়। পরিচর্যার ক্ষেত্রে আদা সাধারণত ছত্রাকের আক্রমণ বেশি হয়। কাণ্ড পঁচা, গোড়া পঁচা এবং উপরে কিছু ছত্রাকের আক্রমণ হয়ে থাকে। কখনো কখনো কীটনাশকের প্রয়োজন হতে পারে। কৃষি উদ্যেক্তা বাহারুল ইসলাম বলেন, আমরা বর্তমানে বস্তায় আদা চাষের প্রকল্প হাতে নিয়েছি। প্রথমেই ২০ হাজার বস্তা নিয়ে শুরু করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু মৌসুম শেষ দিকে হওয়ায় প্রায় ১০ হাজার বস্তা দিয়ে শুরু করেছি। রংপুর থেকে আদার উন্নত বীজ সংগ্রহ করে কুরিয়ারে এনে রোপণ করা হয়েছে। বস্তা প্রতি সব মিলিয়ে ৭০-৮০ টাকা খরচ হয়েছে। ফলন ভালো হলে বস্তা প্রতি এক থেকে দেড় কেজি আদা তুলতে পারবো। দশ হাজার বস্তায় আমরা ২০ লাখ টাকার আদা বিক্রির আশা করছি। আদা চাষ দেখতে আসা বাগান মালিক সুলতান মাহমুদ বলেন, আমগাছ বড় হয়ে গেলে জমি ছায়াযুক্ত থাকে। লাঙল দিয়ে জমি চাষ করায়ও ঝামেলা হয়। এ কারণে অনেকেই জমি ফেলে রাখেন। ফলে আম ছাড়া আর কোনো ফসল উৎপাদন হয় না। এ চরাঞ্চলে এসে জাহাঙ্গীর ভাইয়ের আদা গাছ দেখে আমিও বস্তায় আদা চাষ শুরু করবো বলে ভাবছি। টিটা চরের বাসিন্দা দেলোয়ার মিয়া বলেন, আমাদের অঞ্চলের কৃষকের অনেক পতিত জমি পড়ে আছে। যদি এ মাটি আদা চাষের উপযোগী হয়, তাহলে আমরাও এ পদ্ধতিতে আদার চাষ শুরু করবো। আদা চাষ করার বিষয়ে উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা রাকিবুল ইসলাম জানান, আদা চাষের জন্য বস্তায় মাটি প্রস্তুত করার জন্য জন্য বেলে দোঁআশ মাটি, বালি, ছাই ও রাসায়নিক সার (টিএসপি, এমওপি, দস্তা, জিপসাম, বোরন, এসওপি ক্লোরোপারিফস অথবা ফিফ্রোনিল ৩জিআর) প্রয়োজন হয়। এগুলো দিয়ে মাটি মিশ্রণ করে দশ দিন মাটিকে ফেলে রাখতে হয় এরপর বস্তায় ভরতে হয়। বস্তায় আদা চাষ বাড়তি কোনো জমির প্রয়োজন হয় না। অনাবাদি পতিত জমি বিশেষ করে ছায়াযুক্ত জায়গায় আদা চাষ করার জন্য সব থেকে বেশি উপযোগী। আলফাডাঙ্গা কৃষি অফিসার তুষার সাহা জানান, আলফাডাঙ্গা টিটা অবহেলিত চরাঞ্চলে বস্তায় আদার চাষ হচ্ছে। আমরা আশাবাদী, এ অঞ্চলে অনেকেই উদ্বুদ্ধ হয়ে আদার চাষ শুরু করবে।

গজারিয়ায় নির্মাণাধীন ভবনের ছাদ ধসে আহত ১৪

গজারিয়া, মুন্সীগঞ্জ প্রতিনিধি : মুন্সীগঞ্জের গজারিয়ায় নির্মাণাধীন একটি ভবনের ছাদ ধসে পড়ে ১৪ নির্মাণ শ্রমিক আহত হয়েছে। আহতদের মধ্যে চারজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহতরা হলো রিয়াজুল (৩২), নাইম (২০), মাহেদুল (২৪), মিন্টু (৩৫), সমুন (২৪), মামুন আলী (২৮), আবুবকর(২২), রাকিব (২৮), কামাল (৫০), মিরাজ (২২),আল আমিন (২২), রাজিউল (২২), মানিক (২৭), আজাদ (৩৫)। আহতদের অধিকাংশের বাড়ি ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলায় বলে জানা গেছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী আহত নির্মাণ শ্রমিক সুমন বলেন, গজারিয়া উপজেলার হোসেন্দী এলাকায় সিটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের ভেতরে একটি ভবনের নির্মাণ কাজ চলছিল। ভবনটির ছাদ ঢালাইয়ের তারিখ ছিল। সকাল ৭টা থেকে আমরা প্রায় ৩০-৪০জন শ্রমিক ঢালাই কাজ শুরু করি। সবকিছু ঠিকঠাক মতোই চলছিল কিন্তু দুপুর একটা দিকে সাটার-সহ ছাদের বড় অংশ ধসে পড়লে বেশ কয়েকজন আহত হয়। পরবর্তীতে আহতদের উদ্ধার করে গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। বিষয়টি সম্পর্কে গজারিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. মোঃ সোলাইমান বলেন, ৃআমাদের হাসপাতাল এখনো পর্যন্ত ১৪জন রোগী এসেছে। তাদের মধ্যে আজাদ, রাজিউল, আল আমিন ও সুমনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাকিদের এই হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে গজারিয়া থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ আনোয়ার আলম আজাদ বলেন, আমরা এখনো পর্যন্ত ১৪-১৫ জন আহত হওয়ার খবর পেয়েছি। খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে, আমি নিজেও সেখানে যাচ্ছি। বিষয়টি সম্পর্কে গজারিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কোহিনুর আক্তার বলেন, বিষয়টি সম্পর্কে আমি অবগত রয়েছি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছি। বিষয়টি সম্পর্কে প্রতিষ্ঠানটির কনস্ট্রাকশন বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপক শহিদুল ইসলামৃআমি কথা বলার অবস্থায় নেই। বেশ কয়েকজন নির্মাণ শ্রমিক আহত হয়েছে। আমরা তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি পরে কথা বলব।

রাজারহাটে ৬২টি নার্সারীতে ফুল চাষ

রাজারহাট, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : ফুল প্রকৃতির এক অপরুপ সৃষ্টি। যে কোন ফুল সৌন্দর্য ও লাবন্যের প্রতীক। হাজার বছর ধরেই ফুলকে সৌন্দর্যের প্রতীক ও আধ্যাত্মিক বস্তু হিসেবেই ধরা হয়। আবার ফুলকে কখনো কখনো ভালবাসা প্রকাশ মাধ্যম হিসেবেও ধরা হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলায় ফুল এখন বানিজ্যিক ভাবে উৎপাদন হচ্ছে। অনেক শিক্ষিত বেকার যুবক ফুল চাষের মাধ্যমে নিজেদেরকে স্বাবলম্বী করে তুলেছেন। কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলায় ফুল চাষ করে লাভবান হওয়ার উজ্জল সম্ভাবনা আছে বলে মনে করেন উপজেলা কৃষি বিভাগ ও সংশ্লিষ্টরা। সুত্র জানা যায়, রাজারহাট উপজেলায় ছোট বড় মিলে প্রায় ৬২ টি নার্সারী আছে এবং প্রতিটিতে চারা ও ফুল উৎপাদনের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে। এ উপজেলায় বিভিন্ন দিবসকে কেন্দ্র করে ফুল বেঁচা কেনার ধুম পরে যায়, বিশেষ করে উপজেলা শহরে ফুলকে কেন্দ্র করে রমরমা ব্যাবসাও লক্ষ্য করা গেছে। দিবস গুলোতে ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের মানুষ ফুল নিয়ে শহীদ মিনার,বধ্য ভূমি কিংবা অন্য কোন ঐতিহাসিক স্থানে শ্রদ্ধা নিবেদন অথবা প্রিয়জনকে ফুল উপহার দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে থাকেন। উপজেলা শহরের অলি গলিতে কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে ফেরি করে ফুল বিক্রি করতে দেখা গেছে। শনিবার(৪ জানুয়ারী) দুপুরে সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, ভ্রাম্যমান ফুলের দোকানগুলো থেকে বিভিন্ন বয়সের নারী-পুরুষ বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে চারা ও ফুল কিনতে দেখা গেছে। উপজেলায় অবস্থিত নার্সারীগুলোত বিশেষ ভাবে অত্যন্ত যত্ন সহকারে ফুলের চারা উৎপাদন করছে নার্সারী মালিকরা। নার্সারীগুলোকে শীত মৌসুমে গাঁদা,বিভিন্ন রঙ্গেও গোলাপ ফুল ফুটে এক অন্য রকমের আবহ রচনা করে সৌন্দর্য পিপাসুদের নজর কেড়ে নিয়েছে। নার্সারী গুলোতে বেশ কিছু লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। রাজারহাট-কুড়িগ্রাম আঞ্চলিক মহাসড়কের পাশে অবস্থিতত "জয় নার্সারী" গিয়ে কথা হয় মালিক দিলীপ চন্দ্র রায়ের সাথে। তিনি জানান, ছাত্র জীবন থেকে (২৮-৩০ বছর ধরে) নার্সারীর সাথে জড়িত তিনি। জমি ভাড়া নিয়ে প্রায় ৩ একর জমিতে তিনি এই নার্সারী গড়ে তুলেছেন। এখানে বিভিন্ন রং ও জাতের গোলাপ, গাঁদা,ভারভেনা, কুইন, সুফিয়া ও কসমস সহ প্রায় ৫০ প্রকার ফুল আছে। তার নার্সারীতে পুরুষ মহিলা মিলে ৩শ থেকে ৩শ ৫০ টাকা দিন হাজিরায় প্রায় ৭/৮ জন শ্রমিক প্রতিদিন কাজ করেন। এবারে বিজয় দিবস উপলক্ষে তার নার্সারী থেকেই প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার টাকার ফুল বিক্রি করেছেন। গড়ে প্রতি মাসে তার ৪০ হাজার থেকে ৪৫ হাজার টাকা আয় হয়। নারী শ্রমিক তপতী রানী জানান, আমিসহ এখানে আমরা প্রতিদিন ৭/৮ জন কাজ করে যে টাকা পাই সংসার ভালই চলতেছে, আমরা উপকার পাচ্ছি।

এছাড়া উপজেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলেও বিভিন্ন বাহারি নামের সুন্দর সুন্দর নার্সারী লক্ষ্য করা গেছে। রাজারহাট উপজেলা নার্সারী মালিক সমিতির সহ-সভাপতি দিলীপ চন্দ্র রায় বলেন, উপজেলায় ছোট বড় মিলে প্রায় ৬২ টি নার্সারী আছে। ফুলের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে প্রতিটিতে নার্সারীতে আলাদা বেড তৈরী করে চারা ফুল ও উৎপাদনের চেষ্টা করে যাচ্ছি। সরকারি ভাবে কোন সহযোগিতা পেলে আমরা ব্যাপকভাবে ফুল উৎপাদন করতে সক্ষম। এছাড়া নার্সারীগুলো বিনোদনের স্পর্ট হিসেবে গাছ ও ফুল প্রেমিদের মনোরঞ্জন করতে পারে বলেও তিনি জানান। রাজারহাট উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সাইফুন্নাহার সাথী জানান, নার্সারীগুলোতে ফুলের প্রতি আগ্রহ দেখে ভাল লেগেছে। সরকারি ভাবে ফুল নিয়ে কোন নির্দেশনা আপাতত নেই, কোন নির্দেশনা আসলে অবশ্যই নার্সারী মালিক সমিতির সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে।

সবজিখেতে পোকামাকড় শিকার করতে ওড়াউড়ি করছে বুলবুলি পাখি। ফাগইল, সিলেট।

নাচোলে মাদরাসায় দাতাসদস্য সংগ্রহ ও আদায় অনুষ্ঠিত

নাচোল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি : চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে রেলস্টেশন এলাকার ঐতিহ্যবাহী "আল-জামিয়াতুল মারকাজিয়া দারুল উলুম আল-ইসলামীয়া" মাদরাসার বার্ষিক দাতাসদস্য সংগ্রহ ও আদায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাদরাসা চত্বরে এ দাতাসদস্য সংগ্রহ অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনাসভায় নাচোল পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের অবঃ সহকারী প্রধান শিক্ষক মোজাম্মেল হকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন, নাচোল সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর শরিফুল ইসলাম। আরও বক্তব্য রাখেন, সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান এ্যাডভোকেট সিরাজুল ইসলাম, নাচোল সরকারী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হাফিজুর রহমান, নাচোল মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ ওবাইদুর রহমান, গোমস্তাপুর উপজেলার আলীগনগর ইউপির সাবেক চেয়ারম্যান রেজাউল করিম ও সমাজসেবক আমানুল্লাহ আল মাসুদ। আনুষ্ঠানিকভাবে দাতাসদস্য সংগ্রহ ও আদায় কার্যক্রম শেষে দাতা এবং অতিথিদের সম্মানে মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়।

দিঘলিয়ায় কৃষক দলের সমাবেশ অনুষ্ঠিত

দিঘলিয়া, খুলনা প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় কর্মসূচির আলোকে দিঘলিয়া উপজেলার বারাকপুর ইউনিয়ন কৃষকদলের আয়োজনে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ইউনিয়ন কৃষকদলের আহ্বায়ক চৌধুরী হেমায়েত হোসেনের সভাপতিত্বে স্থানীয় লাখোহাটি বাজার সংলগ্ন মধ্যপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা জেলা কৃষক দলের সভাপতি মোল্লা কবির হোসেন। প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব আবু সাঈদ শেখ। বিশেষ বক্তা ছিলেন দিঘলিয়া উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মোঃ লিটন শেখ, কৃষক দলের সদস্য সচিব ইফতেখার হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন খন্দকার ফারুক হোসেন, শরীফ ইকবাল হোসেন, মোল্লা সাজ্জাদ হোসেন, চৌধুরী আলম। বক্তব্য রাখেন যুবদল নেতা মোল্লা মাহমুদুল হাসান মিঠু, আনসার মোড়ল, মহিউদ্দিন, হুমায়ুন কবির, ওহিদুল, হাসিন শিকদার, আঃ রহমান, শাহিন, মামুদ, শেখ জামির হোসেন প্রমুখ।

সিলেট সদর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে টমেটো চাষ করেন স্থানীয় চাষিরা। মৌসুমের শুরু থেকে এসব টমেটো পাওয়া যায় বিভিন্ন বাজারে। প্রতিদিন খেত থেকে টমেটো তুলে পাশেই সেগুলো বাছাই করে রাখছেন এক চাষি। ফাগইল গ্রাম, হাটখোলা, সিলেট।

বরিশালের আড়তে ইলিশ সংকট

বরিশাল প্রতিবেদক : নগরীর মাছের আড়তে ইলিশ সংকটের কারণে বেড়েছে দাম। যার প্রভাব পড়েছে খুচরা বাজারে। পাইকারি বাজার বা মোকামগুলোতে আমদানি না বাড়লে ইলিশের দাম আরও বাড়ার কথা জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। শনিবার সকালে নগরীর পোর্টরোড বাজারের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, বাজারে এখন যে ইলিশ পাওয়া যায় তার সিংহভাগই আকারে কেজি সাইজের নিচে। কেজি সাইজের ওপরে ইলিশের আমদানি নেই বললেই চলে। ফলে বর্তমানে এক কেজি দুই থেকে তিনশ' গ্রাম ওজনের ইলিশ মাছ প্রতিমণ দেড়লাখ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। আর এক কেজি সাইজের ইলিশের প্রতিমণ লাখ টাকা ছাড়িয়েছে। নগরীর পোর্ট রোডস্থ একমাত্র বেসরকারি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ঘুরে দেখা গেছে, সবমিলিয়ে অল্প কিছু মাছ উঠেছে বাজারে। পোর্ট রোডে ১৬৭টি মাছের আড়ৎ রয়েছে। এরমধ্যে শুধু ২০টি আড়তে ইলিশ মাছ বেচা-বিক্রি হয়েছে। পোর্ট রোডের মাছ ব্যবসায়ী বেলায়েত সিকদার বলেন, বাজারে মাত্র ২২ মণের মতো ইলিশ মাছ বেচা-বিক্রি হয়েছে। এসব মাছের সিংহভাগ ছোট সাইজ। দেড় কেজি ওজন সাইজের একটি মাছও গত কয়েকদিন ধরে বাজারে আসনি। তবে এক কেজি দুই থেকে তিনশ' গ্রাম সাইজ ওজনের কয়েকটি মাছ উঠেছে। সেই মাছ কেজি প্রতি তিন হাজার ৭৫০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। ফলে মণপ্রতি দাম পরেছে দেড় লাখ টাকা। আর এক কেজি ওজন সাইজের কিছু মাছ ছিলো বাজারে, যার দর কেজি প্রতি তিন হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। ফলে এ মাছ এক লাখ ২০ হাজার টাকা দরে বিক্রি হয়েছে। আর এলসি সাইজ (আট থেকে নয়শ' গ্রাম) ইলিশ কেজি প্রতি দুই হাজার ২০০ টাকা দরে বিক্রি হয়েছে, সেই হিসেবে এই সাইজের মাছ ৮৮ হাজার টাকা দরে মণ বিক্রি হয়েছে। জেলার মৎস্য কর্মকর্তা (ইলিশ) বিমল চন্দ্র দাস বলেন, গত কয়েক বছর ধরে শীতে ইলিশ মাছ পাওয়া যেত। কিন্তু এ বছর কিছুটা ব্যতিক্রম হয়েছে। শুধু নদীতেই নয়, সাগরেও ইলিশ মাছ কম ধরা পরছে। তবে সময়ের সাথে সাথে এর পরিবর্তন ঘটবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

কাহারোলে মাঠ জুড়ে পেঁয়াজের চারা রোপন

কাহারোল, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরে কাহারোল উপজেলার মাঠ জুড়ে পেঁয়াজের চারা রোপনের মহা উৎসব চলছে। তীব্র শীত আর ঘন কুয়াশা অপেক্ষা করে কাক ডাকা ভোর সন্ধ্যা পর্যন্ত কৃষকদের প্রস্তুত করা জমিতে পেঁয়াজের চারা রোপন করেছেন শ্রমিকরা। কাহারোল উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে চলতি মৌসুমে উপজেলায় ১৭৫ হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ আবাদের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে বলে জানায় কৃষি বিভাগ। গতকাল উপজেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে পেঁয়াজ চাষিরা তাদের পরিবারে সদস্যদের নিয়ে পেঁয়াজের চারা তুলছেন কেউবা আটি বাধছেন সব মিলিয়ে কাহারোল উপজেলায় বিস্তীর্ণ মাঠ জুড়ে পেঁয়াজ আবাদের মহাকর্মযজ্ঞ চলতে দেখা গেছে। উপজেলার জগন্নাথপুর গ্রামের পেঁয়াজের চারা বিক্রেতা সাইফুল ইসলাম বলেন, তিনি এবার বারো শতক জমিতে বীজ তলায় পেঁয়াজের চার কেজি বপন করেছি। শনিবার কাহারোল হাটে পেয়াজের চাঁরা বিক্রি করতে এসেছেন এযাবৎ ৮৫ হাজার টাকা চাঁরা বিক্রি করেছেন। তার খরচ হয়েছে ২৫ হাজার টাকা।

ওপর চাষী হামিদ জানান, আমি এবার দুই বিঘা মাটিতে পেঁয়াজ আবাদ করছি। আবহাওয়া ভালো থাকলে আশা করি পেয়াজ ভালো হবে। তবে এবার শ্রমিক, সার, ওষুধ, বীজের দাম বেশি তাই খরচ বেরে গেছে দ্বিগুন। চাষি সিরাজুল ইসলাম বলেন ১বিঘা জমিতে ৫০ হাজার থেকে ৬০ হাজার টাকা খরচ হয়ে যাবে। পেঁয়াজের দাম ভালো না পেলে লোকসানের আশঙ্কাও আছে বলে জানান তিনি। কাহারোল উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ মল্লিকা রানী শেহান বীশ বলেন, পেঁয়াজের উৎপাদন ভালো জাতে হয় সে জন্য কৃষি বিভাগ কৃষকদের সহযোগিতা ও পরামর্শ দিচ্ছেন।

ইয়াবাসহ নারী মাদক কারবারি আটক

বরিশাল প্রতিবেদক : দুটি খেলনা গাড়ির মধ্য থেকে প্রায় ১০ হাজার পিস ইয়াবাসহ নারী মাদক কারবারিকে আটক করেছে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ। এ ঘটনায় উজিরপুর মডেল থানায় মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে জেলা গোয়েন্দা পুলিশের এসআই কাজী ওবায়দুল কবির জানান, আটক শান্তনা আক্তার (২৫) বরিশাল সদর উপজেলার কাগাশুরা হাওলাদার বাড়ির বাসিন্দা সুরুজ হাওলাদারের স্ত্রী ও উজিরপুর উপজেলার দামোদরকাঠি গ্রামের মৃত হাসান সরদারের মেয়ে। ডিবির এসআই বলেন, শুক্রবার জুমা নামাজের পর দামোদরকাঠি গ্রামের বাবার বাড়ি থেকে ইয়াবা নিয়ে নগরীর পলাশপুর এলাকার উদ্দেশে রওনা হয় শান্তনা আক্তার। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বামরাইল এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়। পরে তার কাছে থাকা সাদা প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্য থেকে দুটি খেলনা গাড়ির মধ্যে লুকানো ৫০ প্যাকেট থেকে ৯ হাজার ৯০৩ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। উজিরপুর মডেল থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শনিবার দুপুরে আটক শান্তনা আক্তারকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

ধামইরহাটে শীতবস্ত্র বিতরণ

ধামইরহাট, নওগাঁ প্রতিনিধি : নওগাঁর ধামইরহাটে স্বেচ্ছাসেবী সামাজিক সংগঠন 'আল ইত্তেহাদ ফাউন্ডেশনে'র উদ্যোগে দুস্থ্য অসহায় শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের সভাপতি আব্দুল্লাহ বিন বেলালের সভাপতিত্বে ৮ জানুয়ারি বিকাল ৩ টায় ধামইরহাট সিদ্দিকীয়া ফাযিল ডিগ্রি মাদরাসা ময়দানে শতাধিক দুস্থ শীতার্তদের মাঝে এসব শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়।

হাতিয়ায় শীতবস্ত্র বিতরণ

হাতিয়া, নোয়াখালী প্রতিনিধি : দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ায় অসহায় শীতার্ত মানুষের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে সামাজিক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আলোর মশাল। শনিবার সকালে উপজেলার সোনাদিয়া চৌরাস্তা মাহমুদুল হক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অর্ধশতাধিক মানুষের মাঝে এ শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাপ্তাহিক হাতিয়ার কথার সম্পাদক মুহাম্মদ কেফায়েতুল্লাহ। প্রধান আলোচক সমাজকর্মী জাকির হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন আজকের পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার সাইফুল মাসুম, সাংবাদিক আমির হামজা, জিল্লুর রহমান রাসেল, ছায়েদ আহামেদ, মাস্টার আবুল কাশেম, সোনাদিয়া চৌরাস্তা বাজার কমিটির সভাপতি মাহমুদ আব্বাস জনি, আলোর মশালের সাবেক সভাপতি গিয়াসউদ্দিন সোহেল। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সহ সভাপতি আরিয়ান ফরিদ। সংগঠনের সদস্যরা জানান, আলোর মশাল ২০১০ সাল থেকে বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে তরুণেরা সামজিক উন্নয়নমূলক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পাশাপাশি আগামী দিনেও মানবিক কার্যক্রম গুলো অব্যাহত রাখবে। আলোর মশালের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমানের সঞ্চালনায় আরোও উপস্থিত ছিলেন কোষাধ্যক্ষ সাইফুল ইসলাম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আলীম,প্রচার সম্পাদক মিসকাত মামুন, তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক আয়াদুর রহমান, সদস্য আরমান আলী,ইলিয়াস উদ্দিন বাবলু।

আশাশুনিতে বিনা চাষ ও চাষকৃত জমিতে সরিষা আবাদ

আশাশুনি, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : আশাশুনি উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে বিনা চাষে ও চাষকৃত জমিতে সরিষা আবাদ করে সাফল্য পেয়েছেন কৃষকরা। এলাকায় গেলে দেখা মিলবে দিগন্তজুড়ে হলুদ ফুলের নয়ন জোড়া সুশোভিত পরিবেশ। এ পদ্ধতিতে এক ফসলি ধানি জমি থেকে বাড়তি ফসল হিসেবে বিপুল পরিমাণ সরিষা উৎপাদন হচ্ছে তেমনি পতিত জমিতে অতিরিক্ত ফসল ঘরে তুলতে পারার স্বপ্নে কৃষকরা বিভোর হচ্ছে। হলুদ ও সবুজে মিশ্রিত নয়নাভিরাম দৃশ্য দেখে অপূর্ব অনুভূতিতে মানুষ তৃপ্তিবোধ করছে। আশাশুনি উপজেলায় কৃষি বিভাগের সহযোগিতা ও পরামর্শ নিয়ে এবছর ৭১০ হেক্টর বা ৫ হাজার ৩২৫ বিঘা জমিতে সরিষা আবাদ হয়েছে। যার মধ্যে রিলে ক্রপ বা বিনা চাষে ৩৬০ হেক্টর ও চাষকাজ করে ৭১০ হেক্টর জমিতে সরিষা আবাদ করা হয়েছে। এসব জমিতে উন্নত জাতের বীজ ব্যাবহার করা হয়েছে। যার মধ্যে টরি-৭ জাতের ১৪০ হেক্টর, রবি-৯ জাতের ৮০ হেক্টর, বারি-১৪ জাতের ৪৭০ হেক্টর, বারি-১৭ জাতের ১০ হেক্টর ও বীণা-৯ জাতের ১০ হেক্টর। বিঘার হিসাবে ৫৩২৫ বিঘা জমিতে সরিষা চাষ করা হয়েছে। এসব জমির মধ্যে প্রনোদনা ১৫৫০ বিঘা, রাজস্ব ৩০ বিঘা, ক্লাইমেট স্মার্ট ১৫ বিঘা, পার্টনার ১২ বিঘা, বীজ সহায়তা ১৮৯ বিঘা, প্রদর্শনী ৩০ বিঘা ও বীনা বীজ সহায়তা ১০০ বিঘা। মোট ১৯২৬ বিঘা এবং কৃষকরা নিজেরা চাষ করেছেন ৩৩৯৯ বিঘা জমিতে। উপজেলায় ১২ হাজার ৫০০ কৃষক সরিষা আবাদ করেছেন। উপজেলা কৃষি অফিস ও সংশ্লিষ্ট কৃষকরা জানান, আমন ধান কাটার পর বোরো ধান রোপণের কিংবা ঘেরে পানি উঠানোর আগ পর্যন্ত উপজেলায় বিপুল পরিমাণ জমি অলস পড়ে থাকে। কয়েক বছর আগে থেকে এই সময়টা কাজে লাগিয়ে বাড়তি ফসল হিসেবে বিনা চাষে সরিষা আবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে আসছে কৃষি বিভাগ। প্রথমে ততটা সাড়া না পাওয়া গেলেও ক্রমে ক্রমে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠছে কৃষকরা। এই পদ্ধতি এখন কৃষকদের কাছে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। কৃষি বিভাগের তথ্য মতে, আশাশুনি উপজেলায় ১১ ইউনিয়নে চলতি মৌসুমে প্রায় ৭১০ হেক্টর জমিতে সরিষা আবাদ করা হয়েছে। এর মধ্যে বড়দল ইউনিয়নে সবচেয়ে বেশি ১৪৩ হেক্টর জমিতে সরিষা চাষ হয়েছে। এ ইউনিয়নের ডুমুরপোতা, জামালনগর, কেয়ারগাতী, গোয়ালডাঙ্গা, চাম্পাখালী, নড়েরাবাদ, বামনডাঙ্গা, ফকরাবাদ, বুড়িয়া, মধ্যম বড়দল, দক্ষিণ বড়দল সহ অধিকাংশ গ্রামের ধানি জমির ধান উঠে গেলেও এখন দৃষ্টিনন্দন হলুদ সরিষা ফুলে ছেয়ে গেছে। গোয়ালডাঙ্গা গ্রামের কৃষক আ: মজিদ জানান, আমন ধান কাটার ৫/১০ দিন আগে খেতে সরিষার বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলাম। পরে ধান কেটে নিলে সরিষা গাছ সতেজ হয়ে ওঠে। চাষি রেজাউল ইসলাম জানান, আমন ধান কাটার পর জমি জো হতে ১০/১২ দিন কেটে যায়। এরপর জমি চাষযোগ্য করতে ১০/১২ দিন চলে যায়। ফলে চাষ করে সরিষা বুনলে সরিষা তুলে ঘেরে পানি তুলতে দেরি হয়ে যায়। এ ছাড়া বিঘাপ্রতি জমি চাষের খরচও পড়ে যায় হাজার টাকার ওপরে। তাই বিনা চাষে সরিষা আবাদ করায় চাষের খরচ বেঁচে যাচ্ছে, উৎপাদন খরচও কমে আসছে।

কাপাসিয়ায় দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

কাপাসিয়া, গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলার বারিষাব ইউনিয়নের নরোত্তমপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে দিনব্যাপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় গ্রাম বাংলা ফাউন্ডেশনের আয়োজনে এ ক্যাম্পে ১২টি বুথ ও একটি ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে প্রায় সহস্রাধিক রোগীকে বিনামূল্যে চিকিৎসাপত্র ও বিভিন্ন ধরণের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। জানা যায়, উপজেলা সদর থেকে প্রায় ২৫ কি.মি দূরের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষের দারগোড়ায় চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দিতে তারা এ বছর থেকে নিয়মিত নরোত্তমপুর উচ বিদ্যালয় মাঠে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবার আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এখানে বিভিন্ন বুথে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সেবাদানের পাশাপাশি বিনামূল্যে যক্ষা শনাক্ত করণের জন্য কফ সংগ্রহ ও পরীক্ষা, ডায়াবেটিস ও ব্লাড প্রেসার নির্ণয়, রক্তের গ্রুপ নির্ণয়, এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে আগত একটি ভ্রাম্যমান গাড়িতে এইচ আইভি এইডস রোগ পরীক্ষা করা হয়েছে।

এ বছর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ ডা: ইমরানুল হক, গণস্বাস্থ্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অর্থপেডিক্স বিশেষজ্ঞ ডা. এম.এন সাজ্জাদ মৃধা, ফরিদপুর মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডা: মাসুমা খাতুন, বারডেমের ডায়াবেটিস বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা.এ.এফ.এম মাহবুবুল আমীন, ঢাকা মেডিকেল কলেজের মেডিসিন ও শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. দিদারুল ইসলাম, আইচি মেডিকেলের গাইনী বিশেষজ্ঞ ডা. রোকসানা আক্তার রিপা, মার্কস মেডিক্যাল কলেজের গাইনী বিশেষজ্ঞ ডা. হাবিবা আক্তারসহ দেশের খ্যাতনামা বিভিন্ন হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বিভিন্ন ধরণের রোগীদের চিকিৎসা সেবা দিয়েছেন।

সারা দিন দেখা নেই সূর্যের, রোদ না থাকায় শীতের তীব্রতা বেড়েছে। শীতে কষ্ট পাচ্ছিল পশুপাখিও। উষ্ণতা পেতে আগুন জ্বালিয়ে বসেছেন একজন, সঙ্গে নিয়েছেন ছাগলছানাগুলোকে। ৫ নম্বর ঘাট, খুলনা।

রোনালদোর সমালোচনার জবাব দিলেন রদ্রি

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২৪ সালে বর্ষসেরা ফুটবলারের পুরস্কার ব্যালন ডিঅ'র জিতেছেন রদ্রি। ম্যানচেস্টার সিটির এই মিডফিল্ডারকে নির্বাচিত করায় পুরস্কারের নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। সিআরসেভেনের এমন মন্তব্য ভালোভাবে দেখছেন না রদ্রি। ব্যালন ডিঅ'রের আগে আলোচনায় ছিলেন ভিনিসিয়ুস জুনিয়র। চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতায় এই পুরস্কার পাওয়া উচিত ছিল ভিনি-সিয়ুসের বলে মনে করেন রোনালদোও। ভিনিকে এই পুরস্কার না দেওয়াটা ঠিক হয়নি বলেও মন্তব্য করেন রোনালদো। রোনালদোর মন্তব্য নিয়ে জানতে চাওয়া হলে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এএসকে রদ্রি বলেন, 'সত্যি বলতে আমি অবাক হয়েছি, কারণ এই পুরস্কারটি কীভাবে দেওয়া হয়, বিজয়ী কীভাবে বেছে নেওয়া হয়, তা সবার চেয়ে তিনি (রোনালদো) ভালো জানেন। এবার যে সাংবাদিকরা ভোট দিয়েছেন, তারা মনে করেছেন যে, আমার জেতা উচিত। হয়তো একই সাংবাদিকরা একসময় তাকে (রোনালদো) জয়ী হওয়ার জন্য ভোট দিয়েছিলেন এবং আমি মনে করি, তখন তিনি মেনে নিয়েছিলেন।' অবশ্য রিয়াল মাদ্রিদও মনে করে এই পুরস্কার ভিনির প্রাপ্য ছিল। তাই গত অক্টোবরে ব্যালন ডিঅ'র পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বয়কট করে তার ক্লাব। সর্বশেষ আসরে রিয়ালের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩৯ ম্যাচে ২৪ গোল করেন ভিনি। ইউরোপের সফলতম দলটির লা লিগা, চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও স্প্যানিশ সুপার কাপ জয়ে তিনি রাখেন বড় অবদান।

এবার অজিদের তোপের মুখে পড়লেন সৈকত

স্পোর্টস ডেস্ক : আগের টেস্টে থার্ড আম্পায়ার হিসেবে বাংলাদেশের শরফুদ্দৌলা ইবনে শহীদ সৈকতের এক সিদ্ধান্ত তোলপাড় ফেলে দিয়েছিল। এবার অন ফিল্ড আম্পায়ার সৈকতের ভূমিকা নিয়ে তৈরি হলো বিতর্ক। এক্ষেত্রে অবশ্য সৈকতই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেননি, সিদ্ধান্ত নিয়েছেন থার্ড আম্পায়ার। তবে ভারতের পক্ষে যাওয়া এই সিদ্ধান্ত মানতে নারাজ অস্ট্রেলীয়রা। ঘটনা সিডনি টেস্টের একদম শুরুতে। ভারতের প্রথম ইনিংসের ৮ম ওভারে ক্রিজে এসেই আউট হতে পারতেন কোহলি। বোল্যান্ডের বলে স্লিপে ক্যাচ তুলে দেন, স্টিভ স্মিথ তালুবন্দী করতে না পেরে ওপরে ছুঁড়ে মারেন, গালিতে মার্নাস লাবুশেন বল আয়ত্তে নেন। অজিরা আবেদন করলে নন স্ট্রাইকিং প্রান্তে থাকা আম্পায়ার সৈকত আউটের সিদ্ধান্ত দেননি। তিনি আশ্রয় নেন থার্ড আম্পায়ার জোয়েল উইলসনের। বেশ কয়েকবার যাচাই করে উইলসন জানান কোহলি নট আউট, কারণ স্মিথের হাতে থাকাকালে মাটি স্পর্শ করেছে বল। স্টিভ স্মিথ অবশ্য শতভাগ নিশ্চিতভাবে দাবি করছেন, এটা আউট ছিল। তিনি বলেন, 'এটা ১০০ ভাগ ক্যাচ ছিল। অস্বীকার করার কোনো সুযোগই নেই। ১০০ ভাগ আউট। তবে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আমরা মেনে নিচ্ছি।' বিখ্যাত আম্পায়ার সাইমন টফেল এ নিয়ে নিজের বিশ্লেষণ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'সাধারণ গতিতে দেখলে মনে হয় ঠিক আছে। ধীরে দেখায় আম্পায়ারের মনে হয়েছে বল মাটি স্পর্শ করেছে। তিনি সেভাবেই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী বলের নিচে আঙুল থাকলেই যথেষ্ট বলে ধরে নেওয়া হয় আউট দেওয়ার জন্য। তবে এটি পুরোপুরি টিভি আম্পায়ারের ওপর। মাঠের আম্পায়ারদের সফট সিগনাল দেওয়ার সুযোগ নেই।' তা সত্ত্বেও সৈকত কেন তর্জনী উঁচিয়ে ধরেননি, তা নিয়ে অসন্তুষ্ট অস্ট্রেলিয়ান ও অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকরা। কোহলি অবশ্য শেষপর্যন্ত বেশি দূর যেতে পারেননি। ১৭ রানে থামে তার ইনিংস, ভারত অলআউট হয় ১৮৫ রানে।

'ম্যানসিটি শিরোপার দৌড় থেকে পুরোপুরি বাইরে'-সিলভা

স্পোর্টস ডেস্ক : টানা চারবারের ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। পেপ গার্দিওলার অধীনে সাফল্যের চূড়ায় ছিল তারা। কিন্তু এই মৌসুমে হঠাৎ করে ছন্দপতন। ব্যর্থতার বৃত্ত থেকে বের হতে পারছে না সিটিজেনরা। গত অক্টোবরের শেষ হতে যার শুরু। সব ধরনের প্রতিযোগিতায় শেষ ১৪ ম্যাচে জয় মাত্র দুটি। হার ৯ ম্যাচে, ড্র তিনটি। বাজে পারফরম্যান্সের কারণে লিগ টেবিলে নেমে গেছে ষষ্ঠ স্থানে। ১৯ ম্যাচ শেষে তাদের পয়েন্ট ৩১। শিরোপা জেতার স্বপ্ন দেখাই অবাস্তব। লিগের শীর্ষে থাকা লিভারপুলের চেয়ে ১৪ পয়েন্ট পেছনে সিটি। চ্যাম্পিয়নস লিগেও ছিটকে যাওয়ার আশঙ্কায় তারা। ছয় গ্রুপ ম্যাচে মাত্র দুটি জয়। প্রথম পর্বে তাদের অবস্থান ২২তম। এই পরিস্থিতিতে দলের তারকা বার্নার্ডো সিলভা জানালেন, শিরোপার লড়াই থেকে ছিটকে গেছে ম্যানসিটি। পর্তুগিজ তারকা বলেছেন, 'এখন বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার সময়। আমি লিভারপুলের দিকে তাকাচ্ছি না, লিগে আমরা ষষ্ঠ বা সপ্তম স্থানে। লিভারপুল, আর্সেনাল বা অন্য কারও দিকে তাকাতে পারি না আমরা। এখন আমাদের ভাবনায় পরের ম্যাচ, চেষ্টা করবো তিন পয়েন্ট পেয়ে পঞ্চম হতে, তারপর চতুর্থ ও তৃতীয়। মৌসুমের শেষ ১০ খেলায় হিসাবনিকাশ হবে কোথায় যাওয়া যায়।' তিনি যোগ করেন, 'আমি বলবো, (প্রিমিয়ার লিগ শিরোপা) অসম্ভব নয়। কারণ ফুটবলে কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু এখন ম্যানসিটি শিরোপার দৌড় থেকে পুরোপুরি বাইরে। এনিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। আমাদের জন্য বড্ড দেরি হয়ে গেছে। লোকেরা বলে জানুয়ারির আগে পর্যন্ত আপনি লিগ জিততে পারেন না, কিন্তু খোঁয়াতে পারেন। এই মৌসুমে বাস্তবতা হলো আমরা সেটা হারিয়ে ফেলেছি।

জনাথনের জোড়া গোলে পুলিশকে উড়িয়ে দিল কিংস

স্পোর্টস ডেস্ক : ফেডারেশন কাপে রোমাঞ্চকর জয় পেলেও প্রিমিয়ার লিগে পুলিশ এফসিকে উড়িয়ে দিল বসুন্ধরা কিংস। ময়মনসিংহের রফিকউদ্দিন ভূঁইয়া স্টেডিয়ামে ৫-০ গোলের বড় জয় তুলে নিয়েছে তারা। যেখানে জোড়া গোল করেন জনাথন ফার্নান্দেস। খেলার দশম মিনিটেই জাল কাঁপায় কিংস। ফয়সাল আহমেদে ফাহিমের আড়াআড়ি ক্রসে গোলের খাতায় নাম লেখান জনাথন। তিন মিনিট পর ব্যবধান দ্বিগুণ করেন মজিবুর রহমান জনি। বিরতির আগে ৩৮ মিনিটে দ্বিতীয় গোল করেন জনাথন। ফাহিমের শট ক্রসবারে লেগে প্রতিহত হলে বল যায় ফের্নান্দেসের কাছে। জটলার ভেতর থেকে প্রথমে হেডের চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ার পর কোনোমতে শট নেন এই ব্রাজিলিয়ান, তাতেই বল জালে। দ্বিতীয়ার্ধে আর কোনোভাবেই ম্যাচে ফিরতে পারেনি পুলিশ। মিগেল ফিগেইরার ফ্রি কিক থেকে জনি আড়াআড়ি ক্রস বাড়ান বক্সে। তারপর আলতো টোকায় ব্যবধান ৪-০ করেন রাকিব। গত নভেম্বরের পর লিগে প্রথম গোলের দেখা পেলেন এই ফরোয়ার্ড। শেষ দিকে মোহাম্মদ রফিককে ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন পুলিশের মোরেনো গুইতো। এরপর যোগ করা সময়ে মিগেল গোল করলে বড় জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে বসুন্ধরা কিংস। ছয় ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের পাঁচে আছে বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা। ৬ পয়েন্ট নিয়ে সাতে পুলিশ। এদিকে কিংস অ্যারেনায় ফর্টিসের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে আবাহনী লিমিটেড। তলানির দল ফকিরেরপুল ইয়ংমেন্স ক্লাবকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন।

চোট কাটিয়ে অনুশীলনে ফিরেছেন লামিন ইয়ামাল

স্পোর্টস ডেস্ক : স্প্যানিশ সুপার কাপের আগে বার্সেলোনাকে সুখবর দিয়েছেন লামিন ইয়ামাল। চোট কাটিয়ে অনুশীলনে ফিরেছেন এই তারকা স্ট্রাইকার। নির্ধারিত সময়ের চেয়ে আরো দ্রুত চোট কাটিয়ে উঠলেন তিনি। চোট পেয়েছিলেন ইয়ামাল। লা লিগার ম্যাচে লেগানেসের বিপক্ষে খেলতে গিয়ে অ্যাঙ্কেলে চোট পান তিনি। তখন ধারণা করা হয়েছিল, সেই চোট কাটিয়ে উঠতে তিন থেকে চার সপ্তাহ সময় লাগতে পারে। তাই স্প্যানিশ সুপার কাপে ইয়ামালের খেলা নিয়ে শঙ্কা জেগেছিল। তবে প্রত্যাশার চেয়েও দ্রুত চোট কাটিয়ে উঠেছেন তিনি। ফলে গত বৃহস্পতিবার অনুশীলনে ফিরেছেন এই তরুণ স্ট্রাইকার। আজ শনিবার কোপা দেল রের শেষ বত্রিশে বার্বাস্ত্রোর বিপক্ষে খেলবে তারা। এই ম্যাচে ইয়ামালের খেলার সম্ভাবনা নেই। এরপর আগামী বুধবার সৌদি আরবের জেদ্দায় স্প্যানিশ সুপার কাপের সেমি-ফাইনালে অ্যাথলেতিক বিলবাওয়ের মুখোমুখি হবে হান্সি ফ্লিকের দল। এই ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফিরতে পারেন ইয়ামাল। গত গ্রীষ্মে স্পেনের ইউরো জয়ে বড় অবদান রাখা ইয়ামাল এই মৌসুমে বার্সেলোনার জার্সিতেও সমান উজ্জ্বল। দুইবার চোটে পড়ার আগে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ২১ ম্যাচে তিনি গোল করেন ৬টি, অবদান রাখেন সতীর্থদের ১১টি গোলে।

স্বাস্থ্য

গর্ভাবস্হায় খাওয়া-দাওয়া

স্বাস্থ্য ডেস্ক : গর্ভাবস্হা কোনো অসুখ নয়। তাই এই অবস্হার কোনো চিকিৎসারও প্রয়োজন নেই। তবে গর্ভাবস্হায় যে ওষুধটির প্রয়োজন, তাহলো খাওয়া-দাওয়া। মনে রাখবেন গর্ভাবস্হায় প্রতি বেলায় বিরানি খাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমরা জানি, আমাদের খাদ্যগুলোকে মোটামুটিভাবে নিম্নের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-১। শর্করা ২। তৈল জাতীয় পদার্থ ৩। আমিষ ৪। ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ। ভিটামিন ও খনিজ পদার্থগুলো আমাদের বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যেই রয়েছে। বাকি খাদ্যদ্রব্যগুলোর মধ্যে আমাদের দেহ শর্করা ও তৈল জাতীয় পদার্থ তৈরি করতে পারে। আমাদের দেহ আমিষ তৈরি করতে পারে না। অথচ আমিষই আমাদের দেহের কাঠামো তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই একজন গর্ভবর্তী মহিলার খাবারে অবশ্যই আমিষ থাকতে হবে। ডিম, দুধ ও মাছ-মাংসই আমিষের প্রধান উৎস। শাক-সবজি প্রচুর পরিমাণে খেলে নিয়মিত পায়খানা হয়। আর এতে ক্ষুধা ও খাওয়ার রুচি ভালো থাকে। নিম্নে একজন গর্ভবর্তী মায়ের দৈনিক খাদ্যের একটি তালিকা দিলাম। ডিম ১টি, দুধ আধা কেজি, মাছ-মাংস প্রতিদিন, পাঁচ মিশালি সবজি। যাদের অর্থনৈতিক অবস্হা ভালো নয় তারা কী করবেন। আপনারা ডিম, গুঁড়োমাছ, ডাল, সিমের বিচি, শাকসবজি ইত্যাদি খেতে পারেন। আজকাল বাজারে ছোট ছোট প্যাকেট গুঁড়ো দুধ পাওয়া যায়। সব সময় না পারলেও মাঝে মাঝে এসব প্যাকেটের দুধ খেতে পারেন। এভাবে চললে আপনার বাচ্চা ধনীদের বাচ্চার মতোই সুস্হ হয়ে জন্মাতে পারে। মনে রাখবেন আমরা যদি একটি ভালো গাড়ি চাই, তবে সবাই বলবেন ফ্যাক্টরিতে ভালো কাঁচামাল দিতে হবে। কিন্তু আমরা এটা বুঝি না যে, উত্তম খাবার না খেলে উত্তম বাচ্চা আশা করাটা বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়। এটা সত্য, গর্ভাবস্হায় বিভিন্ন হরমোনের প্রভাবে খাওয়ার রুচি কমে যায়। তবে আপনি যদি বোঝেন গর্ভাবস্হার প্রধান চিকিৎসা ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করা এই লক্ষ্য অর্জনে আপনি যদি চেষ্টা করেন, তবে অবশ্যই আপনি প্রয়োজনীয় খাবার খেতে পারবেন। প্রত্যেক মা-ই চাইবেন যে তার সন্তান পৃথিবীর সেরাটা হোক। আর তা যদি চান, তবে অবশ্যই আপনাকে প্রয়োজনীয় খাবার খেতে হবে। এখানে একটা কথা মনে রাখা দরকার, আর তা হলো গর্ভের সন্তানের জন্য খাবারের পরিমাণ খুব একটা বাড়ানোর প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন শুধু খাবারে উন্নত খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্হা রাখা। ডাক্তাররা গর্ভবর্তী মায়েদের কিছু ওষুধ দিয়ে থাকেন। এগুলো দেয়া হয় একটা লক্ষ্যে আর তা হলো যদি কোথাও কোনো কিছুর অভাব থাকে, তা যেন পুরণ হয়। আপনি যদি খাবার না খেয়ে বড় ডাক্তারের ওষুধই শুধু খান তবে বড় ভুল করবেন। গর্ভাবস্হায় খাবার সম্বন্ধে আমাদের দেশে একটি কুসংস্কার প্রচলিত আছে, আর তা হলো বেশি বেশি ফল খেলে সন্তান ফর্সা হয়। এটা সম্পুণরূপে ভুল ধারণা। কোন সন্তানের রং কেমন হবে, তা বাবা ও মায়ের জেনেটিক মিশ্রণের ফলে নির্ধারিত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশে টেস্টটিউব বেবী

স্বাস্থ্য ডেস্ক : স্কয়ার ফার্টিলিটি সেন্টারের (এসএফসি) লক্ষ্য হচ্ছে সম্ভাব্য সব উপায়ে নিঃসন্তান দম্পতিদের চিকিৎসার মাধ্যমে সন্তান উপহার দেওয়া। এসএফসির রয়েছে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ চিকিৎসক, ধাত্রী, টেকনিশিয়ান-সর্বোপরি এমব্রায়োলজিস্ট বা ভ্রূণবিদ্যায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, যাঁরা সবাই বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসায় অভিজ্ঞ। স্কয়ার ফার্টিলিটি সেন্টার সিঙ্গাপুরের কেয়ার সেন্টারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ও বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে পরিচালিত। চিকিৎসাবিজ্ঞানের সর্বশেষ আবিষ্কৃত আর প্রমাণিত প্রযুক্তি ও পদ্ধতিই নিঃসন্তান দম্পতিদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। দম্পতিদের সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা, বিশেষ করে এ সময় সবচেয়ে বেশি যেটি প্রয়োজন-মানসিক নির্ভরতা দিয়ে আশ্বস্ত করা, সে ব্যাপারে এসএফসি সর্বদা আন্তরিক। আর্থিক দিক বিবেচনা করাও এসএফসির লক্ষ্য। অ্যাপয়েন্টমেন্ট কীভাবে করবেন একজন চিকিৎসকের সহযোগিতায় এখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা যাবে। সঙ্গে প্রয়োজন হবে এর আগে বন্ধ্যাত্ব চিকিৎসায় দেওয়া ব্যবস্থাপত্র, কোনো পরীক্ষার (যদি করা হয়ে থাকে) কাগজপত্র ইত্যাদি। অবশ্য কোনো চিকিৎসকের সাহায্য ছাড়াও আপনি সরাসরি এখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে পারেন। **প্রাথমিক সাক্ষাতের নিয়ম** নিঃসন্তান দম্পতিদের প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য একসঙ্গে এখানে আসতে হয়। সাধারণভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য দুই ঘণ্টার মতো সময় লাগে। দম্পতিদের দুজনকেই একসঙ্গে আসতে বলা হয় এ জন্য যে, দুজনের সঙ্গেই প্রাথমিকভাবে কিছু আলাপচারিতা সেরে নিতে হয়।

শিশুর চঞ্চলতা নিয়ে চিন্তিত

স্বাস্থ্য ডেস্ক : চঞ্চলতা শিশুর স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু স্বাভাবিক চঞ্চলতা ছাপিয়ে শিশু যখন অতিমাত্রায় অমনোযোগী হয়ে পড়ে, বাড়ি বা স্কুল কোথাও মনোসংযোগের সঙ্গে কোনো কাজ না করতে পারে, সব সময় অস্থিরতা ও দুর্ঘটনাপ্রবণ হয়ে থাকে, তাহলে সে অমনোযোগী অতি-চঞ্চলতাজনিত সমস্যায় ভুগছে কি না, তা লক্ষ করুন। এতে আক্রান্ত শিশুদের একটি অংশের শুধু অমনোযোগিতার লক্ষণ প্রকাশ পায়, একটি অংশের অতিচঞ্চলতা দেখা দেয়। কারও কারও দুই ধরনের সমস্যাই দেখা দেয়। পড়াশোনা বা অন্যান্য কাজে ছোটখাটো ভুল হতে থাকে। প্রায়ই তারা পেনসিল, বই, খেলনা হারিয়ে ফেলে। শান্তভাবে বসে লেখাপড়া বা খেলাধুলা করতে পারে না। লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে পারে না। প্রশ্ন শেষ করার আগেই উত্তর দেয়। কথা বেশি বলে। তবে দু-একটি উপসর্গ থাকলেই শিশুটিকে সমস্যাগ্রস্ত হিসেবে চিহ্নিত না করে শিশুরোগ বা মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে রোগ বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। এ ধরনের শিশুদের রুটিন তৈরি করে সে অনুযায়ী কাজ করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে। বাড়ির সবার জন্য সাধারণ পালনীয় কিছু নিয়ম তৈরি করতে হবে। যেমন স্থির হয়ে হাত ধুয়ে খেতে বসা, সবটুকু শেষ না করে না ওঠা ইত্যাদি। যেকোনো নির্দেশনা শিশুকে ভালোভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। শিশুর প্রত্যাশিত আচরণের জন্য তাকে পুরস্কৃত করতে হবে, কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণের জন্য মারধর বা বকাঝকা করা যাবে না।

মাসিক নিয়মিতকরণ বা এম.আর

স্বাস্থ্য ডেস্ক : বর্তমানে প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার অতি পরিচিত একটি শব্দ এম. আর (Menstrual Regulation) বা মাসিক নিয়মিতকরণ। এটি একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে জরায়ুর অভ্যন্তরীন পরিবেশ বিঘ্নিত হয়, ফলে জরায়ুতে ভ্রুন স্থাপিত হতে পারে না বা হতে দেয়া হয় না। এম.আর কেন করা হয়, অনিয়মিত রক্তস্রাব/মাসিকের জন্য এম. আর একটি চিকিৎসা পদ্ধতি যা অন্য কোন শারীরিক অসুস্থতার জন্যও করা হয়। শল্য চিকিৎসায় এম.আর, শল্যচিকিৎসায় এম. আর একটি সহজ ও নিরাপদ পদ্ধতি। একটি নমনীয় প্লাস্টিকের নল এবং সিরিঞ্জের সাহায্যে এম. আর সম্পাদন করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় সাধারণত: রোগীকে অজ্ঞান করার প্রয়োজন হয় না। এম.আর করার উপযুক্ত সময়, নির্ধারিত মাসিক হওয়ার সময়ের ১৪ দিনের মধ্যে যে কোন সময় এম. আর করা যেতে পারে। সবচেয়ে ভালো সময় হচ্ছে শেষ মাসিক হওয়ার প্রথম দিন থেকে হিসাব করে ৩৫ দিনের পরে এবং ৪৫ দিনের পূর্বে। সবচেয়ে নিরাপদ সময় হচ্ছে ৪২তম থেকে ৪৯তম দিনের মধ্যে। এম.আর করার পূর্বে প্রয়োজনীয় তথ্য, সাবধানতার সাথে রোগীর ইতিহাস জানা, বিশেষ করে মাসিকের নিয়মানুবর্তিতা সম্পর্কে, যৌন সম্পর্কের বিষয়ে, সহবাসের সময় সম্পর্কে, গর্ভধারণে ব্যর্থতার সম্ভাবনা, কোন কারণে দুঃশ্চিন্তা বা মানসিক চাপ যা অনেক সময় মাসিক না হওয়ার কারণ হতে পারে অথবা যদি গর্ভধারণ করে থাকেন তবে সন্তান গ্রহণ না করার কারণ সমূহ ইত্যাদি

এম.আর সম্পাদনের পূর্বে নারীকে এম.আর এর ঝুঁকি ও জটিলতা সম্পর্কে অবহিত করা জরুরি, প্রয়োজনে গর্ভধারণ না হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আরেকবার নারীকে পরীক্ষা করা উচিত কারা এম.আর সম্পাদন করতে পারেন, স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ, চিকিৎসক নার্স এবং প্যারামেডিক নিরাপদ এবং কার্যকর এম. আর সম্পাদন করতে পারেন এম.আর বা মাসিক নিয়মিতকরণ সেবা কেন্দ্রসমূহ, জেলা হাসপাতাল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স মা ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র

ছুলি থেকে মুক্তির উপায়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 'ছুলি', 'ছইদ' বা 'কদম' ইত্যাদি নানা নামে পরিচিত চর্মরোগটিকে চিকিৎসাবিজ্ঞানে বলা হয় টিনিয়া ভারসিকল। এটি এক প্রকার ছত্রাকের সংক্রমণ। এ রোগে ঘাড়ে, বুকে, পিঠে ও শরীরের অন্যান্য উন্মুক্ত অংশে সাদা বা বাদামি গাঢ় বা হালকা ছোট ছোট দাগের মতো হয়। স্যাঁতসেঁতে ও গরম আবহাওয়ায় এ ছত্রাকের আক্রমণ বেশি হয়। দেহের রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে গেলে, স্টেরয়েড ট্যাবলেট সেবনেও ছুলি হতে পারে। অনেকে যেখানে একত্রে থাকে, জিনিসপত্র ব্যবহার করে, সেখানে এই ছত্রাকের সংক্রমণ দ্রুত ছড়ায়। যেমন: মেস, ব্যারাকে, ডরমিটরি, হোস্টেল ইত্যাদিতে। এক পরিবারের একজনের ছুলি হলে অন্য সদস্যরাও আক্রান্ত হতে পারে। সাধারণত ত্বকের দাগগুলো ভালো করে দেখেই রোগ নির্ণয় করা যায়। চিকিৎসকের পরামর্শে ওষুধ খেলে এই রোগ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। **রোগের আক্রমণ এড়াতে কী করবেন?** স্যাঁতসেঁতে আর্দ্র আবহাওয়ায় যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন থাকুন। শরীরের যেসব স্থানে ঘাম বেশি হয় সেসব স্থান বারবার ধুয়ে পরিষ্কার ও শুকনো রাখুন। গরমের দিন রোজ একবার বা দুবার গোসল করুন।

কোমরে ব্যথা হলেই কিডনিতে পাথর নয়

স্বাস্থ্য ডেস্ক : কোমরের পেছন দিকে হালকা চিনচিনে ব্যথা–এমন উপসর্গ নিয়ে অনেকে আতঙ্কিত হয়ে ছোটেন চিকিৎসকের কাছে। আমার কিডনি কি খারাপ হয়ে গেল? শুনেছি কিডনির সমস্যায় পেছনে ব্যথা হয়? কোমর ব্যথার বেশির ভাগ রোগী মনে করেন, তাঁদের কিডনিতে সমস্যা হয়েছে। কিন্তু সত্যি বলতে কী, কিডনিতে পাথর বা খারাপ ধরনের সংক্রমণ না হলে ব্যথা করার কথা নয়। কোনো রকম ব্যথা-বেদনা ছাড়াও কিডনি খারাপ হতে পারে। কোমর ব্যথারও আছে নানা কারণ ও উৎস। **কিডনি রোগের উপসর্গ বা ব্যথা** * কিডনিজনিত ব্যথা সাধারণত মেরুদণ্ড থেকে একটু দূরে ডান বা বাম পাশে হয়। এটি পেছনের পাঁজরের নিচের অংশে অনুভূত হওয়ার কথা। এই ব্যথা নড়াচড়া করে এবং কোমরের দুই পাশেও যেতে পারে। এই ব্যথা থেকে থেকে আসে, শোয়া-বসা বা কোনো কিছুতেই আরাম মেলে না। * কিডনির সমস্যায় ব্যথা মূল উপসর্গ নয়, এতে শরীরে পানি আসা, দুর্বলতা, অরুচি, বমির ভাব দেখা দেয়। * সংক্রমণ হলে জ্বর হতে পারে এই ব্যথার সঙ্গে। *প্রস্রাব ঘোলাটে হয়, দুর্গন্ধ বা রক্ত থাকতে পারে। * প্রস্রাবের পরিমাণ কম-বেশি হয়। রক্তশূন্যতা থাকতে পারে। কিডনি খারাপ হওয়ার পেছনে দীর্ঘদিনের অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, সংক্রমণ, ব্যথানাশক বড়ি খাওয়া ইত্যাদির ইতিহাস থাকবে। **কোমর ব্যথা মানে কী?** * বেশির ভাগ কোমর ব্যথা সাধারণত মাংসপেশি, মেরুদণ্ডের হাড়, ডিস্ক, সন্ধি ও স্নায়ুসম্পর্কিত।

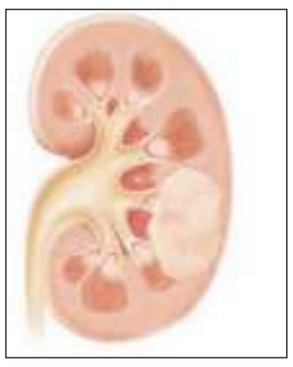

* এটি নির্দিষ্ট অংশ জুড়ে হয়। * মেরুদণ্ডের নড়াচড়া যেমন ওঠাবসা, সামনে ঝোঁকা, হাঁটা বা দাঁড়ানো, অনেকক্ষণ ধরে কাজ করা বা শুয়ে থাকার সঙ্গে এই ব্যথা বাড়ে-কমে। * সাধারণত জ্বর হয় না (তবে টিউমার, টিবি ইত্যাদি ছাড়া)। দুর্বলতা, রক্তশূন্যতা, অরুচি, বমির ভাব ইত্যাদি আনুষঙ্গিক সমস্যা সাধারণত থাকে না। * সাধারণত বিশ্রাম ও ব্যথানাশক ওষুধ সেবনে ভালো হয়; বন্ধ করলে ব্যথা আবার ফিরে আসে। ডা. শওকত আলম ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব কিডনি ডিজিজেজ অ্যান্ড ইউরোলজি